কনক-নলিনী।

(উ প ন্যা স)

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রণীত এবং প্রকাশিত।

"—কৃত বাগ্‌দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মেগতিঃ।"

"অযুক্তং যদিহ প্রোক্তং, প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
কৃপয়াচ দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তুতৎ॥"

কলিকাতা;

৬৯নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট—হিতৈষী যন্ত্রে

শ্রীব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

১২৯০ সাল।

প্রিয়তম পাঠকগণ! আমি আপনাদিগকে "কনক-নলিনী" গ্রন্থখানি প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলাম, তজ্জন্যই ইহাকে বাহির করিলাম। নতুবা 'নূতন উপন্যাস রচনা করিয়া কবি বলিয়া জনসমাজে যশোলাভ করিব, সে—আশা আমি স্বপ্নেও—করি না। তবে আপনারা আমার "সরোজ—বাসিনীকে", যে স্নেহ চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, ইহাঁকেও সেই স্নেহ চক্ষে দেখিলে আমি, কৃতার্থ হইব। আমার "কনক-নলিনী" স্ত্রীজাতিকে সতী ধর্ম্ম এবং পতি ভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী। আমি, ঐতিহাসিক ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। ইহাতে ব্যক্তি, স্থান এবং ঘটনা সকলের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহাতে অনেক অভিনব বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সে—যাহাই-হউক ভরসা এই, ইহা ইতিহাস নহে, উপন্যাস মাত্র, ইহা পাঠে জনসমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধিত হইলেই, আমি সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব ইতি।

গ্রন্থকার

সন ১২৯০ সাল ১লা অগ্রহায়ণ
বর্দ্ধমান—বন্তির

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য
পণ্ডিত কলিকাতা নর্ম্মালস্কুল

উৎসর্গ পত্র।

মহামহিমার্ণব স্বদেশ হিতৈষী বিদ্বজ্জন-পদ্ম-ভাস্কর
সেয়াড় শোলাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা দক্ষিণেশ্বর মালিয়া
মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু।

স-বিনয় নিবেদনম্

রাজন্! আপনার উদার ভাব, অসামান্য অনুগ্রহ, সরল ভালবাসা, সর্ব্বদাই আমাকে বিশেষ পুলকিত করিয়া আসিতেছে। আমি অকিঞ্চন; আমার এমন কি বস্তু আছে, যদ্দ্বারা আমি, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হই। তবে একমাত্র ভরসা এই আমার রচনাতে, আপনি বিশেষ সন্তুষ্ট; আমি সামান্য জ্ঞানে জ্ঞানী হইলেও আপনার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই "কনক-নলিনী" রূপ একটী গন্ধহীন সামান্য বন্য কুসুম করণ্ডকে স্থাপন করিয়া আপনার পূজার্থ নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, নরপতে! আমি জানি, ভাগ্যবান্ ভক্তের চন্দনাক্ত নলিনী দলদ্বারা ভগবান্ যাদৃশ সন্তুষ্ট, অকিঞ্চন ভক্তের দুর্ব্বাদলেও তাদৃশ বা তদপেক্ষাও অধিক; আমি এই জ্ঞানেই সাহসী হইয়া, আমার আদরিণী "কনক-নলিনীকে আপনার কোমল-করে অর্পণ করিলাম, এই গ্রহণ করুন; করিয়া ত্বদীয় আশ্রিত কত কত জ্ঞানীর, কত শত পণ্ডিতের, অসংখ্য দীনজনের ন্যায়, আমাকেও কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় বিস্তরেণালং।

সন ১২৯০ সাল
১লা অগ্রহায়ণ
বর্দ্ধমান-বস্তির

আশ্রিত
শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য
পণ্ডিত
কলিকাতা নর্ম্ম্যালস্কুল

কনক-নলিনী।

———∴———

প্রথম পরিচ্ছেদ।

“রে কাল! বুঝিলাম এ অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এমন জীব কেহই নাই, যে তোর্ ভীষণ নয়ন পথ পরিহার করিতে সমর্থ; যক্ষ, রক্ষ, নর, সুর, অসুর, চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রাদি সমস্তই তোর্ এই ভীষণ ক্রোড়ে লয় প্রাপ্ত হইবে। কেহই তোকে জয় করিতে সমর্থ নহে। তোর্ আদ্যন্ত এবং চরিত্র নির্ণয় করা মনুষ্যের কথাদূরে থাকুক দেবের অসাধ্য: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি কত যুগই উৎপন্ন হইল, লয় পাইল, তথাচ তুই সম ভাবেই বর্ত্তমান; তোর্ তুল্য চলচিত্ত, পর-সুখ-বিমুখ পামর বোধ হয় আর কাহাকেও দেখা যায় না। যেস্থান, সংখ্যাতীত সৌধমালায় সমাচ্ছন্ন, আনন্দমদে উন্মত্ত, সুখ প্রবাহে পরিপূর্ণ, ধন-জন-পরিজনে পরিশোভিত এবং নৃত্য গীতাদি ক্রিয়া কলাপের একমাত্র আধার, সেইস্থান তোরই প্রভাবে শ্মশান ভূমিবৎ ভয়াবহ হইয়া উঠে; তাহার সুখ তোরই প্রভাবে কোন সুদূর দেশে পলায়ন করে। এবং তোরই প্রভাবে নিবিড়ারণ্যে সমাবৃত হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহ ভল্লুক ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আবাস স্থান হইয়া উঠে। তুই কাহারও কিছু অধিক কাল স্থায়ী রাখিতে চাহিস্‌না। তোরই প্রবর্ত্তনায়, নরপতি সকল সমর-সাগরে ভাসমান হইতেছেন। সেনা সকল সমন-সদনে গমন করিতেছে। অবশেষে মহারাজ ভিক্ষুক-বেশ পরিগ্রহ করিয়া দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। তোরই প্রভাবে শোকার্ত্তা জননী, পুত্রধনে বঞ্চিতা

হইয়া নয়ন-জলে ধরাতল প্লাবিত করিতেছেন। তোরই প্রভাবে পতিব্রতা-সীমন্তিনী পতিবিরহিতা হইয়া আয়তনয়নে অজস্র অশ্রু জল বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাণের বৃথা চেষ্টা দেখিতেছেন। তোরই প্রভাবে জীবসকল পদে পদে সুখ ভ্রষ্ট হইয়া বিপদ সাগরে ভাসিতেছে। দুরাচার! কি স্থলে, কি জলে, কি শূন্যে, কি পর্ব্বত-শিখরে, কি সাগর গর্ভে, কি বিবর মধ্যে বল্ কোন্ স্থানে তোর্ প্রভাব প্রকাশ না পায়? তোর্ কার্য্যাবলী স্মরণ করিলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে; দেহ বিঘূর্ণিত এবং ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয়। নির্ম্মম! এই যে গৃহমধ্যস্থা রোরুদ্যমানা-কামিনী নয়ন-নীর নিক্ষেপ করিতেছেন, ইহাতেও কি তোর্ প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে না? পামর! অকার্য্য সাধনে তোর্ কিছু মাত্র কষ্ট বোধ নাই? সরলা অবলা গণের কোমল-হৃদয়ে যন্ত্রণানল প্রজ্জ্বলিত করা সুশোভিত কার্য্য নহে!!

কালের অসহ্য বাহুবলে নিপীড়িত মহাভাগে! নীল-বসনে বিধু-বদন অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় মর্ম্ম বেদনায় আকুল হইয়া রোদন করিতেছেন আপনি কে? কৃশাঙ্গি! শিশির-সিক্ত-কমলের ন্যায় ভবদীয় মুখ-কমল-সন্দর্শনে মদীয় অন্তঃকরণ অতীব ক্লিষ্ট হইতেছে। রোদনে ক্ষান্ত হউন। যদিও আমি রোদনের কারণ বিশেষ অবগত নহি তথাচ বলিতে পারি, এ-রোদন অপূর্ব্ব-ভাব-ব্যঞ্জক; এ-অবস্থা সতীর গৌরব প্রকাশিকা; এ-ভাব সতীর প্রণয়োদ্দীপক, মানিনি! এ-কি অভিমানের রোদন? না প্রিয় বিচ্ছেদের? অথবা অন্য কোন কারণের? এ-কিসের রোদন? জানিতে মন একান্ত চঞ্চল হইয়াছে। যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে কীর্ত্তন করুন। তৎপার্শ্বেই মৃণালবৎ কোমলাঙ্গী কনক বর্ণা কামিনী, আপনি কে? সম-দুঃখে দুঃখিনী হইয়া মুখে জল দান করতঃ বসনাঞ্চলে মুছাইতেছেন আপনি কে?

আপনারে যেন আমার পরিচিতার ন্যায় বোধ হইতেছে, কিন্তু চিনিয়াও যেন চিনিতে পারিতেছি না. আপনি কে? গৃহমধ্যস্থা এই অপরা রমণীই বা কে? যে প্রার্থিত বস্তু ব্যগ্রতার সহিত আপনার কোমল করে প্রদান করিতেছে, এ-কে? বোধ হয় পরিচারিণী।

পাঠক স্থির হউন, ঐ কি কথোপকথন হইতেছে শ্রবণ করি এবং আপনিও শ্রবণ করুন। "সখি মাধব, মোহিনি এলোকেশি! আমি কি নেত্র-নীর দর্শন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তোমার গৃহ হইতে আনয়ন করিলাম? তোমার এই পতনশীল প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু, বজ্র সদৃশ সারসম্পন্ন হইয়া তোমার বক্ষে নয়, আমার বক্ষেই পড়িতেছে। আর কষ্ট সহ্য হয় না এবং দেখিতেও পারিনা। অতঃপর যদি রোদনে ক্ষান্ত না হও তবে আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। প্রিয়মাধব! পতিব্রতা সতীকে এরূপে বিচ্ছেদ-অগ্নিতে নিক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে! চন্দ্রকেতুকে পাঠাইবার কি আবশ্যক ছিল? স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইলেই ত উত্তম হইত; আহা! এমন সোণার প্রতিমা দিনে দিনে বিবর্ণ হইয়া গেল! হাহত বিধে! পুরুষ হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়াছ? ভগবন্ কুসুমায়ুধ! আপনার কুসুম শরের প্রভাব কি শুদ্ধ প্রকৃতির উপরেই প্রকাশ পায়? পুরুষোপরি নহে? শুনিয়াছিলাম, চরাচরে এমন জীবই নাই, যে আপনার বাণ পাতের পথবর্ত্তী না হয়; সেই কথা কি কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইল। হায়!

সময়ের সখা কাম অসময়ে নও।
দুদিকে গাইয়া জয় 'জয় কেতে' হও॥
যখন যাহার জয় তখন তাহার।
পুরুষে এমন ভাব দেখিনে কাহার॥

হা'র যার দেখ তার পায় রাখ না-ক।
জোর ডঙ্কা যার তারপদে প'ড়ে থাক॥
ভাঙ্গিয়া শিবের ধ্যান পেয়ে প্রতিফল।
সেই হ'তে ছেড়ে দেছ পুরুষের দল॥'
বিরহিণী দেখেলেই প্রাণ লহ কেড়ে।
পোড়ামুখী রতি কেন পতি দেয় ছেড়ে॥
দুরন্ত দুর্জ্জয় দুষ্ট রতি-পতি-মার।
তব কর্ম্মে তব পদে করি নমস্কার॥

ভগিনি! অবলাহৃদয়ে সকলই সহ্য হয়; এতদিন সহ্য করিয়াছ আর কয়েকদিনমাত্র সহিয়া থাক। কাশ্মীরবাসী শ্বশুর দেব আমাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ভৃত্য চন্দ্রকেতুকে পাঠাইয়াছেন। সে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমাকে এইশুভ সংবাদ দিবার নিমিত্তই এখানে আনয়ন করিয়াছি। আমাদিগকে ত্বরায় কাশ্মীরে যাইতে হইবে।

দ্বিতীয়া। প্রিয়ভগিনি প্রিয়তমে! বিশ্বনাথের হৃদয়-সরস-সরোজিনি উমাকালি! এই আশাই আমার সকল কষ্টেরমূলস্বরূপা; আমি আশার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া অনর্থক কল্পনা সহস্রকে হৃদয়-ধামে স্থানার্পণ করিয়া নির্বিশেষে কত কষ্টই ভোগ করিতেছি। পাপজীবন যদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই। আমি কাহারও উপর দোষাপণ করিতে চাহিনা; সকলই আমার অদৃষ্টেরদোষ; ভগিনি! চন্দ্রকেতু কতক্ষণ আসিয়াছে? কাশ্মীর বাসী গুরুজন সকলে কুশলে আছেন? আমার প্রিয়-পতি মাধবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল?

তিনি কি আমাকে মনে করিয়াছেন? আমরা যে তথায় গমন করিব তোমাকে কে বলিল?

প্রথমা কহিলেন কাশ্মীর হইতে ভৃত্য চন্দ্রকেতু এইমাত্র আসিয়াছে, শুনিলাম আমাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। তুমি স্থির হও, আমি প্রিয়পতিকে আহ্বান করিয়া সকল শুনিতেছি।

অহো! এতক্ষণে আমার অন্তঃকরণ সুস্থির হইল। আপনারা কে তাহার সবিশেষ পরিচয় লাভ করিলাম। এবং আমার প্রিয় সঙ্গী পাঠক মহাশয়ও কথঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিলেন। মহাভাগে উমাকালি! আমি আপনাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত আছি। পাঠক! ভাল বিষয়ের কণামাত্রও ভাল; কাশ্মীরে যাইবেন, প্রিয়পতির দর্শন পাইবেন, জনক জননীর চরণ দর্শন করিবেন, এই আশায়, এলোকেশী ক্ষণকাল মধ্যে সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন এবং আনন্দ সলিলে অবগাহন করিলেন। উমাকালীও ঐ সুখে সুখিনী, বহু দিনের পর জন্মভূমি দর্শন করিবেন এই মনের উল্লাসেই উল্লাসিনী; উভয়ে নির্জ্জন গৃহে আসীনা হইয়া কাশ্মীর সম্বন্ধে কত কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর পাঠক মহাশয়ের সহিত বিশ্বনাথের পরিচয় হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে চন্দ্রপুর নামে এক নগর আছে। তথায় বিশ্বনাথ নামে এক শান্ত দান্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনঙ্গের বসন্তের ন্যায় পুণ্ডরীকের কপিঞ্জলের ন্যায়, অর্জ্জুনের কৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার মাধব নামে এক মিত্র ছিলেন। কাশ্মীর দেশে বিশ্বনাথের কর্ত্তৃপক্ষের ভূসম্পত্তি এবং ব্যবসায় ছিল। তথায় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অবস্থান করেন। বিশ্বনাথের পিতার নাম পশুপতি, মাধবের পিতার নাম চন্দ্র শেখর; সম্প্রতি বিশ্বনাথ গৃহে অবস্থান করায়, পশুপতি পত্র দিয়া ভৃত্য চন্দ্রকেতুকে চন্দ্রপুর নগরে পাঠাইয়াছেন। ভৃত্য আগমন করিয়া বিশ্বনাথকে পত্র প্রদান করিলে, তিনি

তাহা উন্মুক্ত করিয়া স্পষ্টবাক্যে পাঠ করিতে লাগিলেন। এই কালে কার্য্য বশতঃ তথায় এক পরিচারিণী উপস্থিত ছিল। সে অন্তঃপুরে আগমন করিয়া উমাকালীকে এই সংবাদ প্রদান করিল।

পত্র পাঠ।

প্রাণধন! পরাণ-পরাণ! শুদ্ধ মতি।
হৃদয় আনন্দকর যথা তারাপতি॥
বহু দিন গেছ গৃহে ত্যজি আমা সব।
তোমা বিনা জীয়ন্তে হ'য়েছি মোরা শব॥
রতন-প্রদীপ তুমি হৃদয়-ভবনে।
ত্যজে গেছ গৃহে আলো থাকিবে কেমনে॥
বিকচ-কমল-সম তোমার আনন।
ভুলিতে কি পারি হৃদে জাগে অনুক্ষণ।
বসন্ত-কোকিল-রবে, বিপিন মাঝারে-
যে-মনে হরণ করে। অন্যে তা-কি পারে?॥
কবে কবে মধু-মধু-সম মধুরব।
আশায়, আমায় ভর দিয়া কতরব॥
অজ! অজ-পুত্র পুত্রে বন হ'তে বন।
দিয়া যথা ত্যজে রাজা আপন জীবন॥
তথা কি আমার গতি হবে ওরে যাদু।
পুত্রের বিষম মায়া ঈশ্বরের যাদু॥
তোমা ছাড়া হ'য়ে আর জীব কত দিন।
জল ছাড়া হ'য়ে কি জীবনে বাঁচে মীন?॥

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্তান-বিরহ দুঃখ হৃদে জাগে যার।
জগতে কি কভু সুখ আর আছে তার ?
কি কব প্রাণের প্রিয় ! কি বলিব আর।
এক চন্দ্র বিনা ক্ষিতি হয় অন্ধকার।
নয়নের পথে মম তুমি জলধর।
উদয়ের আশা চাহি আছে নিরন্তর॥
ভক্তি রূপ বারি দানে চাতকের প্রাণে।
রক্ষা কর প্রিয়তম ! পুত্রের বিধানে॥
অবিলম্বে উতমন্দে দিবে দরশন।
মাধবে ত্যজিয়া না থাকিও কদাচন॥
রতি পতি যথা তথা বসন্ত বিচরে।
কে-না জানে এই কথা ব্যক্ত চরাচরে॥
মাধব রমণী সহ বধূকে লইয়া।
উতমন্দে আসিবেক সত্বর হইয়া॥
যা লিখিনু, তা করিবে না ভাবি যে আন্।
পালিতে পিতার আজ্ঞা রামের সমান॥
প্রাণ ধন ! যাদুমণি ! জীবন-জীবন।
আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক অনুক্ষণ॥

আশীর্ব্বাদক শ্রীপশুপতি শর্ম্মা.
কাশ্মীর উতমন্দ নগর।

পাঠান্তে

ভক্তি অশ্রু নেত্রেঝরে অবিরল ধারে।
গাঁথিল মুকুতা হার হৃদয় মাঝারে॥
হৃদি মাঝে চিন্তি পিতৃ-চরণ যুগল॥
শতেক প্রণাম করি, প্রেমেতে বিহ্বল॥
প্রণয়-পূরিত-প্রিয়-মধুর-বচনে।
কুশল সুচক প্রশ্নঃ করে দ্বারবানে।
জন্ম-দাতা, জ্ঞান-দাতা, সুখ-মোক্ষ-দাতা।
স্বরগ সোপান মম আরাধ্য বিধাতা॥
যাঁহার কৃপায় দেখি সুখের সংসার।
সেই পূজ্য পিতা সুখে আছেন আমার?
বান্ধব মাধব যাঁরে জানে নিজ গতি।
কুশলে আছেন বন্ধু-পিতা মহামতি!
শত শত অনুগত অনুজীবী গণ।
সকলের শিবত? বলিয়া তোষ মন॥
কর যুড়ি চন্দ্রকেতু সরস অন্তরে।
সকলের অনাময় নিবেদন করে॥
বিশ্বনাথ কহে চন্দ্রকেতু বাছাধন।
সুখে আছ? আছে তব পরিবারগণ?
চন্দ্রকেতুকহে প্রভো! পাতা তুমি যার।
কখন কি দুঃখের যাতনা হয় তার?

কেবল যাতনা ভৃত্যে দেয় অহরহ।
দয়ার সাগর নাথ! তোমার বিরহ ॥
তদন্তে আহ্বান করি অনুজীবীগণে।
চন্দ্রকেতু সমর্পিয়া বিশ্রামকারণে ॥
পিতার লিখিত পত্র প্রিয়ারে দেখাতে।
অনুরাগ ভরে যায় লিপি ল'য়ে হাতে ॥
চলিতে সরণি দৈবে তুলিয়া বদন।
হেমচন্দ্রে অদূরে পাইল দরশন ॥

হেমচন্দ্র, প্রতিবেশী ধনাঢ্য ভদ্র লোক, ইহাঁর স্ত্রীর নাম বিনোদা; হেমচন্দ্র দান ধর্ম্ম প্রভৃতি সৎ কর্ম্মে যত অর্থ ব্যয় করুন আর নাই করুন, বিলাস ব্যাপারে এবং অপকর্ম্মে বিলক্ষণ ব্যয় করিয়া থাকেন। বিনোদাও স্বামীর ন্যায় বিলাসিনী, ইহাঁদের ব্যবহারে অনেকেই অসন্তুষ্ট; হেমচন্দ্র বিশ্বনাথের পরিচিত ব্যক্তি; ইহাঁর সম্বন্ধে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বনাথ শিক্ষা দান বাসনায় ইহাঁকে অহ্বান করিয়াছেন। হেমচন্দ্র উপস্থিত হইলে বিশ্বনাথ সাদর সম্ভাষণে হেমকে পরিতুষ্ট করিয়া নানা মতে সাবধান করত কহিলেন হেম! আরও যদি কিছু শুনিতে চাও বলিতে পারি। হেমচন্দ্র কহিলেন আজ্ঞা করুন। বিশ্বনাথ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শুন ওহে হেম ভাই আমার বচন।
শরীরের প্রতি কেন দৃষ্টি ঘনে ঘন ॥
পাইয়া মোহন দেহ নবীন যৌবন।
তাইবুঝি করিছ হরষে দরশন ॥

বাঁকা টেরী হাতে ছড়ি অপাঙ্গ ভঙ্গিমা।
করি কি পাইছ সুখ! যার নাহি সীমা॥
কালা পেড়ে ধূতী খানি পরিধান তায়।
যাতে তব অঙ্গ সব স্পষ্ট দেখা যায়॥
প্রাবরণ খানি দেখি অতি সূক্ষ্মতম।
যাহার সৌন্দর্য্যে তব উপজিছে তমঃ॥
কটিতে কসিয়া তারে বেঁধেছ যতনে।
গন্ধযুক্ত করিয়াছ আতর চন্দনে॥
বিশাল বক্ষেতে দেখি চন্দনের ছটা।
কুসুমের হার যার বাড়াইছে ঘটা॥
চরণে সুচারু বুট কালিমা বরণ।
মস মস্ শব্দে যায় বধির শ্রবণ॥
এই মত নানা সাজে সাজাইয়া অঙ্গ।
চ'লেছ বিষম ঠাটে ক'রে রঙ্গ ভঙ্গ॥
চির দিন এমন সুদিন নাহি রবে।
এক দিন তব এই সুখ ভঙ্গ হবে॥
অনিত্য সংসার ভাই অনিত্য জীবন।
অনিত্য অবলাগণ অনিত্য যৌবন॥
ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী প্রমত্ত শমন।
যে দিন ভীষণ-বেশে হরিবে জীবন॥
সে দিন তোমার গতি হবে যেই মত।
শুনহে নবীন যুবা বলি গোটা কত॥

মৃত্যু হ'লে বা'র ক'রে দিবে দিয়া ছড়া।
কলসী কোদালি সরা কড়ি আট কড়া॥
এই আস্‌বাব্ আর এই ধন ল'য়ে।
যেতে হবে সারাপথ হাবা বোবা হ'য়ে॥
যারে প্রিয়তম বলি ভাব আপনার।
মুখে নুড়ো দিয়ে গৃহে যাবে আপনার॥
জ্বলন্ত অনলে তব মুখ যাবে পুড়ে।
চটাচট্ পটাপট্ শব্দ দেশ জুড়ে-
হইবে; পুড়িবে এই যতনের দেহ।
আতর গোলাপ যায় নিরন্তর দেহ॥
এপ্রকারে ইহ হ'তে যে করে গমন।
ভাগ্যবান্ বলি তারে ব্যাখ্যে জনগণ॥
এও যদি তব ভাগ্যে না হয় ঘটন।
ঘটিবেক এই মত কে-করে বারণ॥
শবাজীব তবপদে বান্ধিবেক দড়ি।
আত্মীয় বান্ধব হ'য়ে দিলে পরে কড়ি॥
তার পর টেনে যাবে হড়্ হড়্ হড়্।
ছিঁড়িবে গায়ের মাংস চড়্ চড়্ চড়্॥
উচু নিচু ভুমি হেতু হইয়া আটক্।
মাথা তব করিবেক ঠক্ ঠক্ ঠক্॥
যেখানে শৃগালকুল ঘোর শব্দ করে।
টেনে ফেলে দিবে ভাই হেন ভূমি পরে॥

বায়সে খাইবে চক্ষু শির 'পরে বসি।
খান্ খান্ হ'য়ে মাংস পড়িবেক খসি॥
শকুনি, গৃধিনী, কাক, কুক্কুর, শৃগাল।
আনন্দে খাইবে মাংস পূরে পূরে গাল॥
অথবা অসংখ্য কীট জন্মি শরীরে।
বিজ্ বিজ্ করিবেক অন্তর বাহিরে॥
ঝরিবে মাংসের সোট্ উঠিবে দুর্গন্ধ।
জনগণে সেই পথ করিবেক বন্ধ॥
যত দিন এই মত রবে তব দেহ।
তত দিন কাছ দিয়া নাহি যাবে কেহ॥
এক, দুই, তিন দিন করি কিছুকাল।
ক্রমে ক্রমে গতে শেষে থাকিবে কঙ্কাল॥
তখন তোমারে আর নাহি যাবে চেনা।
বলিবেক কেহ "সেই" কেহ "সে-না-সে-না"
যে দেহের কর ভাই এতেক যতন॥
সেই দেহ এই মতে হইবে পতন॥
কোথা রবে ঘর বাড়ি গাড়ি ঘোড়া ছড়ি।
কোথা রবে পোমেটম্ কোথা রবে ঘড়ি॥
কোথা রবে ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন।
কোথা রবে পিতা মাতা প্রাণের নন্দন॥
কোথা রবে প্রাণের প্রেয়সী প্রিয়তমা।
যে এখন সমাদরে সদা তোষে তোমা॥

এসকল ছেড়ে পরলোকে যাবে যবে।
যবে যম দূতে অর্দ্ধচন্দ্র দেবে যবে॥
তখন তোমার ভাই কি হইবে বল ?
সেজন্য কিঞ্চিৎ কিহে ক'রেছ সম্বল ?
তাইবলি কেন ভাই মিছে মদ-মদে-
মত্ত হ'য়ে চলিতেছ টল্ মল্ পদে॥
নূতন সংসার-পথে তুমি ভাই কানা।
সাবধানে পা-ফেলিও আছে কত খানা॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাতসর্য্য,-গর্ব্ব।
জনে জনে ঘোরতর শত্রু এরা সর্ব্ব॥
করহ দমন শত্রু যদি পার পাবে।
তা-না হ'লে এক কালে রসাতলে যাবে॥
পরহ জ্ঞানের হার ধর্ম্মের ভূষণ।
শিক্ষা কর রীতি নীতি সাধুর সেবন॥
সত্য বাদী দয়াশীল ধার্ম্মিক সুজনে।
সর্ব্বদা সন্তোষ কর প্রিয় সম্ভাষণে॥
পালহ ঈশ্বর আজ্ঞা প্রাণ পণ করি।
সংসার-সাগরে যাবে অনায়াসে তরি॥
যিনি ভাই, যিনি বন্ধু, যিনি পিতা মাতা।
মঙ্গলের হেতু যিনি, যিনি সুখ দাতা॥
সে জনে নির্জ্জনে জনস্থানে কর তত্ত্ব
সামান্য যৌবন মদে কেন ভাই মত্ত॥

বিবেচনা ক'রে ভ্রাতঃ দেখ মনে মনে।
আসিয়াছ কোথা হ'তে যাবে কোন্ স্থানে॥
কে-তুমি কাহার সৃষ্ট কে-বা পাঠায়েছে।
কি করিতে অজ্ঞা তাঁর কিবা হ'য়ে গেছে॥
তুমি যে তোমারনহ তুমি হও তাঁর।
তবে কেন ভৃত্য মনে এত অহঙ্কার॥
ভবের বাজারে আসি বাজারের তরে।
মিছে কেন মর তুমি চুরি ডাকা ক'রে॥
গলা ঢাকা কোড়া বাড়ী খাবে বুঝি সাধ।
এমন সাহস তব ঈশ সনে বাদ॥
আজি কালি করিতব কেটে যায় কাল।
"কালামুখ" তবু কেন বাড়াও জঞ্জাল॥
ধরহ আমার আজ্ঞা করি প্রাণ পণ।
সর্ব্বদা ভাবনা কর ঈশ্বর-চরণ॥
জয় জয় জগদীশ জগতের নাথ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করি প্রণিপাত॥
জয় জয় জীবের জীবন নিরঞ্জন।
জয় জয় জগদেক বাঞ্ছনীয় ধন॥
জয় জয় জগদীশ জগদীশ সার।
বলভাই জগদীশ জগদীশ সার॥

হেমচন্দ্র। যুবা কয় মহাশয়! করি নিবেদন।
আর না বিলাসী আমি হ'ব কদাচন॥

অদ্যাবধি ত্যজিলাম বিলাস ব্যাপার।
হৃদয়ে চিন্তিব সদা সেই সারাৎসার॥
দেব দ্বিজ গুরু ভক্তি সাধুর সেবন।
পর উপকারে কাল করিব যাপন॥
হেমচন্দ্রে সমাদরে দিয়া আলিঙ্গন।
পত্র লয়ে অন্তঃপুরে করিল গমন॥

বিশ্বনাথ হেমচন্দ্রকে এই রূপে উপদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমণী যুগলকে দর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

আহা কি হেরিনু নেত্র হইল সফল।
ফুটিয়াছে এক বৃন্তে নলিনী যুগল॥
প্রণয়-মলয় বায়ু বহে তাহে বলে।
ভাসিছে নলিনী রূপ রাশি নীলাজলে॥
বহুদিন এ বেশ করিনি দরশন।
দেখা হলো তবু ভাল যুড়াল জীবন॥

এলোকেশী। ভাগ্যে সে আহ্বানি সখা আনিনু হেথায়।
তাই সে করিল তুষ্ট সুমিষ্ট কথায়॥
কার দোষ দিব সব ললাট লিখন।
বঁধুও যেমন তার সখাও তেমন॥

উমাকালী। ক্ষান্ত হও প্রিয়সখি! কথায় কি কাজ।
পুরুষ কঠিন অতি নিদয় নিলাজ॥
ষট্‌পদ সম শঠ কামিনীর কাছে।
এমন চতুর সখি! আর নাকি আছে॥

বিশ্বনাথ। অয়ি মান্যে এলোকেশি! মাধব মোহিনি!
যদি অপরাধী হুই ক্ষমহ মানিনি!
মাধব নির্দ্দয় অতি পাষাণ সমান।
রাখে নাই সেই দোষে আপনার মান॥
সেজন্য সতত আছি বিষাদে মগন।
যাই যাই মনে করি চলেনা চরণ॥
এলোকেশী। এ বিরহ-মরুভূমে আশা-তরঙ্গিণী
দরশনে বেঁচে আছে কাতরা হরিণী॥
নতুবা ত্যজিত প্রাণ এত দিন কবে।
দাও আশা কালে পূর্ণা হয় যদি হবে॥
বিশ্বনাথ। অয়ি এলোকেশি সতি! মাধবমোহিনি!
পোহাইল এবে তব দুঃখের যামিনী॥
যথা রবি উদিলে তমস যায় দূরে।
তথা তব বিরহ পলাবে কোন্‌পুরে॥
সুধাকর দরশনে যথা কুমুদিনী।
আনন্দিতা হয়; তথা হবে সীমন্তিনী॥
কাম পাশে যথা রতি, রাম পাশে সীতা।
নল পাশে যথা শোভে বিদর্ভ দুহিতা।
তথা মাধবের পাশে শোভিবে ললনে।
রাখিবে সতত তাঁরে নয়নে নয়নে॥
উমাকালী। বিরহ-সমুদ্রমাঝে এলোকেশী তরী।
ভাসমানা হ'য়ে আছে দিবা বিভাবরী॥

ভাবনা-আবর্ত্ততার, বিষাদ-তরঙ্গ।
ষড়রিপু-মকরাদি করে সদা রঙ্গ॥
হুতাস-বাতাস বহে হুহুহুহু রবে।
বিঘূর্ণিতা এতরণী কতক্ষণ রবে?
কর্ণধার বিহীনা তরণী ভাসে নীরে।
ডোব ডোব বোধ হয় আসিবে কি তীরে?
বল বল বল নাথ! করিহে শ্রবণ।
নলিনী কি বেঁচে থাকে পলালে জীবন?॥
সহকারে সমাশ্রিতা মাধবী বল্লরী।
তাহে যদি তরুবর ফেলে দূরকরি॥
ধরাতলে কলেবর ঢালিয়া ললনা।
ত্যজেনা জীবন নাথ! বলনা বলনা॥
সাপিনীর মণি যদি কেহ কাড়ি লয়।
হয় না তা হ'লে তার জীবন সংশয়?
এইরূপ নারীপক্ষে এক বিধি হয়।
জেনো জেনো প্রিয় সখে! জেনোহে নিশ্চয়।

বিশ্বনাথ কহিলেন মাহাভাগে! পরিতাপে ক্ষান্ত হউন। শীঘ্র শীঘ্র যাইবার নিমিত্ত প্রিয়মাধব বিশেষ ত্বরা দিয়াছেন। আরও আপনারে লিখিয়াছেন সতীকুল গৌরব-পালিকে এলোকেশি! আশ্রিত প্রাণেশ্বর বোধে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। আমি তোমার নিকট শতসহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াও উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু যদি কখন সাক্ষাৎ পাই তবে চরণে ধরিয়া সমস্ত দোষ ক্ষালন করিব। নতুবা মনের সাধ মনেই রহিল'

তোমার প্রিয় মাধব। এই কয়েকটী কথা শ্রবণমাত্র এলোকেশীর নয়ন-যুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল, কিছু যেন বলিবেন বলিয়া চেষ্টা করিলেন কিন্তু অন্তর্বাষ্প-ভরে কণ্ঠরোধ হওয়াতে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তদনন্তর উমাকালী তাঁহাকে বহুযত্নে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

এলোকেশী গৃহে আগমন করিয়া দেখেন তাঁহার প্রিয়সখী নিকুঞ্জ মোহিনী তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। নিকুঞ্জ, এলোকেশীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! আজি আমি দৈব ঘটনায় বিনোদার সহিত তাহাদের উদ্যান দেখিতে গমন করিয়াছিলাম তথায় যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা শ্রবণ কর।

এলোকেশী। বল সখি! শুনি স্থির হোক্ মম মন।

নিকুঞ্জ। ওলো এলো প্রিয়তমে! কর্‌লো শ্রবণ॥
অপরাহ্ণ কালে বালা বিনোদা মোহিনী।
করিয়া অপূর্ব্ব সাজ লইয়া সঙ্গিনী॥
উদ্যান ভ্রমণ হেতু করিল গমন।
(আমিও সঙ্গিনী হই দৈবেরঘটন॥
ভ্রমণেতে বিনোদার ম'জে গেছেমন।
দেখিতে দেখিতে প্রাপ্ত উদ্যান ভবন॥
ভবনে প্রবেশ করি পুলকে পূরিয়া।
মনো সাধে চারি দিক্ বেড়ায় দেখিয়া॥
কোনগৃহ দেখে বালা রতনে শোভিত।
উজ্জ্বল প্রভায় যার গৃহ উজলিত॥

স্থানে স্থানে অগণ্য আসন সারি সারি।
হীরকের প্রভায় অধিক মনোহারী॥
কোনগৃহ পরিপাটী দুকূলে মণ্ডিত।
সোণার পালঙ্ক তায় অতি সুশোভিত॥
চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, সূর্য্যকান্ত মণি।
নিরন্তর উজলিছে দেখিল রমণী॥
বহুশাখা-প্রশাখা-সুকাজ সমন্বিত।
অসংখ্য কাচের ঝাড় দেখি পুলকিত॥
নানাবিধ দেবমূর্ত্তি আছে স্থানে স্থানে।
কেহ গজে আরোহিত কেহ আছে যানে॥
এই রূপ করিতে করিতে দরশন।
উপদেশ পায় এক আপন কারণ॥
এই কটী কথা ছিল দেওয়ালে অঙ্কিত।
করিতে লাগিল পাঠ হ'য়ে একচিত॥
"কেতুমি কাহার বালা কিসের কারণ।
আগমন এই স্থানে কিবা প্রয়োজন॥
দুকূল প'রেছ ধনি! করি সযতন।
কলহংস লক্ষণ যাহাতে অগণন॥
অসংখ্য অঙ্কিত পদ্ম নীল-লাল রঙ্গে॥
যাহাতে খঞ্জন ক্রীড়া করিতেছে রঙ্গে॥
দেখিয়া তোমার এই বসনের ছটা।
বোধ হয় বসন্তের লেগে গেছে ঘটা॥

চরণে ভূষণ তব দেখি অগণন।
থেকে থেকে নূপুরের হ'তেছে নিক্কণ ॥
কটি-তটে চন্দ্রহারে চন্দ্রহারে লাজে।
(সুগঠিত মধ্যমণি মরি কিবা সাজে ॥
কপাল, নাসিকা, কর্ণ, বাহুযুগ, কর।
মোহন-ভূষণে সব শোভার আকর ॥
সুখদ উরসে দেখি রতনের হার।
ঝিক মিক্ চিক্ দানা করে অনিবার ॥
কুটিল কবরী কিবা কুসুমে জড়িত।
মাঝে মাঝে দীপ্ত মণি অতিসুশোভিত ॥
ভুবন-মোহিনি ধনি চম্পক বরণি!
কুলবধূ হবে বুঝি কুলের রমণী ॥
সঙ্গে তব সুহাসিনী সহচরী গণ।
অনুক্ষণ করে তারা চামর ব্যজন ॥
কেহ তব হাত ধরে কেহ বা বসন।
কেহ দেয় ক্ষীর ছানা কেহ বা মাখন ॥
কেহ সুবাসিত জল কেহ ফল মূল।
কেহ কুসুমের মালা কেহ বা তাম্বূল ॥
খাও খাও খাও দেবি! খাও খাও খাও।
নাও নাও নাও দেবি! নাও নাও নাও ॥
তাম্বূলের রাগ নাহি অধর যুগলে।
ধর দেবি! পান দাও বদন-কমলে ॥

এইমত অনুরোধ করে অনুক্ষণ।
তুমি কিন্তু সে-কথায় না দাও শ্রবণ।
কভু বল খাব খাব কভু বল-না।
কভু-বল এ-টা কেন, ও-টা আন-না।
কভুবল এ-টা আর নাহি লাগে ভাল।
ও-হাতে কি ঐ দেখি নিয়ে আয়-না-ল॥
সঙ্গিনীবদনেদিলে ক্ষীর, মধু ছানা।
বিকৃত বদনে তারে বল না-না-না॥
ও-গুলো কি খাওয়া যায় ভস্ম, পাঁশ, ছাই।
যা-না আমি ভালবাসি এনে দেবে তাই॥
পোমেটম্ ল্যাবেণ্ডর, গোলাপ আতর।
এ-সকল অঙ্গে দিলে অমনি কাতর
-হ'য়ে বল। এ-গুলোর গন্ধনহে ভাল;
কেবল লাভের মধ্যেঅঙ্গ হবে কাল॥
দূর কর এসবের আবশ্যক নাই।
অন্য কিছু থাকে যদি এনে দাও ভাই॥
কদাচিৎ কর য'দি ভূ-পদ গমন।
"ছাঁপামুড়ি" খেয়ে বল বেরুল জীবন॥
এইমত নিরন্তর সুখের সেবায়।
মদ-মদে-মত্ত-পদ না রাখ ধরায়॥
চির দিন এমন সুদিন নাহি রবে।
এক দিন তব এই সুখ ভঙ্গ হবে॥

যেদিন শমন তব হরিবে জীবন।
কোথা রবে ঘর বাড়ী কোথা রবে ধন।
কোথা রবে সখীগণ বিলাস ভবন।
কোথা রবে ক্ষীর ছানা কোথা বা মাখন॥
কোথা রবে পরিবার কোথা রবে পতি।
যাহার সহায়ে ধনি! তুমি ভাগ্যবতী॥
যে দেহের এই রূপ যতন অপার।
কাঠ, খড়, আগুনে হইবে ছার ক্ষার॥
পুড়ে যাবে "পোড়ামুখী" বিধুমুখ তোর্।
তখন এমন তর না খাটিবে জোর্॥
যারে তুমি প্রিয়তম বলি স্নেহ কর।
পোড়ামুখে নুড়ো দিয়ে যাবে নিজ ঘর॥
ভীষণ শমন এসে হাতে দিবে দড়ি।
ল'য়ে যাবে ঘোরতর কড়া কড় করি॥
তখন কি হবে ধনি! বল, বল, বল।
সেজন্য কিঞ্চিৎ বালে! করেছ সম্বল?
ঝরিবে নয়ন-নীর ঝরিবে সে দিনে।
যে দিন শমন তোরে বাঁধিবে নবীনে!
কাঁদিবে মনের দুখে ক'রে হাহা কার॥
কোথা পিতঃ জগদীশ! জগত আধার॥
অভাগিনী তাপিনী পাপিনী দুখ পায়।
কোথা পাতা পরমেশ রাখহ আমায়॥

অনাথার নাথ তুমি জগতের পাতা।
মোরে রক্ষা কর আসি ও হে শিব দাতা॥
এসময়ে তব নাম ভিন্ন গতি নাই।
কোথা পিতঃ জগদীশ! জগত গোসাঁই॥
এই মতে বিপদের পড়িয়া অকূলে
কেঁদে কেঁদে তোমার উদর যাবে ফুলে॥
তাই বলি অয়িবালে! গর্ব্ব পরিহর।
তরিবারে ভবসিন্ধু কড়ি জড় কর॥
ভবের বাজারে ধনি! সব ভোজ বাজি।
এ-হাটে যে গর্ব্ব করে সে যে নিজে পাজী॥
ভব-হাটে আছে যেই সুচতুর বেণে।
ধূলা, ছাই হ'তে সেই রত্ন বেছে কেনে॥
কাঁথা ধুক্‌ড়ি পোট্‌লা পাট্‌লি করিয়া বন্ধন।
মনোমত করি পরি ধরম-বসন॥
তরপণ্য কড়ি করে কোরে সেইজন।
চেয়ে আছে সেতো মুখ আসিবে কখন॥
ভব-হাটে খেপী হাবী হয় যেই বালা।
সদাকাল পায় সেই শমনের জ্বালা॥
তাই বলি হায়! হায়! কিবা হবে তোর্।
পরকালে পাবি বুঝি নরক সু-ঘোর্॥
গেলিরে অভাগ্য বতি! গেলি এত দিনে।
উপায় না দেখি তোর জগদীশ বিনে॥

বল বালে ! জগদীশ জগদীশ সার।
শিবদাতা জ্ঞান দাতা বিশ্বমূলাধার ॥
তিনি বল, তিনি বুদ্ধি, তিনি হন ধর্ম্ম।
তিনি যাগ, তিনি যজ্ঞ, তিনি হন কর্ম্ম ॥
তিনি চন্দ্র তিনি সূর্য্য নক্ষত্র নিচয়।
তিনি গুপ্ত হন কিন্তু ব্যাপ্তবিশ্বময়।
ভজহ তাঁহারে বালা সুখ যদি পাবে।
তা-না হ'লে এক কালে রসাতলে যাবে ॥
"করহ পতির সেবা" এই আজ্ঞা তাঁর।
পতিগতা সতী পায় নিত্য সুখাগার ॥
পতি যার জপতপ পতি যার ধ্যান।
পতি যার মোক্ষ দাতা পতি যার জ্ঞান ॥
সেই সতী পায় মুক্তি যুক্তি শাস্ত্রগত।
কদাচিৎ মিথ্যা নয়, নয় অন্য মত ॥
সাধু জনে ভক্তি কর গুরুর সেবন।
প্রিয় পরিবারে কর প্রিয় সম্ভাষণ ॥
ভূষণের আশা ছাড়ি অঙ্গ পরিপাটী।
নানা কষ্ট সহে থাক যথা সহে মাটী ॥
অনুক্ষণ একমনে ডাক নিত্য ধনে।
অনায়াসে যাবে ধনি ! স্বর্গীয় ভবনে ॥
বল বালে ! জগদীশ জগদীশ সার।
জগদীশ বিনে গতি নাহি দেখি আর ॥

পাঠ করি বিনোদার জ্ঞানের উদয়।
এক মনে পড়ে তাহা বার পাঁচ ছয়॥
পাঠান্তে চকিতা বালা বিনোদা সুন্দরী।
গল লগ্নীকৃত বাসে করপুটে ধরি॥
হেঈশ! করুণাময় দয়ার সাগর।
না জেনে ক'রেছি আমি অকার্য্য বিস্তর॥
ক্ষম অপরাধ পিতঃ জগত গোঁসাই।
তোমার চরণ বিনা মোর গতি নাই॥
কন্যা জ্ঞানে ক্ষম পিতঃ মম অপরাধ।
আর না করিব আমি বিলাসের সাধ॥
পরাণে রাখিয়া পণ প্রিয় পতি প্রতি।
দিবসয্যামিনী আমি রব ভক্তিমতী॥
পতিত পাবন পতি গতি যে আমার।
বোধ হ'ল গেল মম ভ্রম-অন্ধকার॥
হৃদয়ে বসায়ে সেই বিনোদা রমণে।
মাটী হ'য়ে প'ড়ে তাঁর থাকিব চরণে॥
শুন শুন অয়িপ্রাণ প্রিয় সখীগণে।
আর আমি থাকিবনা বিলাস ভবনে॥
পতি-সেবা-সময় সকল গেল ব'য়ে।
সতী নারী কি বলিয়া থাকে স্থির হ'য়ে॥
বস্ত্র অলঙ্কারে মম নাহি প্রয়োজন।
বিভাগ করিয়া লহ প্রিয় দাসী গণ॥

ইহা বলি বস্ত্র-ভূষা করি বিতরণ।
অন্য বস্ত্র পরি গৃহে করিল গমন॥
আসিলাম গৃহে আমি পরিতুষ্ট হ'য়ে।
সতী সাধ্বী হও বলি আশীর্ব্বাদ ক'য়ে॥
এই শুন বিনোদার ভ্রমণ কাহিনী।
আনন্দ দায়িনি ধনি মাধব-মোহিনি!

এলোকেশী। আহা কি সুখের কথা শুনালে আমায়।
বিলাসিনী রমণী জানি যে বিনোদায়।
যদ্যপি কখন দেখা হয় মম সনে।
দিব কিছু উপদেশ আছে মনে মনে॥
পতির মোহিনী মূর্ত্তি মানস হারিণী।
তাহাতে ভকতি—হোক শোভুক কামিনী।
ধরাধামে ক্রমে এল ঋতু রাজ কাল।
দম্পতীর প্রাণবঁধু বিরহীর কাল॥
রাজ্যে হ'ল রাজা কাম রতি বসে বামে।
মধুকরে সাধে কর রাজারাণী নামে॥
কুহুরবে কোকিল ফুকারে ঘন ঘন।
ছাড় ছাড় করে প্রাণ উড়ু উড়ু মন॥
দক্ষিণ বাতাস বহে সুমন্দ হিল্লোলে।
তরু, নর, স্বামী কোলে লতা, বধূ দোলে॥
বসন্তের বায়ুধরে ভিন্ন ভিন্ন গুণ।
কারে করে সুশীতল কারে করে খুন॥

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিক কুল কলকলি বায়ু হুহু হুহু।
কেহ লভে স্বর্গ সুখ,কেহ উহু উহু॥
নীলজল টল্ টল্ হেরিলে নয়নে।
কর না উদয় "শুপ্রভাব" হয় মনে॥
তাহে বিকশিতা হ'য়ে জলজিনী কুল।
মজাইছে যুব জন সহ নারী কুল॥
চক্রবাক্ চক্রবাকী সারস সারসী।
মনোসুখে যুগে যুগে ভ্রমিছে সরসী॥
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে কমলিনী পরে।
চারি ধারে মধুকরে গুন্ গুন্ করে॥
নবপত্র নবপুষ্প নব-ফলভরে।
সুশোভিত তরুরাজিঁ মনঃ প্রাণ হরে॥
স্থলজ জলজ পুষ্পে শুভ্রীকৃতধরা।
যা-ছিল নীরস সব রসে হ'ল ভরা॥
ছিল-যা সরস সব রসে গেল ফেটে।
মধুকর কুলে ক'রে নিল এক চেটে॥
যে রাজ্যে বসন্ত মন্ত্রী রাজাপঞ্চশর।
সে রাজ্যে কি কারো হয় বিরস অন্তর॥
রাজারাণী পূজিবারে শিখে কতজন।
নববধূ ক'রে নিল রাজ দরশন॥
বিরহিণী পাগলিনী পতির বিহনে।
দিনে দিনে ক্ষীণাহয় যামিনীর সনে॥

কারো কারো বিরহেতে শেষ দশা ঘটে।
সুরত-রঙ্গিণী সুর-তরঙ্গিণী তটে॥
বাহু-পাশ দিয়া বদ্ধ করি সযতনে।
পতি-বিমোহিনী ধনী দোলা আরোহণে॥
প্রিয়কণ্ঠ আলিঙ্গন হেন বোধ করি।
চক্ষু নিমীলিত করি দুলিছে সুন্দরী॥
ঢল ঢল দু-নয়ন নবীন যৌবনে।
ফুল সাজে সাজে বালা তুষিতে-রমণে॥
বালা-মুখ-মধুপানে, ফুল-মধু সনে।
কাম-মদে-মত্ত "অতিমত্ত"-যুবজনে॥
মদে মদে মাতয়ালা যত বালা দলে।
মধুকরে মধুদেয় খায় কুতূহলে॥
দ্বন্দ্বভাবে, দ্বন্দ্বভাবে আশুদূর করে।
সুধাকরে সুধাকরে রতি-শ্রম হরে॥
বিলাসী যুবক দলে লইয়া কামিনী।
গান বাদ্য রঙ্গ রসে যাপিছে যামিনী॥
নবসূর্য্য নবরাগে নব কর জালে।
হাসিতেছে কমলিনী শোভিছে মৃণালে॥
পশুপক্ষী আদি করি যত জীব গণে।
সকলে মিথুন ভাব মদন শাসনে॥
বসন্তের ক্রিয়াকাণ্ড করি দরশন।
মুনি ঋষি যোগীগণে সচঞ্চলমন॥

ভয়ানক পান্থ নিবাস !

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে বন্ধুপ্রিয়, প্রফুল্লহৃদয়, বিপ্রনন্দন বিশ্বনাথ পিতৃ-আজ্ঞানুসারে, প্রিয়বান্ধব মাধবের মনোহারিণী এলোকেশীকে এবং পালিতা কন্যা বালিকা নগবালার সহিত প্রিয়তমা জায়া উমাকালীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, দাসদাসী ভৃত্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া কাশ্মীরস্থ-উতমন্দ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। একতঃ বসন্ত কালে সহজেই শরীর মন, সরস হয়, তাহাতে আবার, যে রমণী নায়কের হৃদয়-সরসস্থিত জীবন-জীবনে পদ্মিনীরূপে বিকশিতা হইয়া সতীত্ব সৌরভে রমণের মনো-হরণ করিয়া নারী জাতির সম্মান সংবর্দ্ধন করতঃ সরলা নামের সার্থক করিয়াছেন, সেই রমণ রত্নসঙ্গিনী; অপর, গুরুজন কেহ নিকটে না থাকাও সামান্য সুবিধা নহে! এই সকল কারণে বিশ্বনাথ যে কিরূপ অপূর্ব্ব সুখে সুখী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, যে পাঠক মহাশয় এই রূপ সুযোগে সুখ ভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাহা অনুভব করিতে পারেন। পথাতিক্রম জনিত কষ্ট কি এসুখের ব্যাঘাত করিতে সক্ষম হয়? কখনই না। উৎসমুখে বালুকামুষ্টি নিক্ষেপ করিলে জলধারা কখনই নিবারিত হয় না। নিদাঘ তাপিতা লতা যেমন আসার ধারায় ক্রমে পল্লবিত মুকুলিত এবং অবশেষে ফলভরে অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, সেইরূপ বিরহিণী মাধব মোহিনীও "অচিরাৎ স্বামীসহবাসলাভ করিব এই মনের উল্লাসে আশা-সলিলে অবগাহনান্তে বিরহ-তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, মনোহারিণী শ্রীধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা অবলোকন করিলে এই বোধ হইত, যেন যামিনী মুদিতা কমলিনী, কিরণ মালা সন্দর্শনে ভাবি প্রিয় সমাগমসুখে প্রফুল্লিত হইতেছে। কেনই বা, না হইবেন শ্রবণ-মধুর "প্রিয়সমাগম" শব্দ স্বতঃই অন্তঃকরণকে আনন্দিত করে।

সম্মিলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময় সকল উৎকণ্ঠা বশতঃ সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু তথাচ এক প্রকার উৎসাহে ও আনন্দে গত হয়, ইহা বিরহীদিগের অবিদিত নাই। তবে এলোকেশী তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন? বরং প্রিয়তমা উমাকালী এবং পরম বান্ধব বিশ্বনাথ সহ অতুল আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। দাস দাসী রক্ষিবর্গ সকলেই অপার আনন্দে ভাসমান হইয়া বাহকগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পর হইল। কাহারও কোন অসুখের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এই রূপে তাঁহারা এক দুই তিন চারি করিয়া কতক সংখ্যক পান্থ নিবাস অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে বিন্ধ্যাটবীর নিকটস্থ এক পান্থ নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে কমলিনীনায়ক ভগবান্ সূর্য্য, অস্তগিরি শিখরে আরোহণ করিলেন। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। এতক্ষণ সরোজিনী প্রিয়সমাগম সুখে ভাসমানা হইয়া সময়াতিপাত করিতে ছিল, সহসা স্বামীর অধোগতি দর্শনে মনোদুঃখে ম্লান হইতে লাগিল। সৌভাগ্য সময়ে সকলেই গর্ব্বিত হয়, এই কথা সপ্রমাণ করিবার নিমত্তই যেন কুমুদিনী সগর্ব্বে হাস্য করিতে লাগিল। অসহ্য প্রিয় বিরহ সন্তাপে পাছে পদ্মিনীপ্রাণে বিনষ্ট হয়, পবন এই ভয়েই যেন সলিল-কণা-সংযুক্ত-মৃদুল-মারুতে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কোকিল-কুলের কুহুরবে দিগ্বিভাগ প্রতি ধ্বনিত হইল। ভ্রমরাবলি গুন্ গুন্ স্বরে বসন্ত রাজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। পক্ষীগণ স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল। ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে সিংহের সিংহ নাদে, হস্তীর ভীম গর্জ্জনে, শিবাকুলের ঘোর রবে, ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ স্বরে এবং অরণ্য বাসী জীব গণের অব্যক্ত কোলাহলে অরণ্যানী পরিপূর্ণ হইল। লোকালয়ে কুলকামিনীগণ ধূপ ধুনার গন্ধসহ

সংখশব্দে সন্ধ্যার অভ্যর্থনা করিল। দেবালয়স্থ আরতি বাদ্য অবনীকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। মুনি ঋষি যোগীগণ সন্ধ্যাজন্য সুমাসীন হইলেন। বিশ্বনাথ গাঢ়তরভক্তিযোগ সহকারে সন্ধ্যাকালীন ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া সকলের যথাযোগ্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আহার সামগ্রীর আয়োজন হইতে লাগিল। বিশ্বনাথও বহির্ভাগে উপবেশন করিয়া শীতলানিল সেবন করিতে করিতে প্রিয়অনুচরগণ সহ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

তদনন্তর বিশ্বনাথ কথোপকথন করিতে করিতে যেমন পশ্চাদ্ভাগে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, অমনি দেখিতে পাইলেন অদূরে এক বিকটাকার বনচর দণ্ডায়মান, কহিলেন তুমি কে? কিজন্য দণ্ডায়মান?

সে উত্তর করিল মহাশয়! আমি একজন অধন্য কাঠুরিয়া, কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থ দূরতর প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে বাটী যাই-তেছি। কিন্তু গুরুতর পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়াছি কিঞ্চিৎ বারিদান করুন, এই বলিয়া জলপান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ক্রমে নিশা অধিক হইল। সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। পথ-শ্রম- নিবন্ধন কিরূপ গাঢ়তর সুসুপ্তিহইয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুভাব করা যায়। সকলেই নিদ্রায় অচেতন। এমন সময়ে বহুসংখ্যক বনচর দস্যু পান্থ নিবাস বেষ্টন করতঃ আক্রমণ করিল। অকস্মাৎ এই বিপৎ-পাত অবলোকন করিয়া সকলেই বিহ্বল হইল। চন্দ্রকেতু প্রভৃতি দ্বারবানেরা হীন সাহস ছিল না, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া ত্বরায় যুদ্ধার্থী হইল। বিশ্বনাথও সমর বিষয়ে বিলক্ষণ পটু ছিলেন, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ সজ্জা সমাধান করিয়া নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে বহির্গত হইলেন এবং স্বীয় অস্তুতবল বীর্য্যে ভিন্নগৃহস্থিত সুহৃদ্ গৃহিণীকে

স্বীয় গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইলেন। রমণী যুগল পবন তাড়িত কদলীদলের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পান্থ নিবাস ভয়ানক কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। ঘোরতর হুহুঙ্কারে মেদিনী বিদীর্ণা হইবার উপক্রম হইল।

বনচরেরা সংখ্যায় অধিক ছিল, সুতরাং জয়শ্রী তাহাদের বশবর্ত্তিনী হইবার উন্মুখী হইল। দস্যু পতি, কতকগুলি যুদ্ধ কুশল সেনা সমভিব্যাহারে বিশ্বনাথকে আক্রমণ করিল। ভৃত্যেরা প্রভুর রক্ষার্থ ধাবমান হইল। কিন্তু দস্যুদিগের প্রবল প্রতাপে রণ জয়ের আশায় নিরাশ হইয়া, অনেকেই ধরাতলশায়ী হইল। বিশ্বনাথ অসংখ্য শত্রুকে সমাগত দেখিয়া, বীর পুরুষের ন্যায় মরিতে অভিলাষী হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে কৃপণাঘাত করিতে লাগিলেন। এবং অনেককেই শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। শত্রুগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ নিরন্তর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। বিশ্বনাথের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল এবং রুধিরধারা বহিতে লাগিল। ক্রমে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। দস্যু পতি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল এবং স্ত্রীযুগলকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া বিশ্বনাথকে গ্রহণ করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

দস্যু—গৃহ।

বিন্ধ্যগিরির বনভাগ অতীব ভয়ঙ্কর। বিবিধ বনপাদপ সমূহে নিবিড় আচ্ছন্ন থাকাতে, জীবনাপহারী-জীবপুঞ্জে পরিপূর্ণ। এই জন-গণ-মন-শঙ্কা-দায়িনী অরণ্যানী মধ্যে কতকগুলি বনচর দস্যু বাস করে। দস্যুপতি চণ্ডশেখরের কতকগুলি ছদ্মবেশ-ধারীদূত আছে। তাহারা নানা স্থানে ভ্রমণ করে আর কোথাও কিছু সুবিধা উপস্থিত হইলেই প্রভুকে তৎসংবাদ প্রদান করে। ইতঃপূর্ব্বে যে বনচরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সে ব্যক্তি উক্ত চণ্ডশেখরের

নিযুক্ত প্রণধি, নাম কুটিল কৌশিক; সেই ব্যক্তিই বিশ্বনাথ বৃত্তান্ত স্বীয় প্রভুকে অবগত করাইয়া এই দারুণ অনর্থের সংঘটন করিয়াছে। একতঃ দস্যু পক্ষে ধন-লোভ-সম্বরণ করাই গুরুতর ব্যাপার!! অন্যতঃ আবার অলৌকিকরূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন রমণীরত্নলাভ; একবারে এই দুই বস্তুর লাভ ত্যাগ করা দস্যুপতিপক্ষে নিতান্ত অসাধ্য!! সুতরাং তাহাদের তিন জনকে যে বন্দী করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? দস্যুপতি, রমণী-যুগলের অনুপম রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাদিগকে আপনার ভোগ্যা করিবার নিমিত্ত স্বীয় কুটীরের নিকট রাখিয়া দিল এবং বিশ্বনাথকে অন্য কুটীরে রাখিয়া দিয়া তাঁহার ক্ষত স্থান সকলে ঔষধ প্রদান করিবার আদেশ করিয়া পরে আর আর অনুচর দিগকে কহিল তোমরা বিশ্রামার্থ গমন কর আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি শয়ন-ভবনে চলিলাম ইহা বলিয়া গমন করিল।

ক্রমে নিশাবসান হইল। এতক্ষণ রমণী-যুগল অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, এক্ষণে সূর্য্যোদয়ের সহিত চৈতন্যেরও উদয় হইল; দুই চক্ষে দর দরিত ধারা বহিতে লাগিল; কাতরোক্তিসহ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করতঃ স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া খেদ করিতেছেন এমন সময়ে চণ্ডশেখর তথায় উপস্থিত হইল এবং স-হাস্য আস্যে কহিল, আর বৃথা রোদনে ফল কি? তোমাদের স্বামী-সহবাস-লাভ আর এজন্মে ঘটিবে না অতঃপর যত দিন জীবিতাবস্থায় থাকিবে তত দিন আমার সহবাসে কাল যাপন করিতে হইবে। অসম্মত হও, বলপূর্ব্বকধর্ম্মনষ্ট করতঃ অনাহারে রাখিয়া ইচ্ছামত যন্ত্রণা প্রদান করিতে ক্ষান্ত হইব না। তোমরা এখন পর্য্যন্তও যাহার আশা করিতেছ, আর ক্ষণ বিলম্বে দেখিতে পাইবে, তাহাকে "নৃমুণ্ড মালিনীর খর্পরে প্রদান করিয়া তাঁহার মালাস্থ মুণ্ডের সংখ্যাবৃদ্ধি

করিয়াছি। অবনীমণ্ডলে রমণী-রত্ন দুর্লভ পদার্থ; আমি, তোমা-দিগকে প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এক্ষণে ইহা বিচার করিয়া আমার অনুগামিনী হও। এই বলিয়া বিশ্বনাথের কুটীরে গমন করিল। নৃশংসের কঠোর বাক্যে রমণী যুগলের প্রাণ উড়িয়া গেল; কর্ণে হস্তার্পণ করিলেন; সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিক-শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; হৃদয়ে অভূত-পূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল; জ্ঞান হত হইল; মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। চন্দ্রশেখর বিশ্বনাথের নিকটে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ অনুচরদিগকে কহিল ওহে তোমরা আর বৃথা কাল হরণ করিও না, নৃমুণ্ডমালিনীর গৃহ পরিষ্কার করিয়া পূজার উদ্যোগ কর। এই নরাধমকে বলি প্রদান করিয়া দেবীর প্রীতি সম্পাদন করি। তাহা শ্রবণ করিয়া, অনুচরেরা আনন্দে ভাসমান হইয়া পূজার আয়োজনে তৎপর হইল।

"নৃ-মুণ্ড-মালিনী"।

কুটীর মালার কিঞ্চিদ্দূরে চণ্ডশেখরের প্রতিষ্ঠিত "নৃ-মুণ্ড-মালিনী" এক কালী মূর্ত্তি; ঐ দস্যু, সর্ব্বদাই তাঁহার পূজা করিয়া থাকে এবং এই রূপে যত নিরপরাধিকে বন্দী করিয়া আনয়ন করতঃ তাহাদের শোণিতে নৃ-মুণ্ডমালিনীর লোল জিহ্বাকে সুরঞ্জিতা করে। দেখিতে দেখিতে দেবী-গৃহ পরিষ্কৃত হইল, অসংখ্যবিধ বনজ পুষ্প রাশীকৃত হইল; নানাবিধ ফল মূল একত্রীকৃত হইল; বধস্তম্ভ প্রোথিত হইল; বৃহদাকার খড়্গ সম্মুখে স্থাপিত হইল। ক্রমে পূজারম্ভ এবং বনজপুষ্পের নির্য্যাস রাশি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল। রাশি রাশি ধূম উত্থিত হইয়া তৎস্থান অন্ধকারময় হইয়া গেল। তদনন্তর বলি উৎসর্গের সময় উপস্থিত হইলে, নৃশংসগণ, বিশ্বনাথের দুই হস্ত শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া স্নান করাইয়া আনিল। দেখিতে দেখিতে বলি উৎসর্গ শেষ হইয়া গেল।

উমাকালী-পতিও বধস্তম্ভে বদ্ধ হইলেন। কিঞ্চিৎ পরেই করাল বদনার করাল কবলে নিক্ষিপ্ত হইবেন।

অতঃপর বিশ্বনাথ আসন্ন মৃত্যু জানিয়া এক দৃষ্টিতে কালীমূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন হে নীলবর্ণাভে নৃ-মুণ্ড-মালিনি! হে নর-কর-চন্দ্রহাস-ধারিণি জগজ্জননি! আজি আমি এ-কি বেশ দর্শন করিলাম!! আপনি ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্রী, সতী নারী প্রতি পালিকা, শিবদায়িনী; আমাকে আজি বলিরূপে গ্রহণ করিলে কি আপনার পবিত্র নামে পাপস্পর্শ হইবে না? আমার সামান্য জীবন, আপনার নিকটে বিনষ্ট হউক, তাহাতে আমি অনুমাত্রও দুঃখিত নহি কিন্তু আমার অভাবে সেই পতিপ্রাণা কামিনী উমা-কালীর এবং কন্যা নগবালার অদৃষ্টে যে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া, আমার শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হা মাতঃ! উমাকালীকে ধর্ম্মভ্রষ্ট অথবা বিধবা করা কি আপনার অভিপ্রেত হইল? হা জননি! প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মাধবমোহিনীর অদৃষ্টে কি এই লেখা ছিল? আমি, কেন তাঁহাকে গৃহ হইতে আনয়ন করিলাম!! মা গো! আমি গচ্ছিতরত্ন প্রিয়-বান্ধব-হস্তে প্রদান করিতে পারিলাম না, আমার পরকালে কি গতি হইবে? ইহকালে এই হইল, আর যে পর কালে নিষ্কৃতি পাইব তাহারও সম্ভাবনা রহিলনা।

এইরূপে মনোবেদনা নিবেদন করিতেছেন এমন সময়ে চণ্ডশেখর কহিল ওহে যুবক! আর তোমার অধিক ক্ষণ বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, এই সময় একবার অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া লও, আর জনৈক অনুচরকে কহিল একবার সেই স্ত্রীযুগলকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া জন্মের মত দর্শন করাইয়াদাও। অনুচর নারীদ্বয়কে আনিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। দস্যু পতির আদেশ শ্রবণে বিশ্বনাথ কহিলেন দস্যুপতে! এখনও কি তোমার

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই? আর কেন আসন্নমৃত্যু সময়ে আমাকে দাবানল মুখে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইতেছ? দস্যুপতি কহিল আমরা বধ্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি। বিশ্বনাথ এতদ্বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া ঈশ্বরোপরি মনোদুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন।

বিশ্বনাথ, বধস্তম্ভেবদ্ধ হইয়া এইরূপে নিঃশব্দে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে, রমণীযুগল তথায় উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ পাগলিনী রমণীর মলিন মুখে সজল নয়ন দর্শন করিয়া. হাপ্রিয়ে! হা জীবিতেশ্বরি! বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। অবরুদ্ধ কামিনী যুগল, সমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া হা নাথ! হা স্বামীবন্ধো! বলিয়া উভয়ে মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণ বিলম্বে উমাকালীর সংজ্ঞা লাভ হইলে দ্রুতপদে আগমন করিয়া কোমল বাহুযুগলে স্বামীর গলদেশ ধারণ করতঃ বিনাইয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন।

হা নাথ! হা স্বামিন্ এ-অভাগিনী কি এই দেখিবার নিমিত্ত আপনার সঙ্গিনী হইয়াছিল? যে আমি, কোপনাহইয়া, যে হস্তদ্বয়, বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিতেগিয়া, "পীড়া হইবে" এইভয়ে বাঁধিতে পারিতাম না, এক্ষণে সেই আমি, সেই যুগলকরে, শৃঙ্খল বদ্ধ দেখিয়াও যে এতক্ষণ জীবিত আছি। নাথ! আমাকে ধিক্! আমার নারীজন্মেতেও ধিক্! হা জীবিতেশ! যে গাত্র, কস্তুরিকা, হরি চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে চর্চ্চিত করিয়া, গলদেশে সুগন্ধি কুসুমমালা প্রদান করতঃ মনোমত বেশ হইলনা বলিয়া ক্ষুব্ধাহইতাম। অদ্য সেই আমি সেই অঙ্গে বধ্যবেশ দেখিয়াও যে এতক্ষণ জীবিত আছি? নাথ! আমি অতি কঠিন হৃদয়া এবং কপট-প্রণয়িনী; নতুবা আপনার এ-বেশ দর্শন করিয়াও এতক্ষণ জীবিত থাকিব কেন? অবলারধন! জীবনের জীবন আপনার

অদর্শনে আমার কি গতি হইবে? আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, পরলোকগমনে উন্মুখ হইয়াছেন? আমি চরণার্থিনীদাসী; শ্রীচরণে কিঞ্চিৎ স্থান-দান দিউন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনার অগ্রেই আমি এ-কঠিন প্রাণকে দেহ হইতে বিযুক্ত করিব। আপনি আমার চিরপ্রার্থিত ধন, আমি অনেক তপস্যার ফলে আপনাকে লাভ করিয়াছি। এখন হারাইয়া ক্ষণ কালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। হা মাতঃ! হা তাত! হা সখি নিকুঞ্জমোহিনি! হা প্রিয়বান্ধব! আপনারা কোথায় রহিয়াছেন, আসিয়া দর্শন করুন, আপনাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে। রে কঠিনপ্রাণ! আর কেন? দেহ হইতে বহির্গতহও; তুমি যাহার সুখে সুখী হইতে, যদি সেই বস্তুই নষ্ট হইতে চলিল তবেআর তোমার থাকিবার প্রয়োজন কি? এইক্ষণে বহির্গতহও, যদি সহজে নির্গত নাহও, বলপূর্ব্বক নির্গত করিব। হায়! এক্ষণে কি করি, কোথায় যাই, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। হা মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি বিদীর্ণা হও আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দুঃখ নিবারণ করি। হা বিধাতঃ আপনার মনেকি এই ছিল? এইকি পিতার উচিত কর্ম্ম হইল? এই কি দয়ালু নামের পরিণাম হইল? আমি যে কায়মনোবাক্যে আপনার নাম গ্রহণ করিয়া থাকি তাহার কি এই ফল ফলিল? হে বিচার পতে! ধর্ম্ম সংস্থাপন কারিন্! এই কি আপনার বিচার হইল? পিতঃ আমি এজন্মে এমন কোন গুরুতর পাপ করি নাই, যদ্দ্বারা আমার এই অবস্থার সংঘটন হয়! বোধ করি, পূর্ব্ব জন্মে কত গোবধ, ব্রহ্মবধ করিয়াছিলাম, সেই পাপেই আজি আমার এ অবস্থা ঘটিল।

হায়রে পোড়া অদৃষ্ট! একবারে ভস্মসাৎ হইলি! প্রাণনাথ! প্রাণবল্লভ! আসুন, একবার সেইরূপ করিয়া হৃদয় ধামে স্থানার্পণ

করতঃ মনের ক্ষোভ নিবারণ করি; একবার সেইরূপ করিয়া আননে আনন সমর্পণ করিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করি; হা মাতঃ নৃ-মুণ্ড মালিনি! আপনার চিরানুগতা দুহিতা বিধবা হইবে, কেমন করিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিবেন? চণ্ডালিনি! জগন্মাতা হইয়া কি এরূপ ব্যবহার শোভা পায়? মাগো! পতি-বিচ্ছেদে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইব, আপনাকে স্ত্রীহত্যার পাতকিনী হইতে হইবে। যদি স্ত্রীহত্যায় ভয় থাকে, সতী প্রতি স্নেহ থাকে, ভক্তকে রক্ষাকরা বিহিত হয়, তবে আমার জীবনের জীবনকে জীবন দানকরুন। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্বামীপদতলে নিপতিত হইলেন। পুনর্ব্বার উত্থিত হওত চণ্ডশেখরের পদতলে পতিত হইয়া, কাতর বচনে স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পাষাণ-হৃদয়ে কোথায় দয়ার সঞ্চার হয়!! তাঁহার ভিক্ষা মাত্র সার হইল। তদনন্তর তিনি নিরুপায় হইয়া আর বার পতিপদতলে পতিত হইলেন। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল; সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত হইল; আলুলায়িত কেশপাশ বিশীর্ণ হইল; শিরোদেশে করাঘাত করিতে লাগিলেন। বলয়াঘাতে কপাল ফলক ক্ষত হইল এবং রুধির ধারা বহিতে লাগিল।

এলোকেশী দেখিয়া শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হা স্বামিন্! হা মাধব! হা সখীপতে! বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন এবং কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন হেজীবিতেশ! হেপ্রাণবল্লভ! আর আমি এজন্মে আপনার মুখাবলোকন করিতে সক্ষম হইবনা। আর আমি ভবদীয় চরণ-সেবা করিয়া চরিতার্থিনী হইবনা। আমার সকল সাধ এজন্মের মত ফুরাইল! মনের কথা মনেই রহিল; ভাবিয়া ছিলাম, শ্রীচরণ দর্শনকরিয়া নারীজন্ম সার্থক করিব, তাহা নাহইয়া, ইহলোক হইতে বিদায়ের প্রার্থনা করিতে হইল। নাথ! আসিয়া গমনোদ্যতা রমণীকে, বিদায় দিউন। হেপরমেশ্বর! যদি পুনর্ব্বার

নারী প্রাণহর, তবে যেন আমি তাঁহারই রমণী হইয়া সফল মনোরথ হই, এজন্য কেবল আমার দুঃখ ভোগের নিমিত্তই হইয়াছিল। আমি চির-বিরহিনী, কখন পতিসুখে সুখিনী হইতে পারিলাম না, প্রার্থনা এই যেন পরজন্মে আর এযন্ত্রণা ভোগ করিতে নাহয়। প্রিয়তমে উমাকালি! আর রোদন করিওনা, এক্ষণে এস পরলোক প্রস্থানের উপায়ানুসন্ধানকরি। প্রিয়মাধব! আপনি, কোথায় রহিলেন আপনার আমাঅপেক্ষাও প্রিয়বস্তু নষ্ট হইতেছে, আসিয়া রক্ষাকরুন। আপনাদিগের উভয়ের একমন, একপ্রাণ, কেবল দেহমাত্র বিভিন্ন; এতাদৃশ বান্ধবের অভাবে আপনার কি গতি হইবে? নাথ! আমি সহজেই অবলা, আমার এমন কি বল আছে যদ্দ্বারা আপনার প্রিয় সুহৃদের জীবন রক্ষাহয়? আমি, আপনার কোন প্রিয়কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিলাম না; সর্ব্বথা আমার জীবন ধারণ নিস্ফল হইল।

রমণীদ্বয় এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে চণ্ডশেখর কহিল, তোমরা আর বৃথা রোদনে ক্ষান্তহও। একজন কাপুরুষের হস্ত মুক্ত হইয়া, উপযুক্ত বীরপুরুষের হস্তে পতিত হইলে, ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? দস্যুপতির এই বাক্য শ্রবণ মাত্র বিশ্বনাথের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াউঠিল। সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; দুই চক্ষু আরক্ত হইল; করমর্দ্দন, অধরদংশন, এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সদর্পে কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন রে পামর-নরাধম চোর! এখনই পদাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। তুই আমার সমক্ষে এতাদৃশ বাক্য উচ্চারণ করিয়া এখনও জীবিত আছিস্! আমার জীবনে ধিক! তুই শৃগাল হইয়া সিংহের মস্তকে পদাঘাত করিলি, ইহাও সহ্য করিতে হইল!

চণ্ড শেখর উত্তর করিল আর বীরত্বের প্রয়োজন নাই; যথেষ্ট হইয়াছে; আর না; যদি তুমি বীরধর্ম্মে এতই দীক্ষিত, তবে কেন

বধস্তম্ভে বদ্ধ হইলে? এখনই যে করালবদনার করাল-কবলে নিপতিত হইবে, তাহার কি প্রতিকার করিয়াছ? বাক্যানুযায়ী তেজ কোথায়? তেজ থাকিলে কি স্বকীয় ললনা পরহস্তে পতিত হয়?

বিশ্বনাথ কহিলেন দুরাত্মন্ এক্ষণে আমি যাহা বলিব, তাহা সকলই তোর পক্ষে আসার রূপে প্রতীয়মান হইবে; কারণ জালবদ্ধ সিংহ সমক্ষে, সামান্য প্রাণীতেও স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পঙ্কে পতিত হস্তীকে ভেকে প্রহার করিলে কি সে বীর্য্য শালী বলিয়া পরিগণিত হইবে? কখনই না। তুই সামান্য ভেক হইয়া গর্ত্ত মধ্যে থাকিয়া বৃথা নিনাদে মেদিনী পূর্ণা করিতেছিস, অন্তঃকরণে কাল সর্পের ভয় নাই!!

দস্যু। দুর্ব্বলেরা বাক্‌যুদ্ধেই জয় লাভ করে, বাহু যুদ্ধে নয়।

বিশ্বনাথ। তুই ই এই বাক্যের প্রমাণ।

দস্যু। কিসে?

বিশ্বনাথ। আমাকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া নির্ভয়ে বাক্‌যুদ্ধ করিতেছিস।

দস্যু। শক্তি থাকে ছিন্ন কর্।

বিশ্বনাথ। পামর! তবে দেখ্ আমি কি তোর্ এই সামান্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিব, এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধবশে ক্ষতস্থানসকল বিদীর্ণ হইয়াগেল এবং বেগে রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। বলপ্রয়োগ বশতঃ শৃঙ্খল বেষ্টনে ঘর্ষণ পাইয়া অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল এবং ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। ইহা দেখিয়া অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ অপর দুই শৃঙ্খলে দৃঢ় রূপে হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া ফেলিল। তদনন্তর চণ্ডেশ্বর কহিল আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র শীঘ্র বলিদান দাও।

বিশ্বনাথ। বীরভোগ্যে এলোকেশি! প্রিয়ে উমাকালি! আমি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পরিগ্রহ করতঃ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমা হইতে তোমাদিগের কিছুই হইলনা। যদি

সতীত্ব রক্ষণে যত্নথাকে, যদি বীরপত্নী বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিও। স্ত্রীজন সুলভ রোদনে ক্ষান্ত হও।

রমণীদ্বয়। অভাগিনীরা আজ্ঞা পালনে পরাঙমুখীনহে। হৃদয় বিদীর্ণ হও, জীবন বহির্গতহও। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; এই বলিয়া মরণের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দস্যু প্রতি কহিলেন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। ঘাতুক খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান হইল; তদনন্তর যেমন বধস্তম্ভে বিশ্বনাথের মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দিবার উদ্যোগ করিল অমনি কুটীর মালা হইতে ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। যেমন সকলে সেই দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিল অমনি পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি রাশি দেখিয়া তদ্দিকে ধাবমান হইল। দেবী গৃহে, শত্রু পক্ষের কৌশিক ভিন্ন অন্য কেহই রহিল না। ক্ষণ কাল মধ্যেই প্রায় সমস্ত কুটীরে অগ্নি লাগিয়া গেল। জনগণ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ কহিল আমার সন্তান পুড়িল, কেহ আমার কন্যা দগ্ধ হইল, কেহ আমার বৃদ্ধ পিতা ভস্ম সাৎ হইল, কেহ কুটীল কৌশিকের পুত্র পুড়িল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শেষোক্ত শব্দ বজ্রশব্দের ন্যায় কৌশিকের কর্ণে প্রতি ধনিত হইল। সন্তান দগ্ধ হইতেছে শুনিয়া কৌশিক আর স্থির থাকিতে পারিল না। সবেগে তদ্দিকে ধাবিত হইল। পতি সোহাগিনী উমাকালীও, আকস্মাৎ এই অসামান্য সু-যোগ লাভ করিয়া স্বামীর বন্ধন মোচন করিলেন এবং সত্বর তথা হইতে তিন জনে, অলক্ষিতে অরণ্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই বহুদূর গমন করিলেন এবং অবশেষে বিন্ধাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বর পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের নিমিত্ত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাঁহারা তিন-

জনে অকস্মাত্ প্রাপ্ত গুহাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কথঞ্চিৎ ভয়হীন হইলেন। স্বকরে সুধাকর পাইলেন। ঈশ্বরকে কোটী কোটী ধন্যবাদ দিয়া গাঢ়তর ভক্তি যোগ সহকারে প্রণাম করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

অদৃষ্টায়ত্তকাল, স্রোতঃ বচ্চঞ্চল; স্থির থাকিবার নহে; স্তবকর, স্তুতিকর, পূজাকর, কিছুতেই স্থির হইবার নহে: ইহার গমন চক্রনেমীগতিবৎবক্র; সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল; এক অবস্থায় থাকেনা, এই কাল চক্রে বদ্ধ জীবের দশা, নিরন্তর ঘূর্ণায়মানা হইতেছে আশা সেই দশার পশ্চাত্ পশ্চাত্ গমন করিতেছে. মন তাহার অনুগামী, আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তাও নাই এবং স্থায়িত্বও নাই। আশা অল্পেই উৎপন্ন হয় এবং অল্পেই বিনষ্ট হয়। খদ্যোতিকার আলোকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; যখন অদৃষ্ট বশতঃ মনুষ্যের দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন দশার পরিবর্ত্তন ঘটে, আশাও সেই সময় তাহাকে প্রবোধিত করিতে থাকে। কিন্তু সে-প্রবোধ স্থায়িত্ব বর্জ্জিত; প্রতি ক্ষণে আশ্বস্ত হয় প্রতি ক্ষণেই হতাশ্বাস হয়। মন, সেই আশার বশীভূত হইয়া ক্ষণে সুখী হয় এবং ক্ষণে অসুখী হয়। এই রূপ আশার বশে সকলেরই জীবন ক্ষয় হইতেছে। লোকে আশার মায়ায় মোহিত হইয়া, মনে মনে কত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেছে, কতলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে; কতরাজ্য জয় করিতেছে; রাজচক্রবর্ত্তীর সিংহাসনে আসীন হইয়া রাজত্ব করিতেছে। আবার ক্ষণকাল মধ্যেই শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতেছে এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। আবার পূর্ব্বমত অথবা

অন্য মত সুখ দুঃখ লাভ করিতেছে। আমাদের বিশ্বনাথও সেই আশায় বদ্ধ; ইতঃ পূর্ব্বে ইনি দস্যু হস্তে পতিত হইয়া জীবনে হতাশ্বাস হইয়াছিলেন এক্ষণে উমাকালীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে রক্ষা পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন।

উপকার; পাঠক মহাশয়! কখন কাহারও উপকার করিয়াছেন? কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছেন? যদি উপকার করিয়া থাকেন কিম্বা উপকৃত হইয়া থাকেন, তবে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন উপকারে কি উপকার হয়। জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম পদার্থ জগতে দ্বিতীয় নাই। যদি কাহারও জীবন রক্ষা অথবা কাহারও দ্বারা নিজ জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন; তবে বুঝিতে পারিবেন, উপকারে কি উপকার হয় এবং এইরূপ উপকারে, উভয়ের মন কেমন সন্তোষ সাগরে সন্তরণ করিতে থাকে। পাঠক! এই রূপ উপকারেই উপকৃত ব্যক্তি, উপকারীর নিকট আমরণ দৃঢ়বদ্ধ থাকে। কিন্তু এ বিধি খলের পক্ষে নয়; যে ব্যক্তি পৃথিবীর কণ্টক স্বরূপ, তাহার পক্ষে নয়। বিশ্বনাথ এবং এলোকেশী, উমাকালীর বুদ্ধি কৌশলে রক্ষা পাইয়া, তৎসমীপে, এক অত্যাশ্চর্য্য অভিনব উপকার শৃঙ্খলে আমরণ দৃঢ় বদ্ধ হইলেন।

মনুষ্যের মন অতিশয় চঞ্চল; এক বিষয়ে স্থির থাকিবার নহে। নিরন্তর নূতন নূতন বিষয়ে প্রধাবিত হয়। এত দিন ইহাঁরা তিন জনে, উপস্থিত বিষয়ে এমনই চিন্তিত ছিলেন যে অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। এক্ষণে আবার এক নূতন বিষয়ের ভাবনা উপস্থিত হইল। উমাকালী কহিলেন স্বামিন্! আমরা ত ঈশ্বরেচ্ছায় এক প্রকার নিষ্কৃতি পাইলাম। আমাদের অনুগামী দাস দাসী সকলের অদৃষ্টে যে কি ঘটিয়াছে তাহাত কিছুই জানিতে পারিলাম না। আহা! নগবালা আমাকে মাতার ন্যায় অত্যন্ত ভাল বাসে, সে নিতান্ত বালিকা, না জানি আমার অদর্শনে কত

বিলাপ করিতেছে। সুহাসিনী অতিসরলস্বভাবা, ক্রূরদিগের হস্তে পতিত হইয়া কত কষ্টই ভোগ করিতেছে। নাথ! তাহাদিগকে কি দস্যুরা প্রাণে মারিয়া ফেলিবে? না আমাদিগের ন্যায় বন্দিনী করিয়া রাখিবে? তাহাদিগের যে এই বিপদ ঘটিল, সে-কেবল আমার মন্দ কপাল বশতঃ।

এলোকেশী কহিলেন। উমাকালি! তুমি এমন কথা মুখে আনিও না। এই হত ভাগিনী তাহাদিগের কষ্টের মূল। আমার দুষ্কৃতের ফলেই এই নিদারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। যদি আমি সঙ্গিনী না হইতাম, তাহা হইলে এ-বিপদ কখনই উপস্থিত হইত না।

বিশ্বনাথ! আপনারা নিজ নিজ অদৃষ্টকে নিন্দা করিতেছেন কেন? এই হতভাগ্যই সকল কষ্টের মূলস্বরূপ, আপনাদিগের কোন অপরাধ নাই। যদি আমি সাবধান হইয়া আসিতাম তাহাহইলে কখনই এ-বিপদ উপস্থিত হইত না। আহা! আমার প্রিয়ভৃত্য চন্দ্রকেতু কি জীবিত আছে? তাহার নিমিত্ত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নগবালা অতি বালিকা, আমাকে পিতা বলিয়া জানে, এ-হতভাগ্যের নাম করিয়া কতই রোদন করিতেছে।! এলোকেশী কহিলেন মহাভাগ! সাধু ব্যক্তিরা অন্যের দোষ গ্রহণ করেন না। পবিত্র চক্ষে গুণ সমস্ত বাছিয়া লয়েন, তাহাতে আপনি এবং উমাকালী যে কেবল আমার গুণ গ্রহণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বিচার পথে মনঃ সংস্থাপন করিলে দেখিতে পাইবেন, এ হতভাগিনী, সকল বিপদের মূল স্বরূপা। উমাকালী কহিলেন অয়ি এলোকেশি! আমি বিচার করিয়া দেখিলাম, তুমি আমাদিগের রক্ষা কারিণী, বিপদ কারিণী নহ। তুমি রমণী রত্ন, সাবিত্রী সদৃশী পতিব্রতা; এই কারণে শিবদাতা পাতা, তোমার প্রতি সদয় আছেন। তুমি নিরন্তর বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, স্বামী সহবাসে গমন করিতেছে, ইহা দেখিয়াও যদি ভগ-

বান, তোমার বাসনা পূর্ণ না করেন, তবে যে তাঁহার পবিত্র নামে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে। এই নিমিত্ত শিবদ্বাতা পাতা তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। আর আমরাও তোমার সহবাসে জীবনে রক্ষা পাইতেছি।

এলোকেশী কহিলেন অয়ি সরলে! তুমি আপনার ন্যায় সকলকেই দর্শন কর! যদি আমি পুণ্যবতীই হইব তবে এত যন্ত্রণা ভোগ করিব কেন? কোথা শীঘ্র শীঘ্র প্রিয়তম মাধবের চরণ দর্শনে গমন করিব, তাহা না হইয়া বিপদ-সাগরে পতিত হইলাম, এই বুঝি আমার সুকৃতের পুরস্কার? উমাকালী কহিলেন অয়ি বিয়োগ কাতরে! এই সংসারে যদি দুঃখ না থাকিত তবে সুখ যে কি পদার্থ তাহা লোকে জানিতে পারিত না! সুতরাং আনন্দ ভোগেও বঞ্চিত থাকিত। তুমি এখন যত দূর দুঃখ ভোগ করিতেছ; যে দিন প্রিয় বান্ধব মাধব, তোমার দর্শন পাইয়া সাদরে সম্ভাষণ করিবেন, প্রেমাশ্রুজলে স্নান করাইবেন; প্রেমভরে আলিঙ্গন দিবেন; সযত্নে অঙ্কে বসাইবেন; আহ্লাদে হৃদয়-শয়নে শয়ন করাইবেন; বিম্বাধরস্থ-অমৃতস্বাদ অনুভব করিবেন, সে দিন তুমি ততদূর সুখ ভোগে সমর্থ হইবে।

এলোকেশী কহিলেন মুগ্ধে! এ বিপদ কালেও তোমার সরস অন্তর নীরস হয় নাই? না হইতেও পারে; কারণ সর্ব্ব-সুখ-দাতা পতি সন্নিধানে বিরস হইবার সম্ভাবনা কি? কমলিনী মধুপ সংযোগেই সমধিক রস শালিনী হয়। পতি সোহাগিনি! আমার অদৃষ্টে কি আর মাধব দর্শন লাভ হইবে?

উমাকালী কহিলেন দর্শন অন্তরে থাকুক স্পর্শন পর্য্যন্ত লাভ হইবে। আরো যাহা লাভ হইবে তাহা মনে মনে ভাবিয়া দেখ।

এলোকেশী কহিলেন সরসভাষিণি! তুমি যাঁহার সুখে এই রূপ রঙ্গশালিনী হইয়াছ, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার সেই

পতি দীর্ঘজীবী হউন। উমাকালী কহিলেন আমিও প্রার্থনা করি, তুমি অচিরাৎ স্বামীর অঙ্কবাসিনী হও, আর আমরা যুগল বেশ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই।

এই সময় বিশ্বনাথ কহিলেন. বেলা অবসান প্রায় হইয়া আসিল, আপনারা কিঞ্চিৎ কাল. এই গুহামধ্যে অবস্থান করুন। আমি বন হইতে কিছু ফলমূল আহরণ করিয়া লইয়া আসি. এই বলিয়া গমন করিলেন। রমণীযুগলও বিন্ধ্যাচলে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন!

জননি আপনি কে?

এদিকে চণ্ডশেখর দস্যুবৃত্তি করতঃ বিশ্বনাথ প্রভৃতিকে লইয়া স্বস্থানে গমন করিলে পর শম্ভুজিনামক জনৈকবনচর, নগবালা এবং সুহাসিনীকে লইয়া বিক্রয়ার্থে কাশীধামাভিমুখে যাত্রাকরিল। কতকদূর গমন করিলে পর. হুসেন খাঁ নামক জনৈকমুসল মান, সুহাসিনীকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদানীং দিল্লীপতি আরংজেবের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিল! নগবালা কোন রূপে নিষ্কৃতি পাইয়া একজন রাজপুতের হস্তগত হয়েন। সে ব্যক্তি ইহাঁকে লইয়া বৈজয়ন্তপুরাধিপতি জয়ন্ত-রাজ-সংসারে পাঠাইয়া দেয়। সুহাসিনী দিল্লীতে উপস্থিত হইলে সুবোধ পুরাধিপতি যশশ্চন্দ্র রায়, সম্রাট আরংজেবের নিকট হইতে তাহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। বৈজয়ন্ত পুরে নগবালার তারাবাই নাম হইল। এইরূপে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিশ্বনাথের অনুচর চন্দ্রকেতু প্রহার যাতনায় মৃতবৎ হইয়া হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া অতিকষ্টে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিল। অন্যান্য পরিচারকেরা যে, কে কোথায় গেল তাহার স্থিরতা রহিল না। চন্দ্রকেতু যাইতে যাইতে

আপনাআপনি কহিতে লাগিল শরীর যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে এ অবস্থায় যদি পুনর্ব্বার কোন বিপক্ষ-পক্ষের সম্মুখে পতিত হই, তাহা হইলেত, নিস্তার নাই। এখনও ক্ষতস্থান দিয়া রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। যন্ত্রণার পরিসীমা নাই; শরীর অবসন্ন; প্রত্যেক পদচালনার প্রতিঘাতে মস্তকে যেন বজ্রপতন হইতেছে। পিপাসায় তালু শুষ্ক হইয়াছে। কোথায় যাই. কি করি, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। অথবা আর চিন্তার প্রয়োজন কি? প্রাণ ভয়ের আবশ্যক কি? আমি যখন প্রভুকার্য্যে এজীবন নষ্ট করি নাই, তখন এ পাপ প্রাণে আর আস্থা নাই। কলঙ্কিত জীবনে বাঁচিয়া থাকাপেক্ষা মরণই মঙ্গল; হা প্রভো বীর কেশরি বিশ্বনাথ! আপনিই মহাপুরুষ; আপনার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণই সার্থক; আমি বৃথা মনুষ্য হইয়া ছিলাম। আমার সামর্থকে ধিক্! আমার বজ্র সদৃশ ভুজ দণ্ডে ধিক্! এবং আমার এই করাল করবালকেও ধিক্! এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইল; ভয়ঙ্কর আস্ফালনসহ তরবারি ঘূর্ণিত করিতে করিতে সম্মুখে প্রবল বেগে ধাবমান হইল। কোথায় যাইতেছে, কাহার অন্বেষণে যাইতেছে, কে-বা তাহার লক্ষ্যস্থল, কিছুরই স্থিরতা নাই। দেখিতে দেখিতে বিপথগামী হইয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। সম্মুখস্থ বৃক্ষকাণ্ডে মস্তকাঘাত হইল এবং দৃঢ়মুষ্টিতে নিষ্কোষ অসী ধারণ করিয়া দীর্ঘাকারে পতিত হইল; জ্ঞান হত হইল; দুই চক্ষু কপালে উঠিল এবং সামান্য মাত্র নিশ্বাস বহিতে লাগিল। চন্দ্রকেতু তুমিই সার্থক জন্মা; তুমিই যথার্থ প্রভুভক্ত, প্রভু প্রতি কতদূর কৃতজ্ঞতা দেখাইতে হয়, তাহা তুমিই জান। তোমাতে স্বার্থপরতার লেশ মাত্র নাই। কৃতঘ্নতার কণামাত্র নাই। তোমার ব্যবহার আশ্চর্য্য! তোমার কার্য্য আশ্চর্য্য! তুমি আশ্চর্য্যরূপে প্রভুপরায়ণতার নিদর্শন প্রকাশ করিলে।

ক্ষণকাল পরে চন্দ্রকেতুর মোহ অপনীত হইল; শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইল; নয়নদ্বয় যথাস্থানে সমাগত হইল; দৃষ্টিশক্তি বলবতী হইল; পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে এক অর্দ্ধবয়স্কা রমণী, উপবিষ্ট হইয়া, দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা মুখে বিন্দু বিন্দু জলদান এবং বাম হস্ত দ্বারা পল্লব ব্যজন করতঃ মস্তক শীতল করিতেছেন। রমণীর মুখ ম্লান, চক্ষু অচঞ্চল, মস্তক অবনত, দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিল জননি! আপনি কে?

রমণী উত্তর করিলেন আমি যে হই, পরিচয়ে আবশ্যক নাই। যদি সুস্থ হইয়া থাক উপবেশন কর। চন্দ্রকেতু উঠিয়া বসিল। রমণী পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন কিছু আহার করিতে চাও?

চন্দ্রকেতু। এ দয়ায় অনুগৃহীত হইলাম

রমণী। এস্থানে অন্যবিধ জীবনোপায়, নাই ফল মাত্র অবলম্বন।

চন্দ্রকেতু। তাহাতেই পর্য্যাপ্ত হইবে। আহার সম্পন্ন হইল। চন্দ্রকেতু আর বার কহিল জননি! আপনি কে?

তখন রমণী উত্তর করিলেন অগ্রে তুমি নিজপরিচয় প্রদান কর। পশ্চাৎ আমি পরিচয় দিব।

চন্দ্রকেতু পরিচয় প্রদান করিল। রমণী তচ্ছ্রবণে বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে কি বলিলেন। শ্রবণমাত্র চন্দ্রকেতু বিসজ্ঞ হইল। রমণী তাহাকে পুনর্ব্বার চেতিত করিয়া কহিলেন, আর বিলম্ব করিওনা, প্রস্থান কর।

চন্দ্রকেতু। যাইতে ইচ্ছা নাই।

রমণী। ইচ্ছা না থাকিলেও যাইতে হইবে।

চন্দ্রকেতু। একান্তই যাইতে হইবে।

রমণী। একান্তই যাইতে হইবে।

চন্দ্রকেতু। জননি! তবে আমি প্রণাম হই। এই বলিয়া প্রণামকরতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিল।

এ-আবার কি দেখি ?

ক্রমে বর্ষালক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশ্বনাথ কহিলেন অতঃপর আমাদিগকে কোন ধার্ম্মিক রাজার অধিকারে আশ্রয় লইতে হইবে। আর এখানে বাস করা সুবিধা নহে, এই বলিয়া তথা হইতে তিন জনে প্রস্থান করিলেন। বিন্ধ্যাচলের তলে তলে ক্রমাগত উত্তরপশ্চিমাভিমুখে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে নানা প্রকার যুদ্ধাবশেষ চিহ্ন সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। কোথাও যুদ্ধ সজ্জায় সু-সজ্জিত অশ্ব, ভগ্ন বিদ্ধ হইয়া পতিত রহিয়াছে। কোথাও সৈন্যশিরশোভিউষ্ণীষ, কোথাও ঢাল, নিষ্কোষ অসী, চাক্‌চিক্যময়বর্ম্ম, কোথাও মোগল, মহারাষ্ট্র বা রাজপুত সৈন্যের সু-সজ্জ মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে। কোথাও বা সৈন্য-শোণিত-রঞ্জিতামেদিনী, পান্থ গণের শঙ্কাদায়িনী হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রমণী যুগল দর্শন করিয়া কহিলেন, আরবার এ-সকল কি দেখিতে পাই ? বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন বাদসাহ আরংজেব, বিধর্ম্মী-রাজ-গণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ্ট হইয়াছেন। কি প্রকারে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন রাজ্য আত্মসাত্‌ করিবেন, এই চিন্তাতেই দিন-যামিনী চিন্তিত আছেন। হিন্দুগণের তীর্থযাত্রা নিষেধ করিয়াছেন। মস্তক গণনা করিয়া কর আদায় করিতেছেন। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কথা নাই। ধর্ম্মচ্যুত করিয়া মুসলমান করিতে পারিলেই পরম পরিতোষ লাভ করেন। এই যে সকল চিহ্ন দর্শন করিয়া আসিলে এবং করিতেছ, এ গুলি সকলই সেই আরংজেবের কর্ম্মফল সূচক।

উমাকালী উত্তর করিলেন তবে কি আমাদের ভারত জননী সর্ব্বতোভাবে বিধর্ম্মীর কর কবলিতা হইবেন ? ভারত-পুত্র-গণ, বসিয়া কি করিতেছেন ? তাঁহাদিগের কি দীর্ঘ সূত্রতার ভঙ্গ

হইবেনা? হায়! যে পুত্রগণ জননীর দুঃখে দুঃখী না হয়, তাহাদিগের জীবন ধারণ বৃথা! জননীকে বিধর্মীর হস্তে পতিত এবং আর্ত্ত দেখিয়া, যে সন্তানগণ, ঔদাস্য ভাব অবলম্বন করে, তাহাদিগের শরীর পশুরক্তে পরিপূর্ণ, তাহাদিগের বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, মান, সম্ভ্রমে শতধিক্! যে সন্তানেরা চিরকাল পরের পদানত থাকিব, চিরকাল দাসত্ব করিব, চিরকাল পরোপাসনা করিব. চিরকাল পরাধীনে লেখনী চালনা করিয়া, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব মনে করে, তাহারা সন্তান পদ বাচ্য নহে, ভয়ানক শত্রু! জননীর বক্ষস্থলে আসন পাতিয়া, বিধর্ম্মী রাজা, ভয়ানক অত্যাচার পরম্পরা সম্পাদন করিতেছে, ইহা দেখিয়াও যে সন্তানগণ সংসারী হয়, বিবিধ-বিলাসে প্রবৃত্ত হয়, কামিনী-সুখ-সম্ভোগে নীরত হয়, জীবনে ভয় করে, অস্ত্র গ্রহণে বিমুখ হয়, কষ্ট-সাধ্য ব্যাপারে শঙ্কা করে, উৎসাহ দেখাইতে আলস্য করে, সাহস প্রকাশে কৃপণতা করে, বাক্যব্যয়ে বিমুখ হয়, সে-সন্তান গণের মরণই মঙ্গল; পৃথিবীস্থ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতিরাও পরাধীনে থাকিতে ভাল বাসেনা, যাহারা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া পরাধীন-শৃঙ্খল ভগ্ন না করে, তাহারা, মনুষ্য-রূপধারী দ্বিপদ গো-পশু মধ্যে পরিগণিত। হে নাথ! এক্ষণে আমি, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি, আপনার সহযোগে এই যে গর্ভধারণ করিয়াছি, ইহাতে যে জীব আছে, সে যদি সন্তান হয়, আর জন্মভূমি পরিরক্ষণে পারগ হয়, স্বাধীনতা প্রিয় হয়; বীরপদবীলাভ করিবার উপযুক্ত হয়; রণমাঝে নির্ভয়ান্তঃকরণে অবস্থান করতঃ শাণিত তরবারের তীক্ষ্ণ ধারে শত্রু মস্তক-খণ্ডিত করিয়া এমন কি জীবন সংশয় স্থলেও বিমুখ না হইয়া নিজ মস্তক উপহার দিয়া জন্মভূমির ঋণ হইতে মুক্ত হইবার উপযুক্ত হয়, তবে যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, নতুবা ঘৃণিত সন্তানে

আমার প্রয়োজন নাই। এখনই গতাসু হইয়া পতিত হউক, আমিও দুর্ব্বহ গর্ভভার বহনে পরিত্রাণ পাই।

বিশ্বনাথ কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; ঈদৃশ বাক্য সেই ক্ষত্র-কুলোচিতই হইয়াছে, ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। এক্ষণে ভারত সন্তান গণ নিশ্চিন্ত নাই। দুরাত্মা আরংজেবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তি লালসায়, সকলেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা" এই শব্দ নিরন্তর বজ্রধ্বনির ন্যায় সকলের কর্ণ বিবরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। একদিকে রাজ-পুত্রগণ এবং অন্যদিকে দর্পোদ্ধত মহাবীর্য্যবন্ত মহারাজ শিবজি স্বকরে করালকৃতান্তের সুতীক্ষ্ণ দশন-সদৃশ শাণিত-তরবার ধারণ করিয়ছেন। শত্রুপক্ষের শোণিত-প্রবাহে বসুন্ধরাকে স্নান করাইতেছেন। মোগল মস্তকে মালা গাঁথিয়া ভারত জননীর গল দেশে প্রদান করিতেছেন। দুরাত্মন্ আরংজেবের আর রক্ষা নাই। মোগল রাজ্য বিনাশোন্মুখ হইয়াছে। অতঃপর আর্য্য সন্তানগণ যে সুখী হইবেন তাহার আশালতা অঙ্কুরিত হইয়াছে। এইরূপ এবং অন্যবিধ নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় পথাতিক্রম করিতে লাগিলেন। কোনরূপ কষ্ট অনুভব কহিতে পারিলেন না। কিছু দিন পরে তাঁহারা নর্ম্মদার কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ষাও প্রবল হইয়া আসিল। বর্ষাকালে নর্ম্মদাকূল পরম মনোহর হয়; কোথাও পর্ব্বত হইতে নির্ঝর বারি ঝর্ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। স্থানে স্থানে বাস যোগ্য পর্ব্বত গুহা সকল বিরাজমান আছে। বিবিধকুসুম সকল বিকশিত হইয়া সদগন্ধে দশদিক আমোদিত করিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সকলেরই হৃদয় গ্রাহী হয়, বিশ্বনাথ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া আপাততঃ তথায় অবস্থান করিলেন।

একদিন অপরাহ্ণ সময়ে উমাকালী এবং এলোকেশী,

ভ্রমণ করিতে করিতে নর্ম্মদাকূলে আগমন করতঃ উপবিষ্ট হইয়া, বর্ষাকালীন-জল-লীলা অবলোকন করিতে লাগিলেন। একতঃ তরঙ্গিণী তাহাতে বর্ষাকাল, জল কল্লোলের কল কল ধ্বনির, ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত নিচয়ের ঘোরঘূর্ণন, এবং উত্তুঙ্গ তরঙ্গেরই প্রবলাধিক্য নয়ন গোচর হয়। মধ্যে মধ্যে কূল ভগ্ন হইয়া নদী গর্ভে ভয়ানক শব্দে পতিত হইতেছে, আর জলজন্তুগণ, আস্ফালন করতঃ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। তাঁহারা যে স্থানে বসিয়াছিলেন তাহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে মধুর সৌরভ আসিতেছিল। এলোকেশী কহিলেন সখি! এমন মধুরগন্ধ ত কখন অঘ্রাণ করি নাই। ইহা কোন কুসুমের গন্ধ আমায় অন্বেষণ করিতে হইল এই বলিয়া যেমন কয়েক পদ গমন করিলেন অমনই কূলভগ্ন হইয়া উমাকালী নদী গর্ভে পতিত হইলেন। উমাকালী "আমি মরিলাম" এই শব্দে স্রোতঃমুখে ভাসমানা হইলেন। এলোকেশী রোদন করিয়া উঠিলেন এবং উত্তরীয়-বস্ত্রনদী গর্ভে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু উমাকালী তাহা ধারণ করিতে পারিলেন না, দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া গেলেন। এলোকেশী আর কোন উপায় না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে গুহাভিমুখে ধাবমানা হইলেন। কিন্তু পথ ভ্রমে ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না, অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। তদনন্তর যখন গুহা-সমীপবর্ত্তিনী হইলেন তখন বিশ্বনাথ স্ত্রীলোকের আর্ত্তস্বরশ্রবণে উন্মনা হইয়া অনুসন্ধান লইবার বাসনায় পূর্ব্বাহৃত বর্ম্মে সজ্জিত হইলেন এবং করাল করবাল হস্তে লইয়া তদ্দিকে দ্রুতপদে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া এলোকেশীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া, যত শীঘ্র যাওয়া যায় তত শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং রোদনের কারণ অবগত হইয়া বিদ্যুদ্বৎ নদী তটাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই আগমন করিয়া, প্রিয়তমাকে নদী গর্ভে না দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। এলোকেশী অনেক যত্নে তাঁহার মোহাপনয়ন করিলেন। তদনন্তর বিশ্বনাথ কহিলেন, মাধব-মোহিনি! আপনি গুহামধ্যে গমন করুন। অদ্য হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিবেন; তৎপরে যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তবে জানিবেন এ হতভাগ্য ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। যদি কখন আপনার সহিত মাধবের সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁহাকে আমার অনুরোধ জানাইয়া কহিবেন, তিনি যেন আমার নাম বিস্মৃত হইয়া যান। আমি তাঁহার সম্পর্কে যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি ও করিলাম, তিনি যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন, এই কথা বলিতে বলিতে নদীতট অবলম্বন করিয়া স্রোতঃ মুখে "হা প্রিয়ে উমাকালি! হা প্রিয়ে উমাকালি!" এই শব্দে উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইলেন। সেই স্থানে তরঙ্গিণী অতিশয় বক্রভাব অবলম্বন করিয়াছে, এবং তট ভাগ, বিবিধ বনপাদপে সমাচ্ছন্ন থাকাতে গমনকালে বিশ্বনাথ ভয়ানক বাধা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে নর্ম্মদাকূলে এক শব দেখিতে পাইলেন। মাংস-লোভী জীবে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে. সত্যাসত্য চিনিবার কোন উপায় নাই। অনতিদূরে এক খান উত্তরীয় বস্ত্র (ওড়্না) পতিত রহিয়াছে, সন্দেহ হইল কুড়াইয়া লইলেন; সযত্নে প্রক্ষালন করিলেন, এবং অবশেষে দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে "দেবী উমাকালী"; মস্তকে বজ্রপাত হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, পৃথিবী ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; অবশেষে চৈতন্যশূন্য হইয়া নদীকূলে পতিত হইলেন। ক্রমে মোহাপগত হইল, উত্থিত হইলেন, করবাল কোষ শূন্য করিয়া, মাংসাশী জীবগণের অধিকাংশকেই, শমন-সদনে পাঠাইলেন; নদীজলে শব ধৌত করিলেন, উত্তরীয়

বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিলেন, তদনন্তর অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া “প্রিয়ে! তোমার চিরানুগতদাস এজন্মের মত বিদায় হয়” এই বলিয়া নদী জলে নাবিলেন, ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিলেন; পুনর্ব্বার কূলে আগমন করিয়া ওড়্না মুক্ত করিলেন, দুই চক্ষু স্থির হইল, দুই চারি বিন্দু অশ্রুজল বিগলিত হইল, পরক্ষণেই হাস্য করিলেন. আর কহিলেন “প্রিয়ে! গা-তোল প্রভাত হইয়াছে” গর্ভভারে উঠিতে অসক্ত? এস হস্ত ধারণ করি. এই বলিয়া শব কঙ্কাল ধারণ করিলেন. চৈতন্যের উদয় হইল, ভূমে নিঃক্ষেপ করিলেন; করিয়া কহিলেন হায়! প্রণয়িনী ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়াছে; আর ফিরিবেনা. আমি ক্ষিপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আর ভাবিলে কি হইবে. অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু এখানে অন্যবিধ ক্রিয়ার নিতান্তই অভাব. এই বলিয়া তংবারে কুণ্ড খনন করতঃ! তন্মধ্যে কঙ্কাল নিঃক্ষেপ করিলেন; পুনর্ব্বার ওড়্না আবৃত করিলেন। আবার এক নূতন ভাবের উদয় হইল, যেন কোন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। তদনন্তর মৃদু-মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন “ভদ্রে এলোকেশি! সত্য সত্যই কি আমার বীর লক্ষণাক্রান্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে? চলুন গিয়া নবকুমারে সুশোভিত প্রণয়িনীকে দর্শন করি; প্রিয়ে উমাকালি! আজি আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল, কৈ-কেমন সন্তান প্রসব করিয়াছ দর্শন করাও; বসনে অঙ্গ আবৃত করিলে যে? আমি কি কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি? মানভরে বিধু-বদন অবনত করিলে যে? না প্রিয়ে! আমি তোমাভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিনা। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মান্যেমাধব-মোহিনি! প্রণয়িনীকে সান্ত্বনা করুন আর আমার প্রিয় পুত্র কোথায়; এক বার ক্রোড়ে প্রদান করুন। প্রিয় পুত্র! ভূমিষ্ঠ হইয়াই কি জননীর বশীভূত

হইয়াছ? একবার রোদন কর, তাহা হইলেই তুমি কোথায় আছ জানিতে পারিব। আমি ব্রাহ্মণ-সুলভ-শান্তিময়ী দরিদ্র অবস্থায় তোমায় দর্শন দিতে আসিনাই। দেখ যুদ্ধ-সজ্জায় সু-সজ্জিত-শাণিত-করবাল করে আছে। বীরোচিত অঙ্কে আসিতে আপত্তি কি? এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষণকাল পরেইপবিত্র জ্ঞানের উদয় হইল, নয়ন যুগলে কয়েক বিন্দু জল আসিল; ওড়্না ছিন্ন করিলেন; অর্দ্ধভাগ কঙ্কালে লিপ্ত রহিল! অর্দ্ধভাগ মস্তকে বাঁধিলেন। আর জীবন রাখিবনা, এই তরবারেই মস্তক খণ্ডিত করিব; এই বলিয়া সজোরে খড়্গ ঘুরাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক মহিষশিশুর কাতর ধ্বনি কর্ণগোচর হইল; তদ্দিকে চক্ষুঃ পাতিত করিয়া দেখিলেন এক ব্যাঘ্র তাহার প্রাণ বিনাশ করিতেছে। পরক্ষণেই দেখিলেন অগণ্য মহিষ আসিয়া ব্যাঘ্রকে বেষ্টন করিল, বিষাণ সকল বক্র; তাহাতেই বোধ হইল, তাহারা বৈরনির্যাতন সঙ্কল্পে বেষ্টন করিয়াছে; দেখিয়া আর এক ভাবের উদয় হইল; মরণাশা ত্যাগ করিলেন, তরবারি স্থির হইল; উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে দস্যু হইতে আমার এই অবস্থার সংঘটন হইয়াছে, সে জীবিত থাকিতে আমি জীবন নষ্ট করিনা।

এই রূপে বৈরনির্যাতন সঙ্কল্প মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে মরণে ক্ষান্ত হইলেন; এবং ভ্রমিতে ভ্রমিতে মহারাষ্ট্র দেশে উপস্থিত হইলেন। তাপ্তীনদীতটস্থ শোণ-গড়াধিপতি রুদ্রজির সহিত সাক্ষাৎ হইল। রুদ্রজি, একজন বীরপুরুষের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া সদয় হইলেন এবং যথোপযুক্ত শুশ্রূষা করাইয়া, বিশ্বনাথকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। শোক সময়ে তাঁহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি "বালা জীবসি নাথোঽহংপৃচ্ছামি" কেবল এই কথা মাত্র বলিতেন। এক্ষণে লোকে সেই কথার পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার

নাম "বালাজি বিশ্বনাথ" রাখিল। পাঠক মহাশয়! অতঃপর ইনি এই নামেই ভারতবর্ষে সমধিক প্রসিদ্ধ।

শূন্য-গুহা।

এদিকে এলোকেশী, অকূল বিপদ-সমুদ্রে ভাসমানা হইয়া, কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে নাপারিয়া, গুহাভিমুখেই গমন করিলেন। আগমন করতঃ পাষাণ তলে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া ম্লানবদনে বসিয়া রহিলেন। স্থির চক্ষে জলধারা বিগলিত হইয়া, করতল প্লাবিত করতঃ বাম উরুদেশ আর্দ্র করিতে লাগিল। এবং এই ভাবেই শর্ব্বরী শেষ হইয়া গেল! প্রভাত সময়ে প্রাণী সকল কলরবে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া স্বাভিলষিত প্রদেশে গমন পর হইল; স্বভাব এক নূতন বেশ ধারণ করিল। এলোকেশীর চৈতন্যোদয় হইল, উত্থিত হইলেন; বাহিরে আসিলেন, চতুর্দ্দিক দর্শন করিলেন; তদনন্তর নদীতটাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইলেন; সেই কলস্বরা তরঙ্গিণী, সেই ভগ্নকূল, সেই পাষাণ খণ্ড, সেই সেই বৃক্ষাদি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পূর্ণস্বরে বারম্বার প্রিয় বন্ধুকে আহ্বান করিয়া গুহাভিমুখে গমন করিলেন। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিলেন, আর বার আহ্বান করিলেন, কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না। শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল! সখি! সখি! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বহুক্ষণের পর মোহাপগত হইল, উঠিয়া বসিলেন, অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তৎপরেই কহিলেন অদ্য দ্বিতীয় দিন, সময় বিগত হয় নাই। বন্ধুবাক্য অন্যথা করা উচিত নহে। গুহামধ্যে গমন করাই শ্রেয়ঃ এই বলিয়া গমন করিলেন। সে-দিন এই ভাবেই অতীত হইয়া গেল। অদ্য তৃতীয় দিন, আনন্দের সীমা নাই, বন্ধু-সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, প্রিয়সখীর উদ্দেশ পাইবেন;

প্রতিক্ষণেই আগমন পথ নিরীক্ষণ করেন; সহসা চিন্তিত হইয়া, যে দিকে শব্দ হয় সেই দিকেই কর্ণপাত করেন আর মধুরস্বরে আহ্বান করেন, বারম্বার নদীতটে গমনাগমন করেন কিন্তু কে-বা কোথায়। দেখিতে দেখিতে দিনমান শেষ হইয়া গেল, শর্ব্বরী আগতা ক্রমে চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ, শোক, মোহ উপস্থিত হইল, শিলাতলে পতিত হইলেন, সময় চলিয়া গেল। অদ্য চতুর্থ বাসর, শোকাশ্রুর সম্বরণে অসামর্থ্য, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন: জীবনে হতাশ হইলেন; বারম্বার মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন, তদনন্তর গুহাত্যাগ করিয়া পাগলিনীর বেশে ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোন্দারী, শান্তো, মউ, ইন্দোর এবং উজ্জয়িনী নামে কয়েকটী স্থান অতিক্রম করিয়া, বৈজয়ন্তপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈজয়ন্তপুরাধি-পতি জয়ন্তদেবের সহধর্ম্মিণী পরম ধার্ম্মিকা ছিলেন। তিনি বালিকা তারার মুখে, এলোকেশীর সংবাদ পাইয়া, আপন অন্তঃপুরে রাখিয়া দিলেন। এলোকেশীও অনেক দিনের পর নগবালার সহিত মিলিত হইয়া, মনের দুঃখ ও উপস্থিত ঘটনা ব্যক্ত করতঃ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কাল ক্রমে নগবালা বা তারা নব যৌবনে সুশোভিত হইয়া মনোহারিণী হইলেন। চম্পক বিনিন্দি রূপের ছটায় দশদিক আলো করিল। সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, সুকোমল হইল, রমণীগণের মতে ননীর পুত্তলি আখ্যা পাইলেন। মুখ খানি নববিকশিত-নলিনীর ন্যায় মনোনয়নের প্রীতিকর হইল। আলোহিত রসাল অধরোষ্ঠ; কুন্দকলি বিনিন্দি দন্তাবলী; গোলাপীকপোলযুগল; আকর্ণ বিশ্রান্ত সজল সচঞ্চল নয়নদ্বয়; উন্নত নাসিকা, মৃদু মৃদু মধুর হাস্য; সুনির্ম্মিতকপাল ফলক, সুদীর্ঘ-অরাল-কেশ-গুচ্ছ দর্শকের প্রীতি কর হইল। চম্পক-কলি সদৃশ অঙ্গুলি দ্বারাশোভিত বাহুযুগল; ঈষৎপীনোন্নত কুচ দ্বয়ে সুশোভিত বক্ষস্থল; প্রশস্তনিতম্ব দেশ; মনোরম জঘনস্থল;

সুচারু চরণ যুগল ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নিন্দার লেশ মাত্র নাই। দোষের মধ্যে নগবালা চঞ্চলা ও আমোদানুরাগিণী ; পাঠক—নগবালা সুন্দরী, সর্ব্বদা যে সকল সুন্দরী নয়ন গোচর হয়, নগবালা তৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ; সুন্দরীকুল গর্ব্বহারিণী না হউন সামান্যতঃ নগবালা সুন্দরী কিন্তু নগবালার এ-যৌবন অসার ; ফণীফণাশোভী রত্নের ন্যায় ভীষণ, মনঃক্ষোভোৎপাদনের আদিকারণ, নগবালার এযৌবনে পতি নাই। রাজান্তঃপুর বাসিনী পরিচারিণী উজ্জ্বলার মতে নগবালা বিধবা ; সুতরাং পুরবাসিনীরমণীগণের মতেও নগবালা বিধবা ; তৎসঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের মতেও নগবালা বিধবা ; নগবালা এলোকেশীর চক্ষের শূল, হৃদয়ের শোকাগ্নি, মনের প্রচণ্ড জ্বালা, এলোকেশী যখনই নগবালার রূপমাধুরী দর্শন করেন তখনই মনের দুঃখে কাঁদিয়া ফেলেন। বিধবা কন্যা যার সে তার জ্বালা জানে, নগবালাকে দেখিয়া এলোকেশীর যে কেন চক্ষে জল আসে, তাহা এলোকেশীই জানেন। নগবালা রাজকুমারী হেমাঙ্গীর সঙ্গিনী; হেমাঙ্গী নগবালাকে বড় ভাল বাসেন। দুটীতে একমন, এক প্রাণ ; শরীর মাত্র ভিন্ন ; জয়ন্ত-পত্নী হেমাঙ্গী জননী অনঙ্গমোহিনী দেবী, নগবালাকে বড় ভাল বাসেন। হেমাঙ্গীকে, যে স্নেহচক্ষে দেখেন, নগবালাকেও সেই স্নেহচক্ষে দেখেন। এলোকেশীর অপার স্নেহে, রাণীর প্রবল ভালবাসায়, নগবালা প্রিয়পতি সনৎকুমারের শোক এক প্রকার ভুলিয়া ছিলেন। সতীত্ব রত্ন স্বামীর সাত রাজার ধন, এই জ্ঞানে তাহা পবিত্র রাখিয়া সাবধানে পা ফেলিয়া সংসারপথে ভ্রমণ করিতেন। মুখে সদাই হাসি, একে যৌবনের শোভা তাহাতে মধুর হাসি, মৃদু মৃদু মধুর হাসি ; হাব ভাব রঙ্গরসের সহিত সদাই হাসি, অনাঘ্রাত নব-নলিনীর মনোমুগ্ধকর মধুর হাসি ; সে হাসিতে নগবালাকে সকলেই ভাল বাসে, কারণ নগবালার সতীত্ব—পদ্ম, অন্যের অনাঘ্রাত, চিরবিশুদ্ধ।

আশ্রম পবিত্র হইল।

পাঠক নদী গর্ভে নিপতিতা উমাকালীর অবস্থায় কিং ঘটিল চলুন গিয়া দর্শন করি, ঐ দেখুন আমাদের উমাকলী সন্তরণ বিষয়ে অসক্তা নহেন। দুর্গন্ধ নিবারণ মানসে এক শব গাত্রে ওড়্না আচ্ছাদন করতঃ অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। সরলে! যদি দুর্গন্ধ একান্তই অসহ্য হয়, তবে সম্মুখে এক কাষ্ঠ খণ্ড উপস্থিত অবলম্বন করিয়া চলুন আমিও পশ্চাদ্গামী হই, দেখি আপনার অদৃষ্টে কি ঘটে। উমাকালী কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিভাবরী ভাসিয়া চলিলেন; পরিত্যক্ত শব কিয়দ্দূর আসিয়া নদীতটে বিলগ্ন হইল। পাঠক মহাশয়! আমাদের বিশ্বনাথ দ্বিতীয় দিবসে যে শব দর্শন করেন, সে এই শব; কাষ্ঠাবলম্বন কালে উমাকালী ওড়না খানি গ্রহণ করেন নাই শবেই সংযুক্ত ছিল। এ-দিকে উমাকালী ভাসিতে ভাসিতে স্বামী তীর্থে এক যোগীর জলাবতরণিকায় সংলগ্ন হইলেন অবলম্বন বস্ত্র বিযুক্ত হইল। উঠিবার সামর্থ নাই। পঙ্কোপরি পতিত রহিলেন। স্বামী তীর্থে শ্রীকণ্ঠস্বামী নামক একজন যোগী বাস করেন। তাঁহার উপাধি অনুসারেই এই স্থানপরিচিত। শ্রীকণ্ঠস্বামী নানা বিদ্যায় সু-পণ্ডিত; বিশেষতঃ জ্যোতিঃ শাস্ত্রে অদ্বিতীয়; সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ; ইহাঁর তুল্য মহানুভব ব্যক্তি তৎকালে দ্বিতীয় ছিলনা। ইনি অবগাহন মানসে নদীতটে আগমন করিয়া দেখেন, এক অসামান্যরূপলাবণ্যময়ী কামিনী সংজ্ঞাহীনা হইয়া নিপতিত আছেন। দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সলিলে গাত্র ধৌত করতঃ তাপ সংযোগে, চৈতন্য সহ সবল করিলেন। রমণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আশ্রমে আনয়ন করতঃ পরিচয় চাহিলে, উমাকালী গল লগ্নীকৃত বাসে যোগীপায় প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন পিতঃ দুর্ভাগিনীর পরিচয়ে

প্রয়োজন নাই। আমার তুল্য অভাগ্যবতী কামিনী আর দ্বিতীয়া নাই; আমার মরণই মঙ্গল, আপনি আমাকে কেন জীবনদান দিলেন, এখনই বিনাশ করুন। আমি সকল কষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হই। যোগীবর কহিলেন আর পরিতাপে প্রয়োজন নাই, অতঃপর তোমার কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই এক্ষণে আত্ম-বিবরণ কহিয়া সন্তুষ্ট কর।

রমণী উত্তর করিল পিতঃ আমি সুযোধপুরাধিপতি যশশ্চন্দ্র দেবের কন্যা; আমার শ্বশুরের নাম পশুপতি; আমার স্বামী, ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী জাতিতে ব্রাহ্মণ; নাম বিশ্বনাথ; আমি কোন আশ্চর্য্য ঘটনায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছি। তাঁহার এক প্রিয়বান্ধব আছেন নাম মাধব; তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর; মাধব এলোকেশী নাম্নী আমার এক ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের বাস চন্দ্রপুর গ্রামে; কিন্তু কাশ্মীরদেশে শ্রীনগর, ত্রিলোকনাথ এবং জম্বুগড়ে আমার স্বামীর বহু পরিমাণে জায়-গির ও অন্যভূ-সম্পত্তি এবং ব্যবসায় আছে। ত্রিলোকনাথের সন্নিকটে উতমন্দ নগরে আমার স্বামীর প্রসিদ্ধ বিনোদোদ্যান; এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই কাশ্মীরে অবস্থান করিতেছেন। আপাততঃ আমাদিগের বাস কাশ্মীরদেশে বলিলেও বলা যায়। আমরা তথায় গমন করিতেছিলাম, পথিমধ্যে এই রূপে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি; এই বলিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন।

শ্রীকণ্ঠস্বামী শ্রবণ করিয়া কহিলেন মাতঃ! আপনি আমার জননী সদৃশী; আমি অদ্যাবধি আপনাকে দুহিতার ন্যায় স্নেহ করিব, মাতার ন্যায় ভক্তি করিব, এবং গুরুপত্নীরন্যায় সেবা করিব আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে কোন উপায়েই হউক দ্বিজপতি বিশ্বনাথের সহিত আপনার মিলন করাইয়া দিব। অনেক দিন হইল, আমি, ত্রিলোকনাথ শিবলিঙ্গ-দর্শন-বাসনায় কাশ্মীরে গমন করিয়া এক

দিন একজন মুসলমান সৈনিকের হস্তে পড়িয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়া জীবনে বিনষ্ট হইতেছিলাম; আপনার স্বামী মহাত্মা বিশ্বনাথের ভুজবীর্য্যেই রক্ষা পাইয়াছি। তিনি, আমাকে বহুদিন বহুসম্মানের সহিত গৃহে রাখিয়া, উপযুক্ত রক্ষী দিয়া সু-পথে পাঠাইয়া দেন। আমি আগমন কালে কহিয়া আসিয়াছিলাম, সাধো, যদি কখন সময় পাইয়া ইহার প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই ত আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে, নচেৎ আপনার নিকট যাবজ্জীবন উপকার শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিলাম, এ-নিগড় কখনই ছিন্ন হইবে না। আজি আমার শুভ দিন; আপনার আগমনে আশ্রম পবিত্র হইল।

মাতঃ এক্ষণে আমি বিলক্ষণ সহায় সম্পন্ন হইয়াছি। আমার আশ্রমে আপনার কোন ভয়েরই কারণ নাই। নির্ভরান্তঃ-করণে সন্তানের উটজে অবস্থান করুন। এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। পরদিন বিশ্বনাথের অন্বেষণের নিমিত্ত গুহোদ্দেশে একজন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন। শিষ্য তথায় উপস্থিত হইয়া, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রতিগমনপূর্ব্বক সংবাদ দিল। তদনন্তর শ্রীকণ্ঠ-স্বামী কহিলেন, জননি! আপনাকে কিছু দিন, আমার আশ্রমে থাকিতে হইবে, আপাততঃ আপনাকে সুযোধ পুরেও পাঠাইতে পারিলাম না। সময়ান্তরে উপযুক্ত স্থানে পাঠাইয়া দিব। শ্রীকণ্ঠ-স্বামী যে কেন এই কথা বলিলেন, পাঠক মহাশয় তাহা সময়ান্তরে জানিতে পারিবেন। রমণী সেই আশ্রম প্রদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে উমাকালী এক অপূর্ব্ববীরপুত্র প্রসব করিলেন। যোগীবর বহু যত্নে তাঁহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। নবকুমার ক্রমে ক্রমে শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় উপচীয়মান হইতে লাগিলেন। বালক যখন নৃত্য করিতেন, তখন গুরুদেব আহ্লাদে বা-জি বা-জি বলিয়া হস্ততালি প্রদান করিতেন।

জননী উমাকালী, শ্রীকণ্ঠস্বামীকে চিরকাল স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত পুত্রের নাম বাজিরাও রাখিলেন। পাঠক মহাশয়! শিব-জির পরে, এই বাজিরাওয়ের তুল্য বীরপুরুষ মহারাষ্ট্রে আর দ্বিতীয় দেখা যায় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীর দেশ—যুদ্ধ ঘটনা।

হিমালয়োপরিস্থিত কাশ্মীর পরম-রমণীয় দেশ; ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জলবায়ু বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানেই নাই। বিবিধ জাতীয় পার্ব্বতীয় উদ্ভিদ, প্রায় সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছে; এইদেশে অসংখ্যবিধ পশু পক্ষীতে পরিপূর্ণ; গিরিসঙ্কট, গিরিপথ, বরফময় স্থান, নির্ঝর, তরঙ্গিণী, সরিৎ এবং বরফবিশিষ্ট-হ্রদে সমাচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে বহু বিস্তীর্ণ নিবিড়ারণ্য দৃষ্ট হয়। মনুষ্যের আহারোপযোগী, ফল মূল প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এই স্থান-বাসীরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং সকলেই দীর্ঘাকার, বলবান, সুশ্রী, সাহসী, সমরকুশল, আতিথেয়, শরণাগত প্রতিপালক, আর প্রবল স্বাধীনতাপ্রিয়; প্রাণান্তেও বিধর্ম্মীর বশীভূত হইতে ভাল বাসে না। সমর সময়ে স্ত্রী পুরুষ সকলেই অস্ত্রধারণ করে। স্বাধীনতা-রক্ষা-জন্য, জীবনকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে। সমরে মৃত্যু স্বর্গের কারণ; ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। অস্ত্রাঘাতে ভয় নাই, রুধির পাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, জন্মভূমি-রক্ষাজন্য নিজ মস্তক প্রদানেও কাতর নহে। উপবাসে কষ্ট নাই; শীতগ্রীষ্মে দৃক্‌পাতও করেনা। শত্রুকুল-ক্ষয়কেই কুলধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকে। এই দেশের রাজধানী শ্রীনগর, দক্ষিণ ভাগে চম্বা, বাজোরী স্বনামে বিখ্যাত, জম্বুগড়ে প্রসিদ্ধ

দুর্গ আছে। ত্রিলোকনাথে ভগবান্ ভবানীপতির লিঙ্গৈক প্রতিষ্ঠিত; তন্নিকটেই আমাদের বিশ্বনাথের প্রসিদ্ধ উতমন্দ নগর।

পাঠক মহাশয়! এক্ষণে বিশ্বনাথ প্রভৃতির কর্তৃপক্ষগণ সকলেই কার্য্যোপলক্ষে মাধবের সহিত শ্রীনগরে অবস্থান করিতেছেন। এক দিন দ্বিপ্রহর সময়ে শ্রীনগরের প্রান্তর হইতে দলেদলে পশুযূথ নগরাভিমুখে প্রবেশ করিতে লাগিল। বালবৃদ্ধ হাহাকার রবে ধাবমান হইল। বৃদ্ধারমণীগণ, চীৎকার করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মুখে অব্যক্ত শব্দ; কোথায় যাইতেছে; কেনবা ধাবিত হইতেছে; কি বিপদ উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট কিছুই জানা যায় না। সকলেই ব্যাকুল; বুদ্ধির স্থিরতা নাই; পাগলের অবস্থা; এই বারে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট হইলাম; পরমধন হারাইলাম; সবংশে মজিলাম; হায়! কি হইল; চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্জ্বলিত কর; তাহাতে প্রবেশ করিয়া রক্ষা পাই; মুখে এই শব্দ, অন্য কথা নাই। ফলতঃ বালকগণের রোদনে, রমণীগণের কাতরতায়, বৃদ্ধ সকলের ব্যাকুলতায় ক্ষণকাল মধ্যেই নগরী কম্পিত হইয়া উঠিল। যুবা সকল চেষ্টিত হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিল, বাদসাহ আরংজেবের পুত্রদ্বয় অসংখ্য মোগল সৈন্যে নগর বেষ্টন করিয়াছেন। সর্ব্বনাশ!! সকলের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল; বহুলোক রাজপুরীর অভিমুখে ধাবিত হইল এবং অবিলম্বে এই সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। ক্রমে পুরদ্বার চতুষ্টয় রুদ্ধ হইল। চতুর্দ্দিকে দামামাধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বাঁশীর শব্দ, ভয়ঙ্কর দুন্দুভির শব্দ; এককালে রণবাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই নগরীযুদ্ধসজ্জায় সু-সজ্জিত হইল।

একবার নয় শতবার পদাঘাত করি।

কাশ্মীর-রাজ,—পূর্ব্বহইতেই মাধবের বীরত্ব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন,

এক্ষণে তাঁহাকে আনাইয়া, সৈন্যগণের অধিনায়ক পদে বরণ করি-লেন। মাধব যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক মত্ত-কেশরীর ন্যায় ধাবিত হইলেন। এক বারে রণবাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল। সৈন্য সকল মদভরে মত্ত হইয়া তালে তালে পা-ফেলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া গেল; সংগ্রামে কুমার যুগলের জয়লাভ এবং নগরবাসীগণ বন্দীভুত হইল, জয়পতাকা উড্ডীন হইল; জয়সূচক রণবাজনা বাজিতে লাগিল। মোগল দলে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। এই রূপে সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল।

অদ্য বন্দী সকলের বিচারের দিন। কুমারদ্বয় আসনে আসীন হইলেন। বিচারে যাহারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারাই প্রাণে বাঁচিল। আর যাহারা বিমুখ হইল। তাহারা তৎ-ক্ষণাৎ খড়্গাঘাতে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পশুপতি পূর্ব্বেই অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল চন্দ্রশেখর, মাধব ও অন্যান্য কয়েকজন কর্ম্মচারিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা হইল। চন্দ্রশেখরকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলা হইল। তিনি কহিলেন, আমি ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম কখন গ্রহণ করিব না। একতর রাজ-পুত্র কহিলেন, চন্দ্রশেখর! বৃথা তেজ প্রকাশ করিয়া কেন জীবন হারাইবে, আমি যাহা আদেশ করি তাহা প্রতিপালন কর। যখন তোমরা জিত জাতি, তখন তেজ প্রকাশ বাচালতা মাত্র; তোমরা জাননা কি, রাজা রাজ্য রক্ষাজন্য সকল কাজই করিতে পারেন। বিশেষ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জিত জাতিকে স্পর্দ্ধা প্রদান করিতে নাই। তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতেও নাই। তাহাদিগকে যত পদ দলিত করা যায় ততই ভাল। তাহাদিগের মান সম্ভ্রম যত হ্রস্ব করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। তোমাদিগের প্রাণ আমাদিগের হাতে; অনুগ্রহ হইলে পূজা পাইতে পার; নিগ্রহ হইলে মৃত্যু অবধারিত।

জিতের নিকট জেতার বিচার কোন কালে হয় না; ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত; আইন আমাদের শ্রীমুখের বাক্য, ইচ্ছা হইলে আইনানুসারে কার্য্য করিতে পারি, না হইলে নূতন আইন স্মৃষ্টি করিতে বা শ্রীমুখে নূতন কথা বাহির করিতেও পারি। এই দেখ রাজাজ্ঞানুসারে মস্তক গণনা করিয়া কর আদায় করিতেছি। গোলাগুলির স্মৃষ্টি একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। সোরা গন্ধকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিই না। অস্ত্রগ্রহণ নিষেধ করিয়াছি। এমন কি কাহারও বাটীতে বঁটী ভিন্ন অস্ত্র রাখি নাই। মণি মুক্তার সন্ধান পাইলেই তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইতেছি। কথায় কথায় কারাগারে দিতেছি। কত যে কামানে উড়াইলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা দেখিয়াও কি তোমাদের জ্ঞানোদয় হইতেছে না? এই ভারতভূমি, আমাদিগের আরামের স্থল, বিলাসের ভূমি এবং ক্রীড়ার কানন; এক পাল মেষের মধ্যে একটী ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের প্রভুত্ব যেরূপ; তোমাদের উপর আমাদেরও সেইরূপ; যাহাদিগের ক্ষমতা নাই, তেজ নাই, একতা নাই, যাহাদিগের যুক্তি শৃগালের যুক্তিকেও লজ্জা দেয়, পরস্পরের অধঃপতন যাহাদিগের মঙ্গল মধ্যে গণ্য, তাহাদিগের আবার উন্নতির ইচ্ছা বা বৃথাতেজঃপ্রকাশ কেন? কুক্কুরের ন্যায় পদতলে লুণ্ঠিত হও, যাহা আজ্ঞা করি তাহা অবাধে সম্পাদন কর। চন্দ্রশেখর কহিলেন বিধর্ম্মিন্! যাহা কহিলে তাহা শ্রবণ করিলাম। ইহাকে রাজ-ধর্ম্ম বলে না। এইরূপ যথেচ্ছাচার প্রণালীতে রাজ্য রক্ষা হয় না। যে সমস্ত কথা কহিলে তাহা চির শত্রুতার কারণ; এই রূপ ব্যবহারেই তোমাদের রাজ্য উৎসন্ন যাইবে। ভারতভূমির বক্ষে মুসলমান রাজসিংহাসন আর অধিক দিন থাকিবে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমাদিগের এই রূপরাজনীতির পরিবর্ত্তন না হউক; ইহা হইতেই ভারতবাসীরা একতা শিক্ষা করিবে। ইহা হইতেই ভারতবাসীরা আবার স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ করিবে। যদি

প্রজাদিগকে আত্মবৎ দেখিয়া, তাহাদের হস্তে সকল প্রকার ক্ষমতা দিয়া এবং তাহাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া রাজ্য শাসন করিতে, তবে ভারতের দাসত্ব মোচন দুর্ঘট হইত। কিন্তু যখন তাহা হইতেছে না তখন ইহার স্বাধীনতা অতি নিকট; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমাদের এই দুর্ব্বুদ্ধির যেন পরিবর্ত্তন না ঘটে। তুমি আমাকে বৃথা কি মৃত্যু ভয় দেখাইতেছ, আমি ওভয়ে ভীত নহি। ক্ষত্রিয়েরা জীবনের ভয় রাখে না। কুমারদ্বয় উত্তর করিলেন। ভূতের পূজা করিয়া নরকে যাওয়াপেক্ষা কোরাণ মস্তকে ধারণ করা মুক্তির কারণ। চন্দ্রশেখর কহিলেন, আমি ম্লেচ্ছ ধর্ম্মে ও কোরাণে একবার নয়, শত-বার পদাঘাত করি। রাজতনয় যুগলের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল! তৎক্ষণাৎ কহিলেন জল্লাদ! মস্তকচ্ছেদন কর্। চন্দ্রশেখর কহিলেন, এখনই আর ক্ষণ বিলম্বের প্রযোজন নাই। এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া কহিতে লাগিলেন, হা মাতঃ বসুন্ধরে! কেন আপনি ভারতাংশে এতাদৃশী শস্যশালিনী হইয়াছেন। কেনই বা নানাবিধ রত্নের আকর হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিরাজিত আছেন। কেনই বা বিবিধ পাদপালঙ্কৃত হইয়া হরিৎবর্ণে দেহকে সুশোভিত করিয়াছেন। কেনই বা নদ নদী সাগর উপসাগরে আপনাকে দুর্গবদ্ধ করিয়াছেন। কেনই বা পর্ব্বত প্রধান হিমালয়কে উত্তরে স্থাপন করিয়া আপনার উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কেনই বা স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্য-শৃঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সেই হিমালয়কে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কেনই বা অতুল অননুমেয়মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছেন। যদি আপনি এই সকল সদ্‌গুণের আধার না হইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সেবিত সাহারা মরুর ন্যায় ভয়ঙ্করী হইতেন, তাহা হইলে আজি ভারতভূমির এতা-দৃশী অবস্থা ঘটিত না। ভারতমাতাও সন্তান সমূহের অসহ্য দুঃখে কাতর হইয়া নয়ন-নীর বিসর্জ্জন করিতেন না। স্বর্গভূমি সদৃশী ভারতভূমিতে দুর্ব্বৃত্ত দস্যু অসুরেরা প্রবেশ করিয়া এতাদৃশ

উৎপাত করিত না। দুর্ব্বৃত্ত অসুরগণের দৌরাত্ম্যে ভারতমাতার প্রাণ গেল। দিন দিন, দণ্ডে দণ্ডে, ক্ষণে ক্ষণে, মাতার মোহিনীমূর্ত্তি রূপান্তরিত হইতেছে। যে দিকে কর্ণপাত করি, সেই দিকেই অসুরগণের কল কল ধ্বনি শুনিতে পাই। সেই দিক হইতেই ভ্রাতৃগণের হৃদয় বিদারক কাতর শব্দ কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয় বিমর্দ্দিত করে। যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই অধীনতা রাক্ষসীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। সেই দিক্ হইতেই প্রলয় কালীন দ্বাদশ তপনের প্রচণ্ড জ্বালায় অভিতপ্ত ভ্রাতৃবর্গকে দর্শন করি।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! যদিই আপনি ভারত ভূমিকে এতাদৃশী গুণশালিনী করিয়াছিলেন, তবে তাহার পুত্রগণকে কেনই বা প্রভূত বলশালী করিলেন না। কেনই বা তাহাদিগকে অধ্যবসায় ও সাহসের আধার করিয়া তুলিলেন না। কেনই বা তাহাদিগকে একতায় অলঙ্কৃত করিলেন না। জ্ঞান, সত্য, দয়া, মায়া, বাঙ্নিষ্ঠা সারল্য প্রভৃতি সদ্গুণ সকল প্রদান করিয়া কেনই বা তাহাদিগকে প্রবল স্বাধীনতা প্রিয় করিলেন না। আপনার ভারতীয় সন্তানগণকে দুর্ব্বল পাইয়া দস্যুগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। যাহার যাহা মনে হইতেছে সে তাহাই করিতেছে। কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। কেহই ইহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেছে না। উঃ কর্ণ বধির হইল। হৃদয় শতধা হও, আর মাতার রোদনধ্বনি শুনিতে পারি না। মাতা ভারতভূমি আজি স্বাধীনতা হারাইয়া পথের ভিখারিণী, আজি রাজরাণী রোদন পরায়ণা; দেবপূজিতা আজি দস্যু কর্ত্তৃক অপমানিতা; আজি অসংখ্য আর্য্যপুত্র সমক্ষে আর্য্যজননী অপমানিতা; রে কাল! তোর্ অসাধ্য কিছুই নাই, তুই সকলই করিতে পারিস্, তুই যাহার মণিভূষিত মস্তককে স্বাধীনতার পারিজাত কুসুম দিয়া পূজা করিস্ আবার তাহারই মস্তকে দাসত্বের নরকগন্ধিপুষ্প দিয়া পূজা করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইস্ না।

তোর্ ব্যবহারের কথা মনে হইলে ঘৃণার উদয় হয়। এইরূপ করিয়া ভারতবাসীকে যন্ত্রণানলে দগ্ধ করাপেক্ষা যুগপৎ সহস্র আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি করিয়া ইহাকে ভস্মসাৎ কর্। নিবিড় অরণ্যে অলঙ্কৃত করিয়া সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান করিয়া দে। অথবা শুভ্রবর্ণ স্তূপাকার বরফে আবৃত করিয়া লাফ্‌লাণ্ডের গর্ব্ব বিচূর্ণিত করিয়া দে। আমরাও সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই। উঃ কি ভয়ঙ্করী যাতনা! আর যে সহ্য হয় না! চীৎকার করিয়া বলহীন হইলাম, কেহই যে বাক্যে কর্ণপাত করে না। দেবতাগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইলাম, তাঁহারাও দয়া প্রকাশ করিলেন না। ভাই ভারতবাসিন্! আর নিদ্রিত থাকিও না। একবার মোহ নিদ্রা ত্যাগ কর। একবার আলস্যের মস্তকে পদার্পণ কর। একবার খলতা পরিত্যাগ করিয়া সচেষ্ট হও। আর কতকাল দাসত্বের অসার দেহভার বহন করিবে? হিমগিরি তোমাদের কলঙ্কধ্বজা তুলিয়া দিন দিন বাড়িতেছে। ভারত বাসিন্! আর দৈবাবলম্বনে কিছু হইবে না। আর যাগযজ্ঞ দানধ্যানাদিতে কিছুই ফল ফলিবে না। আর জ্যোতিঃশাস্ত্রে কোন উপায় হইবে না। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা কর। করে করবাল গ্রহণ কর। দেবদেবীর শরণ পরিত্যাগ করিয়া কৃপাণের শরণাগত হও। জননী যেরূপ আমাদের রক্ষাকারিণী, বিপদুদ্ধারিণী এবং অগতিরগতি; তরবারিকে সেইরূপ মনে করিয়া ভক্তিভাবে পূজা কর। পিতা যেরূপ আমাদের উৎসাহের হেতু, ভরসার ভরসা এবং উন্নতির আদিকারণ, রণস্থলকেও সেইরূপ মনে কর। মৃত্যু অবধারিত; মরিতেই হইবে, তবে যে মরণে সুখ্যাতি আছে, সেই মৃত্যু কামনা কর। যুবতীর অসার ক্রোড়ে শয়নাপেক্ষা দেশের জন্য সমরে শমনের সারময় কোমল ক্রোড়ে শয়ন, সর্ব্বজন প্রশংসনীয়। জীবনের মধ্যে যে দিন একটী বিধর্ম্মী, আততায়ীর জীবননাশ করিবে, নিশ্চয় জানিবে,

সেই দিনেই তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে! আমার জীবন শেষ প্রায়; আমা হইতে আর তোমাদিগের কোন উপকারই হইবে না। অতঃপর নিজ নিজ জীবন রক্ষার জন্য নিজে নিজে সচেষ্ট হও। ইহাতে যদি অমনোযোগী হও, তবে আমি এই অভিশাপ দিতেছি, যেন নরকাপেক্ষাও কোন জঘন্য স্থানে তোমাদের গতি হয়। রে নরাধম কাপুরুষ যবন্! শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া নাশ করা নরাধমের কার্য্য; স্বয়ং অস্ত্রগ্রহণ কর্, হস্তে অস্ত্র দে, দিয়া নিজ নিজ হস্তবল প্রদর্শন কর্। আর দেখ্ ক্ষত্রিয়গণ কিরূপ ভুজবীর্য্য প্রকাশ করিয়া স্বর্গধামে গমন করে। কুমার যুগল, চন্দ্রশেখরের ভয়ঙ্কর আকার দর্শন করিয়া, সশঙ্কভাবে কহিলেন, জল্লাদ! শীঘ্র মস্তক ছেদন কর্। ঘাতুক খড়্গ উত্তোলিত করিয়া এক আঘাতেই মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। মাধবের চক্ষে কয়েক বিন্দু জল আসিল। পরে কর্ম্মচারীবর্গেরও ঐ গতি হইল। মাধব তাহাও স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। তদনন্তর মাধবকে ঐ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আজ্ঞাকরা হইল। মাধব ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন, কি-ভাবিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। পরে কহিলেন, আমাকে দুই দিবস অবকাশ দাও, আগামী তৃতীয় দিবসে ইহার সদুত্তর বা সম্মতি দিব। কুমারযুগল তাহাতেই সম্মত হইলেন। মাধব কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেনাপতি আজিমোসান কারাগার রক্ষা করিতে লাগিল।

হোসেন খাঁ।

দ্বিতীয় দিবস রাত্রিকালে হোসেন খাঁ নামক জনৈক সৈন্য আসিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, মহাশয়! কাশ্মীরের তুল্য রূপলাবণ্যবতী কামিনী, আর কোথাও নাই। যদি ভাগ্যক্রমে আমাদের জয় লাভ হইল, এমন খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে। আমি আপনার নিমিত্ত এক পরমরূপবতী কামিনী আনয়ন করিয়াছি। সে আপনার বিলাস গৃহে উপস্থিত আছে,

ভৃত্যের উপহার গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়। আজিমোসান হাস্য করিয়া কহিলেন, হোসেন খাঁ। তুমি আমার উপযুক্ত ভৃত্য; আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট আছি। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সেনাপতি করিব। অদ্য কুমারযুগল ঐ রসে মত্ত আছেন, চল আমরাও দু-ঘড়ি আয়েস করিয়া লই; এই বলিয়া গমন করিল। গিয়া যাহা দেখিল তাহাতেই তাহার মন মজিয়া গেল; পাঠক! আজিমোসান বা কোন্ ছার, যে কামিনী উপস্থিত, তাহাকে দেখিলে কত মুনি ঋষি তপস্যায় জলাঞ্জলি দেন। ক্রমেই সুরার সহিত রঙ্গরস চলিতে লাগিল। হোসেন খাঁ সময় বুঝিয়া কহিলেন, ভৃত্য এখন অবসর পাইতে পারে? সেনাপতি কহিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। হোসেন খাঁ এই রূপে তাহার চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রহরীগণকেও ঐ রসে মত্ত করিলেন। রাজকুমার হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেই আমোদে মত্ত; কেবা কাহার অনুসন্ধান করে। হোসেন খাঁ সময় পাইয়া কৌশল ক্রমে কারাগারের দ্বার মুক্ত করিলেন। মাধব, মোগল সৈন্যের বেশে বহির্গত হইলেন। দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইল, হোসেন খাঁ মাধবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দুর্গের বাহিরে আসিলেন। অসাবধান প্রহরী সকল কেহই জানিতে পারিল না। অথবা কেহ তাঁহাদিগকে দেখিয়া থাকিবে, "মোগল বেশধারী সৈন্য, বিশেষতঃ পরিচিত হোসেন খাঁ যাইতেছে, অনুসন্ধানের বা বাক্য ব্যয়ের আবশ্যক নাই" এই বোধেই কেহ কোন প্রতিবন্ধকতা করে নাই। হোসেন খাঁ, দুর্গ হইতে বহুদূরে আসিয়া কহিলেন, মহাশয়! স্থির হউন, আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে, এই বলিয়া বহুক্ষণ কর্ণে কর্ণে কি বলিয়া তৎপরেই স-জোরে অসি ঘুরাইয়া এক আঘাতেই নিজ মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মাধবের নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল এবং কয়েকবিন্দুজলও আসিল;

বহুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন; পশ্চাৎ সক্রোধে অরণ্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাঠক ঐ হোসেন খাঁই উপস্থিত ঘটনায় পরমাত্মীয় অদ্বিতীয় বীরপুরুষ মাধব প্রাণে বিনষ্ট হয়েন দেখিয়া, বিচারকালে সঙ্কেত করিয়াছিলেন। মাধব তাহাতেই বীরোচিত কোন বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। এক্ষণে হোসেনের কৌশলে মুক্তি লাভ করিয়া বৈরনির্যাতন করিবার অবসর পাইলেন।

প্রভাতে মোগল শিবিরে মহান্ গোলযোগ উপস্থিত হইল, চতুর্দ্দিকে মাধবের অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইল না। কেবল হোসেন খাঁর মৃত দেহের দর্শন পাইল। তদনন্তর কুমারদ্বয় ক্রমে ক্রমে, বাজৌরী, জম্বু গড়, ত্রিলোকনাথ এবং উতমন্দনগর আত্মসাৎ, লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিয়া ঘোরতর অত্যাচার পরম্পরা সম্পাদনান্তে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল। পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে বিশ্বনাথের অবশিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষগণ যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বেই পলায়ন করিলেন।

এ দিকে মাধব অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া পরমাত্মীয় যশশ্চন্দ্র রায়কে স্বপক্ষে আনিয়া যুদ্ধ করিবেন এই স্থির করিয়া কাবুলাভিমুখে গমন করিলেন। যশশ্চন্দ্র তৎকালে কাবুলে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বহুদূর গমনের পর, এক দিন একরাজপুতের মুখে শুনিলেন, যশশ্চন্দ্র গতাসু হইয়াছেন, দুঃখের উপর দুঃখ, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নিস্তব্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মাধব চরিত্র।

মহাবীর মাধব, এই রূপে বহুক্ষণ চিন্তা করতঃ উত্থিত হইয়া কাবুলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে শর্ব্বরী আগতা, সম্মুখে নিবিড় বন, দৃক্পাতও নাই, বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমস্ত দিন অনাহার, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল, মন দারুণ অসুখী, বুদ্ধিবৃত্তির

স্থিরতা নাই, প্রাণের ভয় নাই, গমন-পথের ভালমন্দ বিচার নাই; যখন যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকেই যাইতেছেন। ঘোর অন্ধকার, কিছুই লক্ষ্য হয় না; বৃক্ষকাণ্ডেই মস্তকাঘাত হইতেছে; কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই; ক্রমাগতই যাইতেছেন, এইরূপে প্রায় অর্দ্ধরাত্রি শেষ হইল; শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; আর চরণ চলে না, স্থির হইয়া চারিদিক্ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অদূরে এক আলোক প্রজ্বলিত হইতেছে। তদ্দিকে নিষ্কোষ অসীহস্তে সাবধান পদে গমন করিলেন, ক্রমেই নিকটে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষান্তরালে শরীর গুপ্ত রাখিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতেই আনন্দিত হইলেন, নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল; বদন শোকে দুঃখে, অনুতাপে এবং উৎসাহে বিবিধ ভঙ্গি ধারণ করিতে লাগিল; বারম্বার বিশেষ করিয়া যাহা দেখিতেছিলেন তাহাই দেখিতে লাগিলেন! কি দেখি-তেছেন? কোন যোগীর যোগ সাধন? না তাহা নয়; তবে কি কোন পার্থিব ঘটনা? তাহাও নয়; তবে কি দেখিতেছেন? আলোক-পার্শ্বেস্থিত চর্ম্মপরিপূর্ণ জল দেখিতেছেন। তৎপার্শ্বেই কতকগুলি ফল দেখিতেছেন; নিষ্কোষ তরবারি দেখিতেছেন; দুর্ভেদ্য বর্ম্ম দেখিতেছেন; আর যাহা দেখিতেছেন তাহাতেই শরীর পুলকিত; স্বকরে চন্দ্র পাইতেছেন। তবে কি কোন বীরপুরুষকে দেখিতেছেন? হাঁ তাহাই বটে; দেহের সমান, প্রাণের সমান, প্রিয় পদার্থের সমান, ভৃত্য চন্দ্রকেতুকে দেখিতেছেন। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মুক্তকণ্ঠে "প্রিয়তম চন্দ্রকেতু" এই শব্দ করতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। চন্দ্রকেতুর কর্ণে বাজিল, হৃদয় কম্পিত এবং বিস্ময়ে পূর্ণ হইল। দক্ষিণ করে অসি এবং বাম করে প্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া শব্দ স্থানে আগমন করতঃ এক বীরপুরুষকে দর্শন করিল। মন, জানিনা কি জন্য চঞ্চল হইল। এইবারে চক্ষে জল আসিল; জানিনা কি জন্য আবার দেখিল।

তবে বুঝি এখনও চিনিতে পারে নাই!

এইবারে যুগপৎ খড়্গও আলোক হস্ত হইতে পতিত হইল। মাধবকে বাহুযুগলে পরিবদ্ধ করিয়া বক্ষে ধারণ করতঃ পূর্ব্ব স্থানে লইয়া গেল, অঙ্কে শয়ন করাইল আর পূর্ণ স্বরে কহিতে লাগিল, প্রভো! স্বামিন্! দেব! এই যে আপনার ভৃত্য চন্দ্রকেতু উত্তর দিতেছে, আজ্ঞা করুন কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এই বলিয়া মুখে জল দান করিতে লাগিল। বহু যত্নের পর মাধবের চৈতন্যোদয় হইল। পরস্পরে পরস্পরের সংবাদ পাইলেন। এবং পুনর্ব্বার পরস্পরে চৈতন্য হারাইলেন, মুখে জল দেয় এমন লোক নাই। যে দৈব প্রতিকূল হইয়া এই দুর্ঘটনা পরম্পরা উৎপন্ন করিয়াছে সেই দৈবই অনুকূল হইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিল। শোক-দুঃখে উভয়ে জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকালপরে মাধব কহিলেন চন্দ্রকেতু! তুমি কি প্রিয় বান্ধবের বিনাশ দেখিয়া আসিয়াছ? চন্দ্রকেতু কহিল না মহাশয়! দেখি নাই, শ্রবণ করিয়াছি তিনি বধস্তম্ভে বদ্ধ হইয়াছেন। আমি তথায় যাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু জনৈক কামিনীর প্রতিবন্ধকতায় কোন ক্রমেই যাইতে পারি নাই। এই বলিয়া সেই কামিনী কর্ণে কর্ণে যাহা কহিয়াছিলেন সে সমস্ত কীর্ত্তন করিল। তচ্ছ্রবণে মাধবও পরম বন্ধু হোসেন খাঁর বিবরণ কহিলেন। তদনন্তর চন্দ্রকেতু কহিল মহাশয়! এক্ষণে আমি কাপুরুষের ন্যায়, এই নিদারুণ সংবাদ লইয়া কাশ্মীরে যাইতেছি। হা হতবিধে! তোমার মনে এই ছিল! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মাধব, পিতৃশোকে, পশুপতির শোকে, আত্ম বন্ধুর শোকে, হোসেন খাঁর শোকে, মহারাজ যশশ্চন্দ্রের শোকে, একেই অস্থির হইয়া ছিলেন, তাহাতে আবার প্রিয়তমা এলোকেশীর শোক, প্রিয়বান্ধব বিশ্বনাথের শোক, বন্ধুপত্নী উমাকালীর শোক, সরলা বিমলার শোক, বিবিধ

শোকে একেবারে বিবেক শক্তি হারাইলেন। সে রাত্রি এই ভাবেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে চন্দ্রকেতু, বহুযত্নে তাঁহাকে কিছু ফল জল ভক্ষণ করাইল। তদনন্তর মাধব কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, ভৃত্য সমভিব্যাহারে কাবুলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে কাবুল নগরে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি সকল আসিয়া, যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সন্তজি নামক জনৈক প্রাচীন, অন্তঃপুরে মাধবাগমনের সংবাদ প্রদান করিল। তৎক্ষণাৎ এক জন পরিচারিণী আসিয়া মাধবকে, লইয়া গেল। মাধব উপস্থিত হইয়া সকলের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে রমণীগণ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসু হইলে, মাধব উপস্থিত ঘটনা সকল যথাযথ বর্ণনা করিলেন, শুনিয়া দুইটী বিধবা রমণী অনুচ্চৈঃ স্বরে রোদন কবিতে লাগিলেন। পরে মাধব, রাজসংসারের সংবাদ জানিতে ইচ্ছুক হইলে, এক বিধবা রমণী, সরোদনে কহিতে লাগিলেন, বাপধন! আমাদিগের ইদানীন্তন দুর্দ্দশার বিবরণ শুনিলে তোমার দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ, নিঃসন্দেহই দ্রবীভূত হইবে। আরংজেবের পরমোপকারী মহারাজ পরলোক গমন করিলে, দুরাত্মা সম্রাট তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ আমাদিগকে দিল্লীতে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। আমরা ত্বরায় তাহার হস্তে পতিত হইয়া, যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিব, তাহা বলিতে পারি না। আরংজেব আমাদিগকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করিয়াছে এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে যুদ্ধেরও আয়োজন করিয়াছে। আমাদের আর নিস্তার নাই। পাপ প্রাণ এখনই পরিত্যাগ করিতাম, কেবল এই প্রাণাধিক শিশুসন্তান গণের উপরোধেই জীবিত আছি। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এতাবচ্ছ্রবণে মাধব রোষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন আর কহিলেন দুরাত্মা আরংজেবের এত বড় স্পর্দ্ধা

যে ক্ষত্রিয় কামিনীগণকে রুদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে চাহে। মাতঃ আপনারা নির্ভয় হউন, আমার দেহে জীবন থাকিতে কোন শঙ্কা নাই। এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তথায়, সুহাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ক্ষণকাল চিত্রিতপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা হইয়া তৎপরেই কহিল প্রভো! আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াগিয়াছে।

এই বলিয়া চরণে পতিত হইল। মাধব, তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া যাহা কিছু নূতন জানিবার ছিল তাহা অবগত হইলেন। তদনন্তর মহিষীগণ, সুহাসিনীকে উমাকালী ও এলোকেশীর পরিচারিণী বলিয়া জানিতে পারিয়া, তাঁহাদিগের বিষয়ে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুহাসিনী, উমাকালীকে, কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়াই জানিত; যশশ্চন্দ্র যে তাঁহার পিতা ইহা কখনই শ্রবণ করে নাই। এজন্য তৎসম্বন্ধের কোন কথাই, অধিক কি দস্যু হস্তে অপমানাদিও ব্যক্ত করে নাই। পর দিন মাধব, কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া, চন্দ্রকেতুকে, চণ্ডশেখরের দমনার্থ এবং আত্মীয় বর্গের উদ্ধারার্থ পাঠাইয়া দিয়া, মহারাজ যশশ্চন্দ্রের পরিবার সকলকে, রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং সেনাপতি হইয়া দুর্গাদাস নামে অভিহিত হইলেন। ইহার পর সকলেই ইহাঁকে দুর্গাদাস বলিয়া জানিবেন। অতঃপর দুর্গাদাস আরংজেবের বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করিলেন আর সগর্ব্বে পূর্ব্ব পত্রের এই প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন যে ক্ষত্রিয় কুমারীগণ বিশেষতঃ মহারাজ যশশ্চন্দ্রের মহিলাগণ ম্লেচ্ছাধিকারে কখন পদার্পণ করেন না। সম্রাট শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া, পুত্রের সহিত রাণীদিগকে ধরিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে মাধব স-পরিবারে আটক নগরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশন করিলেন। সম্রাট প্রেরিত সেনাগণও আটকে উপস্থিত হইল। পরে মাধব কৌশলক্রমে

রাণীদিগকে পুত্রের সহিত অগ্রে পাঠাইয়া পরে ঘোরতর যুদ্ধের পর নির্ব্বিঘ্নে সুবোধপুরে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া, বহুপদাতি, অসংখ্য অশ্বারোহী সংগ্রহ করত, অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজা সকলকে এক যোগ করিয়া ঘোর সংগ্রামে অবগাহন করিলেন। ফলতঃ মাধবের অস্ত্রধারণের পূর্ব্বে আরংজেব যাহা কিছু সুখসম্ভোগ করিয়াছিলেন, ইহার পর আর দিনৈকের নিমিত্তও সুস্থ থাকিতে পারেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবীন ব্রহ্মচারী—গঙ্গাতট।

দিন পক্ষ মাস অয়ন বৎসরাদি ক্রমে কত বৎসরই গমন করিল, তথাচ এ হত ভাগ্যের মনের কষ্ট অন্তর্হিত হইল না। বরং দিন দিন নবীভাবাপন্নই হইতেছে। হায়! ভাগ্য দোষে সকলই বিষময় হইল। আর হৃদয়ে দুঃখ ভার সহ্য হয় না। দিবাবসানে নদী তটে, উদ্যানে, পর্ব্বতে প্রান্তরে যেখানেই ভ্রমণ কর প্রকৃতি দেবী সেই খানেই সকলকে অশেষ সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে এ হতভাগ্যার প্রতি তাঁহার কিছুই কৃপাদৃষ্টি নাই। এমন অপরাহ্ন, গঙ্গাতট; তটস্থ মনোহর পাদপাবলী; পশু পক্ষিদিগের আনন্দধ্বনি স্বভাবের মনোহর দৃশ্য; কিছুতেই যে আমাকে সুখী করিতে পারিতেছনা। হা মাতঃ সুর-তরঙ্গিণি! আমার গতি কি হইবে মা!—মা! তুমি শ্বেতজলে তরঙ্গ বিস্তার করিয়া হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে জলজ সন্তান গুলিকে বক্ষে ধারণ করিয়া কেমন আনন্দে গমন করিতেছ, আর তোমার আশ্রিত জীবগণও কেমন হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে মহানন্দে তোমার সহিত গমন করিতেছ। আহা! উহারা কি সুখী!!—মা! আমাকে কেন মানুষ করিয়াছিলে মা!; আমাকে যদি দয়া করতঃ ইহাদের

মত করিয়া পাদপদ্মে আশ্রয় দিতে, তাহা হইলে মা! আজি আমার এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। মা! পতিত পাবনি! এ-পতিত কে উদ্ধার কর মা!; মা! ভীষ্মজননি! তুমি যেরূপ কৃপা করতঃ পদছায়া প্রদান করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিয়াছিলে, জননি! একবার সেই রূপ দয়া করিয়া এ অধীনকে রক্ষা কর মা!; আমার পিতা জীবিত আছেন কিনা তাহা আমি জানিনা। জননী আমায় অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার সংসার বন্ধনের বন্ধনী একটী কোমল বল্লরী মাত্র ছিল, তাহাও আমি হারাইয়াছি। মা! আমি যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকই শূন্যময় দেখি, আমার জননী কেমন তাহা মনে পড়ে না ... লিয়া যখন ভাবিতে ইচ্ছা হয় তখনই তোমার কূলে অ... বসিয়া বসিয়া তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া থাকি। ...তে আমার মনের অনেক দুঃখ ...। মা! এসংসা... মার ভট ভিন্ন আর আমার ... ভাল লাগেনা। ... ঐ যে পুণ্যাত্মা শবরূপে হস্ত পদাদি বিস্তৃত করিয়া ... যাইতেছে, কবে আমি ঐ রূপে ভাসিব মা!; মা! ... জননি! ঐ যে শ্মশানোপরি সারি সারি চিতা প্রজ্বলি... তেছে কবে আমি ঐ রূপে জ্বলিব জননি!; আর ঐ ... বান্ধব সকলে, অগ্নিতপ্ত, ভস্মাবশেষিত শবাংশকে ...র জলে শীতল করিতেছে কবে আমি ঐ রূপ শীতল ... মা!; মা! তোমার জীবন-স্রোতের ন্যায় নিরন্তর আম... স্রোতঃ বহিতেছে, জননি! তুমি দেবতা তোমার জীবনে... নাই, আমি সামান্য মানব আমার জীবনের শেষ হয় না ... মা! ! মাতঃ কুলকুণ্ডলিনি! নিরন্তর কুল কুল শব্দে কি ... মা.; আমি ত কাব্য নাটক ব্যাকরণ বেদ বেদান্ত অ... ঠ করিয়াছি কিন্তু জননি!

তোমার এ কূল কূল শব্দের কিছুই ত অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। মা! তোমার মুখে কূল কূল শব্দ, গমন অকূলে এ-কার্য্যের তাৎপর্য্য কেমন করিয়া বুঝিব মা! ; আবার দেখিতে পাই, এই, অনন্ত তরঙ্গের অনন্ত আঘাতে সেই কূল ভগ্ন করিতেছ ইহার মর্ম্ম কি জননি! ; মা! এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের কিছুই এক অবস্থায় থাকেনা বলিয়াই জননি! তোমাকে আমি দেখিতে আসি! কারণ তুমিই অবিকৃত ; মা! এখন আমি চলিলাম যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আবার আসিয়া এই আনন্দময়ী মুর্ত্তি দর্শন করিব। এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। নবীনব্রহ্মচারী আশ্রমে আসিয়া শিক্ষা গুরুর অনুমতি লইয়া পর দিন প্রাতঃকালে কিছু দিনের জন্য বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে গমন করিলেন। শিক্ষক কহিয়া দিলেন যেখানেই থাক, সংবাদ দিও, আর আবশ্যক হইলে সংবাদ প্রাপ্তমাত্র আগমন করিবে। ব্রহ্মচারী যথাজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মচারী কাশী হইতে যাত্রা করিয়া মথুরা বৃন্দাবন কুরুক্ষেত্র পঞ্চনদ প্রভৃতি বহুস্থান ভ্রমণ করিলেন। কিন্তু কোথাও বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে পরিলেন না। মুসলমান বাদসাহ আরংজেবের দৌরাত্মে, তীর্থস্থান সকলের দুরবস্থাদর্শনে বিশেষ ব্যথিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! রাজা অত্যাচারী হইলে, যে বিষময়ফল সমুৎপন্ন হয়, আরংজেবই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; দেশ উৎসন্ন হইল ; ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল গেল। একদিকে রাজভয় ; অন্য দিকে শাসনের বিশৃঙ্খল নিবন্ধন পথে দস্যুভয় ; প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। উঃ এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বিশেষ উত্তবাস্যে যখন দিল্লী অভিমুখে নয়ন নিঃক্ষেপ করি, তখনই অন্তঃকরণ যেন জ্বলিয়া উঠে ; দিল্লী

পতি যেন আমার কোন গুরুতর অপকার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। এক বার মনে হইতেছে দুরাত্মাসম্রাট আমার পিতৃহন্তা; ওঃ! ইহা স্মরণ করিলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। প্রাণ যে কেমন করিয়া উঠে তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমি ত অনেক স্থান অনুসন্ধান করিয়া আসিলাম কোন স্থানেই ত পিতার কোন উদ্দেশ পাইলাম না। কি করি, কোথায় যাই, কোথায় যাইলে তাঁহার দর্শন পাই। এই সম্মুখে অর্ব্বলী পর্ব্বত এই স্থানে এক বার পিতার অনুসন্ধান করি। আরও শুনিলাম বৈজয়ন্তপুরাধিপতি জয়ন্তদেব, সম্রাট আওরঙ্গেবের সহিত তুমুলযুদ্ধে রাজ্যধন হারাইয়া এই পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছেন। যাই-গিয়া একবার তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করি; আরও তিনি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন অনুসন্ধান গ্রহণ করি; হা ঈশ্বর! তুমি কি আর্য্যগণের স্বাধীনতার বিরোধী হইয়াছ? তোমার ধার্ম্মিক আর্য্য সন্তানগণ যায় যে, দয়া করিয়া রক্ষা কর। এই কথা বলিতে বলিতে তথায় গমন করিলেন।

আসিয়া—এইত অর্ব্বলী পর্ব্বত; ইহার স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন-বেশে এই যে সকল পুরুষ ভ্রমণ করিতেছে, অনুমানে ইহাদিগকে রাজ সৈন্য বলিয়া বোধ হয়। ঐ যে সসজ্জ, অর্দ্ধসজ্জ, শ্রীভ্রষ্ট অশ্ব সকলও দেখিতেছি। এইরূপে ইতস্ততঃ দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সেনা নিবেশের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী দেখিয়া তাঁহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না। এবং গমনেরও কোন বাধা দিতেছে না। সকলেই মনে করিতেছে যে, ইনিও ধর্ম্ম ও প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। ব্রহ্মচারী ক্রমে ক্রমে সকল স্থান দেখিতে দেখিতে শ্রবণ করিলেন, মহারাজ ত্বরায়

রাজধানীতে গমন করিবেন। সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রজাদিগের কষ্ট তাঁহার আর সহ্য হয় না। তিনি প্রজার ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াই এই কার্য্য করিতেছেন। নতুবা ক্ষত্রিয় কখনই যবনের পদানত নহে। ব্রহ্মচারী এই কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে এক ক্ষুদ্র পল্বলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন একটী অপূর্ণা যুবতী করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক ধরাতলে উপবিষ্ট হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। মৃদু মধুর বায়ু হিল্লোলে তাঁহার অলকগুচ্ছ আন্দোলিত হইতেছে। অদূরে একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বালিকা মনের সাধে খেলিয়া বেড়াইতেছে। ব্রহ্মচারী ক্রমশঃ যুবতীর নিকটস্থ হইয়া যেমন অকলঙ্ক মুখশশী দর্শন করিলেন অমনি অন্তঃকরণ কেমন করিয়া উঠিল। তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য মন নিতান্ত চঞ্চল হইল। বিবেক 'এই তোমার হৃদয় হারিণী' বলিয়া পরিচয় দিল। ব্রহ্মচারী মহাসঙ্কটে পড়িলেন। পরকীয় ললনার উপর এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অন্যায় বলিয়া এক এক বার মীমাংসা করিতে লাগিলেন, তথাচ মন মানে না। চক্ষু দেখিতে ছাড়ে না। অগ্রসর হইব না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেও চরণ চলিতে ক্ষান্ত হয় না। কর্ণ যুবতীর বাক্য-সুধা পান করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল। হৃদয় পটে এপর্য্যন্ত যে মোহিনী মুর্ত্তিকে স্থান দিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন আর তাহা হৃদয়ে নাই, সেই এই রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পল্বল তটে আসীনা আছেন। মন আরও কেমন করিয়া উঠিল; ধৈর্য্য বিচ্যুত হইল। সহসা নিকটে গিয়া সাদর সম্ভাষণে "সরলে! এত গভীর চিন্তা কিসের" বলিয়া আহ্বান করিলেন। যুবতী চমক হইয়া, সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার অন্তরের ধ্যেয়মূর্ত্তি বাহিরে দণ্ডায়মান;

বিস্ময়ে নয়ন বিস্ফারিত হইল। ব্রহ্মচারীর অতুল আননে নয়ন-যুগল সংলগ্ন করিয়া স্থির ভাবে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে কত অভিনব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। চরণ-যুগলে পতিত হইয়া মনের দুঃখ জানাইতে নিতান্ত বাসনা হইল। মন কহিল "সুন্দরি! এই তোমার হৃদয়েশ্বর, আর ছাড়িওনা, যদি রত্ন পাইয়াছ তবে ত্বরায় হৃদয়ে ধারণ কর"। যুবতী দারুণ অস্থির হইলেন; হৃদয়ে ভয়ানক টান পড়িল। মনে হইতে লাগিল কে যেন রজ্জু বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রবলবেগে টানিতেছে, আর কহিতেছে, 'ধর তোমার হৃদয়েশ পলায় ধর; আর বিলম্ব করিও না। এমন দিন আর শীঘ্র হইবে না"। যুবতী বিষম বিপদে পড়িলেন। নিকটে বালিকাটী না থাকিলেও যাহা হয় করিতেন। কিন্তু বালিকা নিতান্ত অজ্ঞানা নহেন। তাঁহারও জ্ঞানের উদয় হইতেছে। তিনিও সঙ্গিনী কি বলেন, শুনিবার জন্য স্থির হইয়াছেন। তাঁহার খেলাতে আর মন নাই। সঙ্গিনীর প্রতি পতিত হইয়াছে। যুবতী অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, ভাবিয়া উত্তর করিলেন দেব! এ পাপীয়সার চিন্তার কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আমার এ চিন্তা ঘুচাইতে অন্যে নিতান্ত অক্ষম। দেব! আমি উজ্জ্বলার মতে বিধবা সুতরাং সকলের মতেও বিধবা; কিন্তু আমার মন আমায় বিধবা বলে না; আত্মা আমায় বিধবা বলে না; আমি আমাকে বিধবা বলি না; আমি দেবদেবের পরিণীতা, আত্মা বলেন তিনি বাঁচিয়া আছেন। আমি যাঁহাকে হৃদপদ্মে সতত ভাবনা করিয়া থাকি, আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে দিন পাই। ব্রহ্মচারী শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, এ সরলাবালা বিবাহিতা; বিধবা অথবা বিধবা ভাবাপন্ন; এ-সকল বিচিত্র কথা, ইহাতে কিছু বিশেষ রহস্য আছে। এই ভাবিয়া কহিলেন সরলে! যদিও পরকীয় স্ত্রী-

লোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা সাধুজন বিগর্হিত কার্য্য, তথাচ আমি মনের কোন অনির্ব্বচনীয় কাতরতায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার নাম কি? কোথায় বাস? কাহার কন্যা? বিধবা প্রবাদেরই বা হেতু কি? যদি দয়া করিয়া এ সকল কথার পরিচয় দাও আমি কৃতার্থ হইব। আমি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী; আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইক; নিজ পতি লাভ করিয়া চির সুখিনী হও। যুবতী কহিলেন দেব! সে অনেক কথা, শুনিলে আপনার দয়ার্দ্র হৃদয় নিঃসন্দেহই দ্রবীভূত হইবে। আমি অনর্থক আপনার মনে কষ্ট দিব না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। এই অবসরে সঙ্গিনী বালিকা কহিলেন তারা! তুমি ইহাঁর সঙ্গে ঘরের কথা কহিতেছ, মা-কে বলিয়া দিব। এই বেলা ঘরে যাইবে ত চল, নচেৎ আমি চলিয়া যাইব। তারা কহিলেন হেমা! আমি ইহাঁকে কিছুই বলি নাই, তুমি রাগ করিতেছ কেন? ব্রহ্মচারী বালিকাকে বিরক্ত দেখিয়া ভিক্ষাধার হইতে একটী সুস্বাদু ফল বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন দেখ দেখি কেমন ফল; বলিকা গ্রহণ করিয়া সলজ্জ ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই অবসরে যুবতী কহিলেন, দেব! অবলার কুল- অতি লঘু; বাতাসের ভর সহেনা। আপনি অপরিচিত; আমি যুবতী? আজ্ঞা করুন গৃহে যাই। এই বলিয়া মনে মনে নিম্ন লিখিত কবিতাটী পাঠ করিতে করিতে প্রণাম করিলেন।

দেব ব্রহ্মচারী, অবলা তোমারি,
চরণে প্রণাম করে।
দেখে নিরুপায়, রাখ রাঙ্গা পায়,
ভিক্ষা করি যোড় করে॥

যদি ধর্ম্ম সত্য, যদি থাকে সত্য
তুমি সে সনৎ হবে।
নলিনী-তপনে; চন্দ্র দরশনে
কুমুদী বিষাদী কবে॥
পতিমম জ্ঞান, জপ তপ ধ্যান,
জানিনা সনৎ বই।
আজি যুবযানি! কিজন্য না জানি,
তব প্রেমে রাজি হই॥
সনৎ সনৎ তুমি সে সনৎ
আমার পূজিত ধন।
দেখে মুখ শশী প্রেমানন্দে ভাসী
বিভোর হইল মন॥

তৎপরে যুবক ব্রহ্মচারী দুইটী সুস্বাদু ফল তারার হস্তে দিয়া কহিলেন অবলে! এই গ্রহণ কর, আমি তোমাকে বড় ভাল বাসী; ভাল বাসিয়া আসিতেছি; মরণান্ত পর্য্যন্ত ভাল বাসিব তোমার এ মূর্ত্তি কখন বিস্মৃত হইব না। তুমি আমার না হইলেও অন্তরাত্মা কহিতেছে তুমি আমার; সেই জন্যই এই কথা কহিলাম। তোমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক; ধর্ম্মে অচলা ভক্তি হউক। তদনন্তর তারা অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমাঙ্গীকে লইয়া বাসভবনে গমন করিলেন। ব্রহ্মচারীও নিম্ন লিখিত কবিতাটী পাঠ করিতে করিতে তথা হইতে যথেস্থ প্রস্থান করিলেন।

হেরিয়া পরের নারী, আমি চির ব্রহ্মচারী,
কি হেতু আমার মন হইল এমন রে।

চিত, না ধৈরজ ধরে, পরাণ কেমন করে,
ধেয়ে গিয়ে ধ'র হৃদে ; সদাবলে মন্ রে ॥
এই সেই নগবালা, "যে আছে করিয়া আলা।
দিবানিশি অভাগার হৃদয় কন্দর রে"।
সেই চক্ষু সেই নাসা, সেই মুখ সেই ভাষা,
শ্রবণ লোকন করি নাচে কলেবর রে ॥
ধরি ধরি মনে করি, লজ্জা ভয়ে পরি হরি,
কিন্তু মম হৃদি সরে এধনী নলিনীরে।
নিশ্চয় কহিনু এই, "সেই নগবালা এই,"
স্বামীহীনা অতি দিনা স্বভাবে মলিনীরে ॥

এদিকে হেমাঙ্গী গৃহে আসিয়া মাতাকে এবং এলোকেশীকে সকল কথা কহিয়াদিলেন। তাঁহারা উভয়েই তারাকে কত তিরস্কার করিলেন। তারা কহিলেন, আমি স্বামী ভিন্ন অন্য কিছুই জানিনা! আমায় ক্ষমা করুন। এদিকে ব্রহ্মচারী নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াগেল। যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা জন্মিল। জয়পুর রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া মনের সুখে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বৈজয়ন্তপুরাধিপতির সহিত পুনর্ব্বার আরংজেবের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, জয়পুর রাজ, তাঁহার সাহায্যার্থ বহুল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারীও যোদ্ধৃবেশে সেনানায়ক হইয়া তৎ সঙ্গে গমন করিলেন।

এদিকে কয়েক দিন পরে মহারাজ জয়ন্তদেব নিজরাজ্যে আগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে

লাগিলেন। এলোকেশী এবং নগবালা উভয়েই রাজান্তঃপুরে অবস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকণ্ঠ স্বামী।

এ দিকে, শ্রীকণ্ঠস্বামী, জীবনাধিকউমাকালী সুতের শত্রুন্তপ নাম রাখিলেন। শত্রুন্তপের যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে শত্রুন্তপকে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে দেখিয়া স্বামীজি মনে মনে চিন্তা করিলেন অতঃপর ইহাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। উত্তর কালে যাহাতে কুমার পিতার ন্যায় বীরত্ব লাভ করিয়া দুর্দ্দান্ত যবনগণের যথোচিত শাস্তি বিধান করতঃ স্বাধীন রাজা হইতে পারে, যে কোন উপায়েই হউক আমাকে তাহাই করিতে হইবে। এই রূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন মাতঃ উমাকালি! আপনার হৃদয়-রত্নের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযুক্ত সময় সমাগত হইয়াছে। আমি ইহাকে মনোমত স্থানে রাখিয়া বীরপদবী লাভের উপযুক্ত করিতে বাসনা করি; এবিষয়ে আপনার মত কি? উমাকালী কহিলেন পিতঃ আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করুন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে অদ্যাপি পুত্রকে আত্ম পরিচয় প্রদান না করিয়া যে কীদৃশ বাক্যানুবর্ত্তিনী তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমার সম্মতি লইয়া কার্য্য করিবার আবশ্যক কি? কার্য্য করিয়া যেমত আদেশ করিবেন তাহাই আমার শিরোধার্য্য এবং পালনীয়।

শ্রীকণ্ঠস্বামী কহিলেন মাতঃ আপনার মুখ হইতে যে ঈদৃশ বাক্য নির্গত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কমলার বদন-কমল

হইতেই অমৃতময় বাক্য নির্গত হইয়া থাকে। তদনন্তর স্বামীজি শত্রুন্তপকে সঙ্গে লইয়া বৈজয়ন্তপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়া কয়েক দিনের পরই তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি বৈজয়ন্তপুরাধিপের নিকট পূর্ব্বাবধিই বিশেষ পরিচিত আছেন। মহারাজ ইহাঁকে গুরুর ন্যায়ভক্তি করিয়া থাকেন। জয়ন্তদেব স্বামীজিকে সমাগত দেখিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং স্বহস্তে বসিতে আসন প্রদান করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। আর সমভিব্যাহারে রাকা-শশী-সদৃশ-মুখ-রুচি-সম্পন্ন বীর লক্ষণান্বিত কুমারানুরূপ কুমার-টী, কে, জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। যোগীবর কহিলেন রাজন্! আমার সমস্তই মঙ্গল; আপনি যাহার তত্ত্বাবধায়ক তাহার অমঙ্গলের বিষয় কি? আর এই যে সম্মুখোপস্থিত বিনীত বালকটীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এইটী আমার জীবন সদৃশ, নাম শত্রুন্তপ, ইহার জননী ইহাকে বাজিরাও কহিয়া থাকেন। এই পর্য্যন্ত অবগত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকুন। সময়ান্তরে সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিব। অথবা আপনি আপনা হইতেই জানিতে পারিবেন। এক্ষণে প্রার্থনা এই প্রাণাধিক শত্রুন্তপ এই রাজ-সংসারে পালিত হইয়া যাহাতে যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া বীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে, আপনি তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিবেন। আমি, আমার জীবনের জীবন ভাই বাজিরাওকে আপনার সুযোগ্য করে সমর্পণ করিলাম। নৃপতি কহিলেন গুরুদেব! আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে; শত্রুন্তপ তেমনি আমার অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিয়াছে। আমি যেন পূর্ব্বনষ্ট অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইলাম। এতদিনে আমার দেহ যেন, আত্মার সহিত সংযুক্ত হইল। আমি যেন অমৃতময় হ্রদে ও আনন্দময় সমুদ্রে

ডুবিতেছি। গুরুদেব! আজি আপনি আমাকে কি অপূর্ব্ব পদার্থই আনিয়া দিলেন। এই বলিয়া বালককে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন পার্শ্বে বসাইয়া ঐ সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। এই রূপে বহুক্ষণ গত হইলে শ্রীকণ্ঠস্বামী আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কালে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি নিয়ত কায়মনোবাক্যে আপনার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। ঈশ্বর আপনাকে সকল আপদ হইতে রক্ষা করুন। তোষামোদকগণ যেন আপনার পবিত্র প্রকৃতিকে বিকৃত করিতে সমর্থ না হয়। তাহারা যেন অন্যায় স্তব বাক্য দ্বারা আপনাকে প্রমত্ত করিয়া বিপদগ্রস্ত না করে। জগতে যত প্রকার মনুষ্য আছে তন্মধ্যে এই তোষামোদকগণই মনুষ্যাধম বলিয়া গণ্য: ইহারা পুরুষ হইয়াও কাপুরুষ, দ্বিপদ হইয়াও চতুষ্পদ; ইহারা আবাল্য পর বাক্যের অনুগমন করিতে শিক্ষা করিয়া এমন দুর্লভ মানব জীবনকে অসার করিয়া তুলে। 'যে আজ্ঞা, যাহা বলিয়াছেন তাহাই অকাট্য, এমন বিচার দেখিনাই, আপনার তুল্য ধার্ম্মিক জগতে অতি বিরল, আপনার তুল্য জিতেন্দ্রিয় কখন জন্মগ্রহণ করে নাই, আপনার সকল কার্য্যই অদ্ভুত, আপনিই বীর পুরুষ, আপনি চন্দ্র, আপনি সূর্য্য, আপনি ঈশ্বরের অবতার, আজ্ঞা হাঁ, এইই বটে, ঠিক বলিয়াছেন, ইত্যাদি বাক্য এই হতভাগ্য দিগের জীবনোপায় স্বরূপ। ইহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। দেহে মনুষ্যত্ব নাই। প্রার্থনা এই, এরূপ হতভাগ্যজনগণ দ্বারা যেন আপনি বেষ্টিত না থাকেন। যেন পষ্টবাদী, তেজস্বী, সুপণ্ডিত মহাপুরুষগণ আপনার সেবা করেন। অপর যে ব্যক্তি দান ধর্ম্মে বাধা প্রদান করে, কিম্বা করিতে দেয় না, অথবা দীনগণের কোন কষ্ট জানিতে দেয় না, কিম্বা তাহাদিগের কোন আবেদন শুনিতে দেয় না, অথবা শ্রবণ করায় না, কিম্বা তাহাদিগের আবেদন গোপন করে,

এরূপ কুলাঙ্গার অনভিজাতজারজপুত্র, যেন কর্ম্মচারী হইয়া আপনার সভাস্থল কলঙ্কিত না করে। অনেক ইতরের এরূপ স্বভাব আছে যে, দাতা দানকরেন আর তাহার হৃদয় ফাটিয়া যায়। সে মনে করে যেন তাহার পিতৃধন বিতরিত হইতেছে। যে রাজা এরূপ জঘন্য লোকের উপর ঐরূপ আবেদন গ্রহণান্তর শ্রবণ করাইবার ভারার্পণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই তদ্দ্বারা প্রতারিত হয়েন। যে ব্যক্তি এবম্ভূত কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় ও যশোলাভ করিতে দেয় না, সে পরম শত্রু; তাহাকে পবিত্র রাজসভা হইতে সর্ব্বাগ্রে দূর করাই কর্ত্তব্য। যে নরপতি অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া আবেদন পত্র সকল স্বয়ং পাঠ করেন, তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। তিনি প্রাতঃস্মরণীয়; রাজ কার্য্য স্বয়ং যত পর্য্যালোচনা করা যায় ততই প্রজার মঙ্গল; সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল যশ এবং ঈশ্বরের প্রীতি লাভ হটে। হে ধরাধিপ! আমি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি—আপনি স্বয়ং সমস্ত কার্য্যকরণে সুদক্ষ হউন। এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ—প্রস্থান করিলেন।

জয়ন্তদেব প্রধান প্রধান বীরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক: বাজিকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়া যুদ্ধাগারে (আখ্ড়ায়) পাঠাইয়া দিলেন। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শয়ন ভোজন ভ্রমণের যথাবিহিত ব্যবস্থা করণান্তে কয়েকটী কার্য্যকুশলভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বাজিরাও তথায় থাকিয়া মনের উৎসাহে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ জয়ন্তদেব বাজিকে এমনই পবিত্র স্নেহ চক্ষে দেখিয়া ছিলেন যে, যখন সময় পাইতেন তখনই তাঁহাকে দেখিতে যাই-তেন। দুই এক দিন দেখিতে না পাইলে বোধ করিতেন যেন কত যুগপরিমিত সময়ই শত্রুন্তপের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ক্রমে ক্রমে বাজিরাও পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করতঃ এমনই সুশিক্ষিত

হইলেন যে, শিক্ষকগণও তাঁহাকে দেখিয়া ভয় করিয়া চলিতে লাগিলেন। কি মল্লযুদ্ধ, কি ধনুর্বিদ্যা, কি অশ্বচালনায়, কি খড়্গ বিদ্যায়, কি বন্দুক প্রহারে, কি কামান নিঃক্ষেপে, সকল কার্য্যেই সুদক্ষ হইলেন। তৎকালে তাঁহার দ্বিতীয় বীরপুরুষ ছিলেন না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

পাঠক! আমি একবার পূর্ণ যৌবনে পরিশোভিত মহাবীর বাজিরাওয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সাহসাদির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে বাসনা করি, সম্প্রতি একবার স্থির হইয়া বাজির বীরোচিত শরীর চিত্র-পটে চিত্রিত করুন। আর সে শৈশবোচিত শরীর, সে কান্তি, সে স্বভাব, সে কার্য্য কিছুই নাই। তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রশস্ত ললাট দেশ; আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, সুসংযোজিত ভ্রূযুগল; সুসঙ্গত সুগঠিত উন্নত নাসিকা; মনোহর কর্ণ; অনিন্দিত অধরোষ্ঠ; সুদৃঢ় মুক্তাকলাপীকৃতদন্ত পংক্তি; নববিকশিত-নলিনী-দলস্থ-অলি-মালার ন্যায় মনোহারিণী গোঁপের রেখা, সুঘটিতকণ্ঠ, জয়লক্ষ্মীরক্রীড়া ভূমির ন্যায় পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য বিশালায়তন বক্ষ; বজ্রসারময় আজানু লম্বিত বাহু যুগল; মূর্ত্তিমতী কঠিনতা কোমলতা এবং সারবত্বার সমষ্টি স্বরূপ যুগবৎ জানুযুগল দর্শন করিয়া একবার নয়ন-যুগলের সার্থকতা সম্পাদন করুন। আর একত্রে বিভিন্নগুণ সমুদায়ের সঙ্কলন দেখিয়া আশ্চর্য্য হউন। সহসা শান্তিময়ীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্তঃকরণ,আনন্দনীরে অবগাহন করে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিলে মনোমধ্যে প্রভূত ভয়ের সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ এরূপ মধুর অথচ ভীষণাবয়ব কখন দৃষ্টি করা যায় নাই। মুখ-মণ্ডল উৎসাহে পরিপূর্ণ, ভীষণতার আশ্রয়; কঠোরতার আবাসভূমি; কোমলতার জন্মস্থান; এবং কাঠিন্যের এক মাত্র অবলম্বন; অন্তঃ-করণে যেন দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, নম্রতা, নির্দ্দয়তা, ভীষণতা, উদ্ধততা,

প্রচণ্ডতা, মূর্ত্তিমতী হইয়া বাস করিতেছে। প্রকৃতি, মত্ততায় পরিপূর্ণ; অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন, অথচ বিনয়ে পরিশোভিত। সর্ব্বদা বীররসেই মত্ত; বীরচরিত গানেই আসক্ত, এবং বীরকার্য্যেই একান্ত নিরত। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে আলস্য নাই, কষ্টে কষ্টবোধ নাই, বিপদ্‌ভয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই, সকলকেই সমান রূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। মহারাজ জয়ন্তদেব প্রাণাধিক বাজিরাওকে, মদমত্ত কেশরীর ন্যায় অবলোকন করিয়া বাসনাতীত প্রীতি-লাভ করতঃ সমভিব্যাহারে লইয়া বাস-ভবনাভিমুখে আগমন করিলেন। ইতঃ পূর্ব্বেও, বাজিরাও দুই একবার রাজ-ভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাজিরাও মনের সুখে নৃপ-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শত্রুন্তপ মহারাজকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, গুরুর ন্যায় পূজা করিতেন, সিংহের ন্যায় ভয় করিতেন,এবং জিজে প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় অবিচারিত মনে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। নরপতি, ক্রমেই তাঁহাকে অন্তঃপুরে গমনাগমনের আজ্ঞা দিলেন। শত্রুন্তপও আবশ্যকমত গতায়াত করিতে লাগিলেন।

বাজিরাও; রাজবাটীর মধ্যে অন্তঃপুরের নিকটস্থ এক গৃহে শয়ন করিয়া থকিতেন। তথায় আবশ্যক মত পূর্ণ যৌবনা নগবালা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। বাজিরাও তাঁহাকে অপ্রমেয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন, তারাবাইও বাজি-রাওকে স্নেহচক্ষে সোদরের ন্যায় দর্শন করিতেন। তারাবাই যে মাতৃপালিতানগবালা, আর বাজিরাও যে জননী-উমাকালীর হৃদয়ধন, ইহা যদিও তাঁহারা পরস্পরে জানিতে পারেন নাই তথাচ স্নেহের নিকট কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁহারা উভয়ে যুবক যুবতী হইলেও একত্র বসিয়া নির্ম্মল আমোদ উপভোগ করিতেন। এক দিন শত্রুন্তপ অন্তঃপুর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময়ে এলোকেশীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; জানিনা কি

নিমিত্ত উভয়েই স্থির হইলেন; চারি চক্ষে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। দুই মনে অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল, সুধা-সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন; শরীর পুলকিত হইল, লোচন চতুষ্টয়ে জল আসিল; এলোকেশী এক অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিতে করিতে সহসা অগ্রসর হইয়া বামহস্ত, বাজিরাওয়ের মস্তকে দিয়া, দক্ষিণ করাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা চিবুকধারণ করিয়া, বারত্রয় মুখ চুম্বন করতঃ কহিলেন, শত্রুন্তপ! আমি এক অপূর্ব্ব অভাগ্যবতী রমণী; আমার যে, কেহ আছেন এমন বোধ হয় না। অদ্যাবধি তুমি আমার পুত্র হইলে। শত্রুন্তপ কহিলেন, মহাভাগে! আমি অতি অধন্য অভাগ্যবান্, আমার পিতা প্রভৃতি পরিজন কেহ আছেন কি না, তাহা আমি জানিনা আমার একমাত্র দুঃখিনী জননী আছেন; কিন্তু আমি তাঁহার পরিচয় কিছুই জানি না, তাঁহার সহিত আপনার অনেকাংশে ঐক্য হয়; অদ্যাবধি আপনি আমার জননী হইলেন। তদবধি বাজিরাও, তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে এবং এলোকেশী পুত্রসম্বোধনে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই বিবরণ অন্তঃপুরচারিণী বনিতাবর্গেই অবগত হইল। সকলেই বাজিরাওয়ের নম্রতা, সুশীলতা ও ভদ্রতা গুণের পক্ষপাতিনী হইল। স্বয়ং মহারাণী তাঁহাকে পবিত্র স্নেহচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এই রূপে তথায় কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

বালাজি বিশ্বনাথ।

আমাদের বালাজি বিশ্বনাথ, যখন প্রিয়তমা উমাকালীর শোকে, উন্মত্তবৎ হইয়া মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করেন, তখন শিবজি গতাসু হইয়াছেন। বালাজি বহু দিনের পর প্রকৃতিস্থ হইয়া, রুদ্রজির অনুগ্রহে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য লাভ করিয়া, পূর্ব্ব শত্রু চণ্ডশেখরের দমনার্থ পূর্ব্বোক্ত স্থানে প্রস্থান করিলেন। বালাজি আসিবার পূর্ব্বেই, চন্দ্রকেতু, তাঁহাদের বিনাশসাধন ও স্থান

ভ্রংশন করিয়া, সুবোধপুরে গমন করিয়াছে। সুতরাং বালাজি তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের কোন উদ্দেশ না পাইয়া, ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করতঃ নৈরাশ ম্লান হৃদয়ে অনুচরগণকে বিদায় দিয়া, আপনি অশ্বারোহণে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে বান্ধব-পত্নী এলোকেশীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইলেন না। একদিবস ভ্রমণ করিতে করিতে প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষ মূলে অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক, তৎকাণ্ডে পৃষ্ঠ দেশ প্রদান করিয়া, নিদ্রিত হইয়াছিলেন। নিদ্রান্তে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখেন, সম্মুখে কাশ্মীরবাসী পিতৃভৃত্য ধনকেতু নিস্তব্ধে যোড়করে দণ্ডায়মান; দেখিয়া আনন্দের সীমা রহি না। মধুর স্বরে কহিলেন প্রিয়তম ধনকেতু! কাশ্মীরবাসী গুরুজন সকলে এবং হৃদয়েকবন্ধু প্রিয়তমমাধব কুশলে আছেন? এই বলিয়া বাহুযুগলে বন্ধন করতঃ আলিঙ্গন করিলেন! ধনকেতু আর স্থির থাকিতে পারিল না। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কাশ্মীরের যুদ্ধ বিবরণ অদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিল প্রভো! আমি তৎকালে জম্বুগড়ে অবস্থান করিতেছিলাম, পলাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি। আর মাধব জীবিত আছেন এই মাত্র শুনিয়াছি কিন্তু কোন উদ্দেশ নাই।

অকস্মাৎ বজ্রপাতসদৃশ বচনাবলি শ্রবণ করিয়া বালাজি বিসংজ্ঞ হইলেন। ধনকেতু বহুযত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিল। বালাজি চেতনা পাইয়া হা সরল হৃদয়পিতৃদেব! হা পরোপকারিন্ মাধব জনক! আপনারা এ হতভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন। আপনাদিগের অদর্শনে আমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব। জীবনাধিক! হৃদয় রত্ন! অকারণবন্ধোমাধব! তুমি কি জীবিত আছ? না এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া পর-লোকে গমন করিয়াছ? আর কি আমি তোমার মনোমোহিনীমূর্ত্তির

দর্শন পাইব না? আজি আমার দেহ শূন্য, জীবন শূন্য ও সংসার শূন্য ময় হইল, প্রিয়ে উমাকালি! একবার আসিয়া শ্রবণকর, ধনকেতু কি ঘোরতর বিপদ্‌সংবাদ প্রদান করিতেছে। এতচ্ছ্রবণে ধনকেতু কহিল স্বামিন্ আপনি এ-কি ভয়ানক হৃদয় বিদারক বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন? আমার জননী কোথায়? বালাজি আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলে, ধনকেতু উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইয়া গেল। তদনন্তর বালাজি কহিলেন, ধনকেতু! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর কেন, রোদনে ক্ষান্ত হও। আমি এই ভগবান্ ভাস্করকে সাক্ষ্য রাখিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি দুরাত্মা আরংজেবের বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করিলাম। আমি জীবিত থাকিতে আর সে-পাপী, নিষ্কণ্টকে ও নিরুদ্বেগে রাজ্যসুখ-সম্ভোগ করিতে পারিবে না। এস আমরা এক্ষণে মহারাষ্ট্র প্রদেশে গমন করি; এই বলিয়া ভৃত্য সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে রাজ সংসারে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কালে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বহুল অশ্বসেনার অধিনায়ক হইয়া উচ্চপদে আরোহণ করিলেন, অনন্তর বালাজি বিশ্বনাথ, প্রভূত শৌর্য্য সহকারে যুদ্ধ পরম্পরায় জয় লাভ করতঃ আরংজেবের সর্ব্বনাশ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সমগ্র উত্তর ভাগ লুট করিলেন এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে চৌথ আদায় করিতে লাগিলেন। তৎপরেই সম্রাট সংবাদ পাইলেন, রাজপুতেরা যুদ্ধে জয়লাভকরতঃ তাঁহার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া মুসলমানদিগের উপর হৃদয় বিদারক অত্যাচার পরম্পরা সম্পন্ন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব কৃত অত্যাচারের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে। আরও জয়ন্তদেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহার রাজ্য উৎসন্ন করিবেন। অপমানের উপর অপমান, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এ অবস্থাতেও বালাজি তাঁহার সেনা

দিগকে লণ্ড ভণ্ড করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। সম্রাট আরংজেব এই সকল সংবাদে মৃতবৎ হইয়া এক প্রকার রাজ্যের সহিত জীবনাশা ত্যাগ করিলেন।

বাজিরাও।

এক দিন বাজিরাও কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজান্তঃপুরে গমন করিতে করিতে যেমন উর্দ্ধ দিকে নয়ন নিঃক্ষেপ করিলেন অমনি এক প্রভাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্থির হইলেন। আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অন্তঃকরণ এক অভূতপূর্ব্ব ভাব পরম্পরায় বিমোহিত হইতে লাগিল। যে সুখ কখন স্বপ্নেও ভোগ করেন নাই, তাহাই আজি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রভাময়ীমূর্ত্তিও স্থির হইয়া বাজির বিমোহন রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। চারিচক্ষু একত্রিত হইল! আজি উভয়ের অপূর্ব্ব অবস্থা!! পরস্পরের নিকট কেহই সাবধান হইতে পারিলেন না। যাহার যাহা প্রিয়বস্তু ছিল তাহা উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে অলক্ষিত ভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চুরীকরা স্বভাব না হইলেও আজি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিলেন। প্রভাময়ীমূর্ত্তি-রমণী; অপূর্ণাযুবতী, সুন্দরীকুল-গর্ব্বহারিণী; কিয়ৎক্ষণ পরে বাজিরাও কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণপূর্ব্বক কি ভাবিতে ভাবিতে স্বকার্য্য সাধনে গমন করিলেন! মূর্ত্তিও অকূল হৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাজিরাও প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া,নিজগৃহে বসিয়া সেইমূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন। চাহিয়া থাকিলে মূর্ত্তি দর্শনের ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন। দেহ স্থির, সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রেমময়ীমূর্ত্তি মনের সুখে দর্শন করিতে লাগিলেন। আরও মনে মনে স্থির করিলেন যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে এই রমণীই আমার হৃদয়েশ্বরী হইবেন, প্রতিজ্ঞা এই, দেহে প্রাণ থাকিতে অন্য কামিনীর পাণি গ্রহণ করিব না। আমার মন এই রমণীর জন্য যেমন

হইয়াছে, তেমনই কি এই রমণীরও মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে? সত্যাসত্য কেমন করিয়া জানি; আর কি আমি এমূর্ত্তির দর্শন পাইব না? পাইব বৈ কি; রমণীও ত আদ্যোপান্ত আমার মুখ পানে চাহিয়া ছিলেন। তিনি কথা না কহিলেও তাঁহার চক্ষু আমার কত কথা জানাইল। এই রূপে মনোমধ্যে কত কথার আন্দোলন করিতেছেন এমন সময় নগবালা তথায় উপস্থিত হইয়া আদর করিয়া কহিতে লাগিলেন, দাদা বাবু! এই আপনার জল খাবার আনিয়াছি আহার করুন। দুই তিনবার এই কথা কহিলেন। তথাচ কোন উত্তর না পাইয়া সত্বর সম্মুখে গিয়া মধুর স্বরে আহ্বান করিলেন। বাজির চমক হইল। বদন তুলিয়া দেখেন সম্মুখে নগবালা; অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন কে-ও; দিদী আসিয়াছ? এস, চতুরা নগবালা জিজ্ঞাসা করিলেন এত গভীর চিন্তা কিসের? আমি আপনাকে কখন ত এরূপ চিন্তিত দেখি নাই। বাজিরাও কহিলেন ভগিনি! আমি চিন্তিত ছিলাম সত্য; চিন্তার কারণ, আছে। এ-চিন্তা হয় আমার দাবানল, নয় শারদচন্দ্রিকা; নাগবালা কহিলেন চিন্তার অবলম্বন কি, আমি কি শুনিতে পাইব না? বাজিরাও কহিলেন, না; পাইবে না, না তাও না, এক দিন পাইবে, ভাল দিনেই হউক আর মন্দ দিনেই হউক, এক দিন পাইবে, আজি-না; নগবালা কহিলেন আপনার এ চিন্তার কারণ কতক্ষণে ঘটিয়াছে? বাজি কহিলেন তোমার হিসাবে চারিদণ্ড, কিন্তু আমার হিসাবে চারি যুগ; নগবালা আর কোন উত্তর করিলেন না। সত্বর কার্য্য সারিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ-দিকে সেই নবীন ললনা বাজির মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, ইহাঁর নামই বাজিরাও হইবে; শুনিয়াছি ইনিই অন্তঃপুর পার্শ্বে বাস করেন। অন্তঃপুরে আসিতে পিতার অন্য কাহাকে অনুমতি নাই। আহা কি রূপ শোভা! কি সৌম্যমূর্ত্তি!

কি বীর প্রকৃতি! যদি বিবাহ করিতে হয় তবে আমি ইহাঁকে বিবাহ করিব; মায়ের পায়ে ধরিয়া পিতাকে জানাইয়া ইহাঁকে বর মাল্য প্রদান করিব। যদি আমার অসংখ্য চক্ষু হইত, তবে দেখিয়া খেদ মিটিত, নয়ন পরিতৃপ্ত হইল না। দেখিবার জন্য বার বার্ কতবার্ যাইলাম, আর ত দেখা পাইলাম না! আমার উপায় কি হইবে? আবার যে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই রূপ চিন্তা করিতেছেন আর চারি দিকে চাহিতেছেন, এমন সময়ে তথায় নগবালা উপস্থিত হইয়া কহিল রাজপুত্রি হেমাঙ্গি! তুমি তখন যে যুবাকে দর্শন করিতেছিলে, তাঁহার কি নাম, জান কি? হেমাঙ্গী—কিমন্ না, নবলিয়া কহিলেন আমি কোন যুবককে ত অন্তঃপুরে দেখি নাই। নাগবালা কহিলেন আমি কি অন্তঃপুরের কথা উল্লেখ করিয়াছি—ঠাকুর ঘরে কে? না আমি—খাইনি। তবে তুমি অন্তঃপুরেই কোন যুবককে দর্শন করিয়াছ। হেমঙ্গী কহিলেন. না; কিন্তু তাঁহার চক্ষু কহিল হাঁ; চতুরা নগবালা এক প্রকার কিছু কিছু বুঝিয়া লইলেন। পরে আর কোন কথার উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া ক্ষণ কাল পরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু চোর ধরিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্কে থাকিলেন। এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চোরে, রত্ন-ভাণ্ডার জানিতে পারিলে সে স্থান কখন ভোলেনা। পুনঃ পুনঃ তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে। এই নবীন দম্পতীর তাহাই ঘটিল। যে স্থানে পরস্পরে পরম রত্ন দর্শন করিয়াছেন, সেই স্থান তাঁহাদের ভাল লাগিতে লাগিল। এক দিন বাজি নিমন্তল দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিতে করিতে যেমন উপরি তলের অলিন্দে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন অমনি তাঁহার মানসরাজহংসীকে দেখিতে পাইয়া স্থির হইলেন এবার নবীন-যুবক আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। বাজিরাও হস্ত বস্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া নবীনার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে।

হৃদয়ে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়া প্রিয়তমাকে বাসভবন দেখাইয়া দিলেন। নবীনাও অলিন্দ হইতে নিজ হৃদয়স্থ রত্নহার উন্মোচনপূর্ব্বক এমনই সাবধানে নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহা রীত্যনুসারে বাজিরাও-য়ের গলদেশে আসিয়া পড়িল। নবীনদম্পতী এবার আর নগবালাকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। অন্তরাল হইতে নগবালা সকল দেখিয়া আনন্দে বিহ্বলা হইলেন। মনে মনে যাহার সংঘটন কামনা করিতে ছিলেন, তাহাই হইতেছে দেখিয়া আনন্দময় সমুদ্রে ভাসিলেন। পাছে আপাততঃ এই ঘটনা অন্যে কেহ জানিতে পারে, এইজন্য নগবালা সত্বর বাজিরাওয়ের [illegible] হইয়া কহিলেন দাদাবাবু! কোথায় যাইতেছেন? গলায় এ-কি? এ-যে বহু মূল্য রত্নহার দেখিতেছি, গৃহে একাকী থাকেন, সাবধানে রাখিবেন যেন কেহ এ হারের সন্ধান নাপায়। এই বলিয়া বিদ্যুদ্বৎ প্রস্থান করিলেন। বাজিরাও অপ্রতিভ হইয়া নিজভবনে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নগবালার স্বপ্ন বিবরণ।

এক দিন হেমাঙ্গী বাজিরাওয়ের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিতান্ত কাতর হওত নিজভবন হইতে উত্থিত হইয়া নগবালার বাসভবনে গমন করিলেন। তথায় আগমন করিয়া দেখেন, নগবালা ধরাসনে উপবেশন করিয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক গুরুতর দুঃখে নিমগ্ন হইয়া রোদন করিতেছেন। দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। নিজচক্ষে জল রাখিতে পারিলেন না। বাহুবল্লী দ্বারা গলদেশবেষ্টনকরিয়া আননে আনন অর্পণা পূর্ব্বক প্রেম পূর্ণ-মধুর-বচনে কহিতে লাগিলেন, সখি! আমি কখন তোমার চক্ষে এরূপ জলধারা দেখি নাই। কি কারণে তুমি এরূপ ব্যাকুল হইয়াছ, বলিয়া জীবন রক্ষা কর। আমার জীবন দিলেও যদি

ইহার প্রতিকার বা উপকার হয়, তাহতেও আমি প্রস্তুত আছি। তোমায় কে কি বলিয়াছে বল। তোমার একষ্ট আমার সহ্য হয় না। আমি তোমাকে ভিন্ন অন্যকাহাকেও জানি না। আমি তোমার যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছি। আমার মনের কথা তুমি সকলই জান। তবে তুমি তোমার মনের কথা আমাকে বলিবে না কেন? অবশ্যই বলিতে হইবে। কি হইয়াছে শীঘ্র বল। আমার মাথা খাও আর বিলম্ব করিও না।

নগবালা হেমাঙ্গীর কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে আদরে কোলে বসাইয়া কহিতে লাগিলেন ভগিনি! আমার এ দুঃখের কথা শুনিয়া তুমি আরও দুঃখিত হইবে। আমার মনের কষ্ট বিধাতা ভিন্ন অন্য কেহ নিবারণে পারগ নহেন। হেমাঙ্গি! তুমি ক্ষান্ত হও। আমি উষ্ণ জলে নবমল্লিকা সেচন করিতে পারিব না। হেমাঙ্গী কহিলেন, আমায় বলিবে না? আমায় তুমি বলিবে না? তবে আমি আর তোমার ঘরে আসিব না। হেমাঙ্গী এই জন্মশোধ চলিল, এই বলিয়া উত্থিত হইবার উপক্রম করিলে নগবালা কহিতে লাগিলেন প্রাণাধিকে! তবে শোন——এহতভাগিনী গত শর্ব্বরীতে স্বপ্ন যোগে যে অদ্ভুত আনন্দ জনক ব্যাপার দর্শন করিয়াছে তাহা শ্রবণ কর। আমার স্বামী যেন জীবিত আছেন। আমি যেন তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে তাঁহার ভবনে নীতা হইয়া কর্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। কিছু দিন সুখভোগের পর তিনি আমার পরিবারগণের ভরণপোষণের ভার দিয়া কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিয়াছেন। আমি বহু দিন তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া আর বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দর্শনদিতে সংবাদ দিয়াছি। তিনি যেন সেই সংবাদ প্রাপ্তে কাতর হইয়া অকস্মাৎ আমার ভবনে আগমন পূর্ব্বক আমাকে এই বলিয়া আহ্বান করিতেছেন।

অয়ি প্রাণ প্রণয়িনি! পরাণ সমান!
হেরিয়া তোমার দশা কাঁদিছে পরাণ॥
হা বিধাতঃ এ-কি দশা করি দরশন!!।
যা-ঘটেছে মম ভাগ্যে ইহারো তেমন॥
মুখ তোল প্রণয়িনি! পরাণ পুতলি।
শশী-মুখ হেরি মন হউক কুশলী॥
তব সম বিদেশেতে বিচ্ছেদ-বিকারে।
যে যাতনা পাইয়াছি কহিলো তোমারে॥
এক দুই তিন চারি করি যত দিন-
গত হয়, তত হই বিচ্ছেদে মলিন॥
দিন দিন ক্ষীণ বপু হীন বুদ্ধিবল।
বিচ্ছেদ-বিকারে প্রাণ ক্রমশঃ বিকল॥
তব অদর্শন-কফে শরীর ঘেরিল।
ধ্যান রূপ মোহ রোগ আসিয়া জুটিল॥
আলাপ তোমার নাম প্রলাপ কেবল।
মিলন-বাসনা-তৃষ্ণা ক্রমশঃ প্রবল॥
বিদেশ-অরুচি রুচি কিছুতে না হয়।
স্বপ্ন-সহবাস-সুখে দেহ স্তব্ধ রয়॥
স্বপদে সুহৃদ্ যারা ছিললো আমার।
বিচ্ছেদ-বিকারে দেখি বিষম আকার॥
সুহৃদ্ মদনে দেখি যমবেশধারী।
চিত্রগুপ্ত রূপে মধু অনুগামী তারি॥

প্রমত্ত ভ্রমর কুল, দূত বেশ ধরি।
গুন্ গুন্ গুণ ছাড়ি হুহুঙ্কার করি॥
দেখায় বিষম ভয় প্রাণ কাঁপে ডরে।
রসাল মুকুল রূপ পাশ তার করে॥
কুহু কুহু কুহু রবে যে মোহিত প্রাণ।
তার রব লাগে যম দণ্ডের সমান॥
কে দিল অনিলে নাম "জগত পরাণ"।
দিবানিশি দহে দেহ অনল সমান॥
সুধা করে সুধাকরে একথা কে বলে।
কেবল বিষের বৃষ্টি হয় ধরাতলে॥
প্রভাত প্রদোষ সূর্য্যে কেবলে রমণ।
জ্ঞান হয় প্রকৃতির রক্তিম লোচন॥
প্রকৃতি। কুন্দকলি-দসন বিকাশি হাসি হাসি।
বিকচ-কমল-মুখ আভা তমোনাশি॥
কমল কোরক- কুচ যুগে সুশোভনা।
শ্রেণি বদ্ধ-অলিপংক্তি-কজ্জলনয়না॥
পল্লব অধর আর কাকলি-নিস্বনে।
তিরস্কার করিত লো সরস বচনে॥
শুন হে নবীন যুবা আমার বচন।
লক্ষ্মী ছাড়ি লক্ষ্মী ছাড়া কিসের কারণ-
হওবল ; গৃহে যাও প্রিয়তমা পাশে।
কমলা কটাক্ষ বিনা ধন কভু আসে?

ধন লাগি বিদেশেতে করি আগমন।
বিরহ-বিকারে কেন হারাবে জীবন॥
দীনা হীনা ক্ষীণা বালা মলিন বসনা।
মুদিত-কমল-মুখী হরিণ-নয়না॥
দেখ-গে ভবনে গিয়া সরলা কামিনী।
বিরহ—বিকারে বালা হ'য়ে উন্মাদিনী॥
চেয়ে আছে আসাপথ তোমার পামর।
ধন আশে সেধনীরে নাকর আদর!॥
পতির বিরহে সেই নবীনা রমণী।
ক্ষণেক শয্যার পরে ক্ষণেক ধরণী॥
ক্ষণেক সখীর কোলে ক্ষণেক বিরলে।
ক্ষণে দোলা আরোহণে আলিঙ্গন ছলে॥
স্বপ্ন-ভব-সহবাস-সুখ-লাভ-তরে।
ক্ষণে কাক নিদ্রা যায় অতি যত্ন ভরে॥
ক্ষণেক তোমার সহ অসত্য আলাপ।
ক্ষণেক তোমার তত্ত্ব দেখিয়া প্রলাপ॥
ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাঁদি হ'য়ে উন্মাদিনী।
এরূপে যাপিছে বালা দিবস যামিনী॥
গৃহে যাও ওহে যুবা বিলম্বে কি ফল।
পতি গতা সতী প্রাণ হ'য়েছে বিকল॥
বিরহ-সমুদ্রে তার ভাবনা-তরঙ্গ।
লোভ-মোহ, মকর-কুম্ভীরে করে রঙ্গ॥

জীবন-তরণী পরে সতীত্ব কামিনী।
একাকিনী সেধনী তাহাতে আরোহিণী॥
হুতাশ বাতাস বহে হুহু হুহু রবে।
বিঘূর্ণিতা সে-তরণী কতক্ষণ রবে॥
বিষাদ-বারিদ-দল হৃদয়-আকাশে।
অনুক্ষণ আপনার প্রভাব প্রকাশে॥
নিরাশা-চপলা তার অমঙ্গল-জল।
বৃষ্টির আধিক্যে তরী করে টল্ মল্॥
এক মাত্র হও তুমি তার কর্ণ ধার।
এ-সময়ে কামিনীরে কর গিয়া পার॥
তুমি গেলে সে-ধনী স্বকরে চাঁদ পাবে।
একে বারে সবশত্রু রসাতলে যাবে॥
নারী বধ পাপে যদি থাকে তব ভয়।
গৃহে তার গিয়া তুমি হওহে উদয়॥
নিদাঘে তাপিতা লতা বরষার জলে,
দিনে দিনে সুশোভিতা হয় ফুল ফলে।
আবিল সলিলে ভাসি দিবস যামিনী,
শরতে প্রফুল্লমুখী হয় কমলিনী।
মন দিয়া শুন যুবা আমার বচন,
সে-রমণী, শিরোমণি রমণী-রতন।
প্রশ্নঃ ক'রে যেন তার মনোগত ভাব,
পবিত্র সে বটে কিনা কেমন স্বভাব।

কাহারে রমণী বলি, কিবা তার ধর্ম্ম,
রূপ গুণ কিবা তার কিবা হয় কর্ম্ম।
সংসারের সার তার কোন্ জন হয়,
অলঙ্কার কিবা তার; হৃদে কেবা রয়।
কর্ণাদি ইন্দ্রিয় তার মুগ্ধ কোন্ রসে।
অনুক্ষণ সে-রমণী থাকে কার বশে॥
বিলাস ভবনে তার কিবা প্রয়োজন।
বেশ ভুষা সে রমণী করে কি কারণ॥
ইত্যাদি করিয়া প্রশ্নঃ সে-ধনী সদনে।
রমণী রতন কি না জেনো মনে মনে॥
প্রিয়তমা-সহবাসে বিকারে এড়াবে।
সতী পাবে সুখ আর নিজে সুখ পাবে॥
প্রকৃতির প্রিয় বাক্যে জ্ঞানের উদয়।
প্রাণাধিকে! প্রিয় প্রতি হওলো সদয়॥
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদ বান্ধব।
কমলা বিহনে যথা মুরারি মাধব॥
উমা বিনা উমাপতি, সীতা বিনা রাম।
সতী রতি বিনা যথা রতি পতি কাম॥
কদাচন এ-ক জন নহে সুশোভন।
তুমি বিনা সেই মত আমার জীবন॥
সুখে ত আছ-লো কান্তে! কমল-নয়নে!।
সহজ-সরলে বালে অবলে শোভনে!॥

অনাময় দানে প্রিয়ে ! দাসে সুখী কর।
ভয় কি এসেছি এই তোমার গোচর ॥
কণ্ঠ-দেশ বদ্ধ করি দিয়া বাহু-লতা।
আননে আনন অর্পি কহ প্রেম কথা ॥
তুমি মম জপ তপ তুমি মম ধ্যান।
তুমি মম সুখ দাত্রী তুমি মম জ্ঞান ॥
প্রাণের প্রেয়সি প্রিয়ে ! তুমি প্রিয়তমা।
নয়নে না হেরি ধনি ! দু-টী তব সমা ॥
হৃদয়-সরসে মম তুমি কমলিনী।
বিকশিতা হ'য়ে আছ দিবস যামিনী ॥
সুখ-সূর্য্য সদা স্নেহ-কর বিতরণে।
রাখিয়াছে অবিকৃত জীবন-জীবনে ॥
সতীত্ব-সৌরভে মত্ত মন-মধুকর।
গুন্ গুনে তব গুণ গায় নিরন্তর ॥
ধর্ম্মরূপ পক্ষমানিলে করিয়া ব্যজন।
ঝঙ্কার দিতেছে সুখে আনন্দে মগন ॥
তোমারে কি ভুলিবারে পারি ওলো সতি !
চকোরী বিহনে কোথা চকোরের গতি ?
দিনমণি করে যথা হাসে কমলিনী।
কমল আননে তথা হাস প্রণয়িনী ॥
বিনাইয়া বেঁধে দিই বিনোদ কবরী।
চরণে অলক্ত-রসক'রে কারুকরী ॥

যেখানে যা সাজে দিয়া সাজাই তোমারে।
ফুল সাজে যথা কাম সাজায় প্রিয়ারে ॥
হেম কমলিনী কেন প'ড়ে ধরাসনে।
শোয়াইয়া দেই এস হৃদয়-শয়নে ॥
তবমুখ-চন্দ্র, মম বদন-চকোর।
সুধাপানে হোক্ প্রিয়ে! আনন্দে বিভোর ॥
অয়ি শশীমুখিধনি ! আনন্দ দায়িনি !
প্রাণ সমে ! হৃদয়-সরস সরোজিনি !
তোমার গুণের গুণে বাঁধা সদা আমি।
লতা যথা ঘেরে ঘুরে বাঁধে তরু স্বামী ॥
আলো যথা আলোকরে জনগণ ঘর।
তথা আলো ক'রে আছ আমার অন্তর ॥
শক্তি বিনা শিব যথা জ্ঞান হীন হয়।
তোমার বিচ্ছেদে তথা মোর জ্ঞানলয় ॥
পতি রতা গুণ যুতা রমণী যাহার।
ইহলোকে স্বর্গসুখ হয় নাকি তার ?
পতি সোহাগিনী বালা বলিব কি আর।
সতত নয়নে হেরি বদন তোমার ॥
হাব ভাব রঙ্গ ভঙ্গ কটাক্ষ সন্ধান।
মধু-মাখা-মৃদু-কথা হরিয়াছে প্রাণ ॥
হ'রেছে যে-মন, হাস্যমুখী প্রিয়তমা।
হরিতে কি আর তাহা পারে লো চন্দ্রমা ? ॥

যে-না দেখিয়াছে প্রিয়া কটাক্ষ সন্ধান।
করুক প্রশংসা সে-লো অনঙ্গের বাণ ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা যদি দেখে একবার।
তবে কি চাপের গর্ব্ব করে আর মার ॥
প্রিয়া-মুখে আঁখি যুগ দেখিয়াছে যেই।
পদ্মাসীন ভৃঙ্গযুগে প্রশংসে না সেই ॥
প্রিয়ামুখ-চন্দ্র ; স্বামী-বদন-চকোর।
যদি সুধা পিয়ে থাকে হ'য়েছে বিভোর ॥
সুধায় তাহার ক্ষুধা আর নাহি হয়।
এ-সুধার কাছে তাহা সুধাই যে নয় ॥
বহু পুণ্য প্রিয়তমে ! আমার আছিল।
সে-হেতু সদয় বিধি তোমা মিলাইল ॥
আমি। স্বামী দরশনে হ'য়ে আনন্দে মগন।
অভিমানে এই মত বলিনু বচন ॥

কাহার বচন, শুনরে শ্রবণ,
কে করে স্মরণ, রমণী ব'লে।
বুঝি পতিধন, রাখিতে জীবন,
এলরে ভবন, বিধির বলে ॥১॥
হেন শুভক্ষণ, হইতে মদন,
দে-বে কি কখন, মনে না হয়।
সে-যে দগ্ধকায়, দহিবারে চায়,
দোষ পায়ে পায়, বাছিয়া লয় ॥২॥

অরে রে নয়ন! কর দরশন,
রমণী-রমণ, এলরে ঘরে।
যাহার কারণ, কর অনুক্ষণ,
পথনিরীক্ষণ, প্রণয় ভরে ॥৩॥
অরে রে পরাণ! এল তব প্রাণ,
রাখরে সম্মান, যেমন বিধি।
যাহার লাগিয়া, থাকিয়া থাকিয়া,
উঠরে বলিয়া, হৃদয়নিধি!! ॥৪॥
তোমার যাতনা, তাহারে কহনা,
বিলম্ব ক'রোনা, চলরে চল।
যে ধন বিহনে, বিজন ভবনে,
বসি ধরাসনে, ফেল-গো-জল ॥৫॥
নিপট নিদয়, হইয়া সদয়,
এলে কি নিলয়, মনে না লয়।
ত্যাজ্য কমলিনী, বিরহে মলিনী,
মানস হারিণী, কভু কি হয়? ৬॥
আমি অভাগিনী; পতি-বিরহিণী,
দিবস যামিনী, আঁখির নীরে।
ভাসি নিরন্তর, মনে মনান্তর,
প্রাণে প্রাণান্তর, তোমারি কিরে ৭॥
কুহু কুহু স্বরে, প্রাণ কাঁপে ডরে,
হানে পঞ্চস্বরে, দারুণ বাণ।

অলি গুন্ গুনে, পোড়ায় আগুনে,
নিষেধ না শুনে, কাড়ে যে প্রাণ ॥৮॥
বলিব কি আর, মার দুরাচার,
স্ত্রীবধে তাহার, আছে কি লাজ।
সেজন কুজন, নহে যে সুজন,
অঘটে ঘটন, যাহার কাজ ॥৯॥
মোরে শত্রুদলে, ফেলে গেলে চ'লে,
তারাপদে দলে, দুখ না ভাব।
ওহেপ্রাণ পতি, রাখিতে যুবতী,
নাকর যুকতি, এ-কি স্বভাব! ।১০॥
বিচ্ছেদ বেদনা তাহে কি যাতনা
তুমি তা জাননা পুরুষ অলি।
দুখ কেন চাবে, যথা মধু পাবে,
সেই স্থানে যাবে, আনন্দে চলি ॥১১॥
পুরুষ রতন, যতনের ধন,
দুঃখেরবদন, দেখনা কভু।
যথা যথা ধাও, তথা মধু পাও,
পরে ফেলে যাও, কুসুম প্রভু ॥১২॥
আমার যেমন, তোমার তেমন,
দশার ঘটন, হইবে যবে।
শুনহে রমণ, কি কব এখন,

যাতনা কেমন, জানিবে তবে॥১৩॥
"চিরসুখীজন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে, জানিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে" ॥১৪॥

ধরম করম কেমন তোমার ভাবিয়া কিছুনাপাই হে।
বিরহ-বিকারে পরাণ বিদরে প্রাণে বুঝিমারা যাই হে॥
দিবস যামিনী হৃদয় বিদরে মণি হারা ফণী সম হে।
সকল যাতনা হইতে এড়াই কৃপা করে যদি যম হে॥
পুরুষ হৃদয় পাষাণ সমান নাহিক দয়ার লেশ হে।
তাহার করেতে জীবন সঁপিয়া এই দশা অবশেষ হে॥
চকোরী চাঁদের সুধার পিয়াসী জানে জগজন সয় হে।
সেসুধা হইতে নিরাশ করা যে তোমার উচিত নয় হে॥
অনন্য শরণা রমণী উপরে কৃপা দান করা চাই হে।
যে হেতু তাহার ধরণী-মাঝারে অপর সহায় নাই হে॥

অপরাহ্ণে বেশ বিন্যাস কালে—

যখন তপন বিশ্রাম কারণ বারুণী ভুধরে যায় হে।
দক্ষিণ পবন মৃদুল বহয়েকোকিল ললিত গায় হে॥
কুসুম কলিকা ক্রমশঃ বিকাশে অলি গুন্ গুন্ রবেহে।
মনের আনন্দে শরীর সাজাতে চলে নারীগণ সবেহে॥
নূপুর ঘুঙ্গুর পাঁজর রসনা মল্ বাজু বালা হার হে।
তাবিজ জসম ঝুমুকা লোলক চিক্ সিঁতি ফুল তাড় হে॥

বিনোদ কবরী কুসুমে জড়িত চরণে আলতা রসহে ॥
যেমন মানস শরীর সাজায় পতি করিবারে বশ হে ॥
(আমি)নয়নসলিল-মুকুতা-নিকরে গাঁথিয়া বিরহগুণে হে।
হৃদয়মাঝারে ধারণ করি উঃ যে জ্বলে মন-আগুণে হে ॥
নিদাঘ-তপনে মনের আগুন, দিবসে দিবসে বাড়ে হে।
রজনী সময়ে চন্দ্রমা আলোকে অসু দেহ প্রায় ছাড়ে হে ॥
বরষা সময়ে নবীন মেঘেতে চপলা বিলাসে সুখেহে।
দেখিয়া তাহার প্রেমের বিলাস অভাগিনী মরি দুখেহে ॥
শরত সময়ে নিরমল চাঁদে, বিমল-অমৃত করে হে।
কৌমুদী-বসনা-রজনীপ্রিয়ারে কিবা সুশোভিত করে হে॥
তারকা-হীরক-ভূষণা-রজনী, কুমুদ-আননে হাসে হে।
বিকচ-কমল-সরসী-ভবনে ভ্রমর সকলে আসে হে ॥
পথিক-রমণী-রমণে পাইয়া মদন-তরঙ্গে ভাসে হে।
ওহে প্রাণধব ! মদন উৎসব দেখি আমি প্রতি বাসে হৈ ॥
যাহার যেমন শকতি তেমন মনোসাধে অর্চ্চেমারে হে।
অনর্চ্চিত কাম মোর প্রতিবাম ক্রোধে পঞ্চবাণ মারে হে ॥
প্রহরী ক-জনা তাড়না করে যে যাতনা অপার তায় হে।
(প্রাণ)করে হুহু,হুহু করি উহু উহু বেদনা জানাব কায় হে ॥
পাষাণ-তনয়াগমন কারণ সকলে ভবনে আসে হে।
আমারোপরাণ আসিবে ভবনে থাকি আমি এই আশে হে।
কিন্তু সে-বাসনা অভাগিনী সহ দিনে দিনে ক্ষীণা হয় হে।
নয়নের জল মনের অগুনে নয়নেতে হয় লয় হে ॥

দুরন্ত হেমন্ত কৃতান্ত সদৃশ বল বলে কেবা পারে হে।
পথিক রমণী আমারে পাইয়া বলে চল ভব-পারে হে।
শিশির সময়ে শয়নে-শয়নে, রমণী, রমণে কিসুখ হে।
জানিনা কখন যে হেতু সতত দেখি যে বিরহ মুখ হে।
আননে আনন করিয়া অর্পণ বাহুতে বাহুতে বাঁধিহে।
হৃদয়ে হৃদয় করি সমর্পণ চরণে চরণ ছাঁদি হে॥
জানাব কখন্ মনেরবেদন ভাবি নিশিদিন তাই হে।
বিরহে কাতরা হইয়া অতীব তব আসা পথ চাই হে॥
এখন যে কাল মমপক্ষে কাল বসন্ত ইহার নামহে।
সহ সহচরে চরাচরে চরে দুরন্ত ভূপতি কাম হে॥
মধুর প্রভাবে সলিলে ও স্থলে কুসুম নিকরে ফুটে হে।
মধুর পিয়াসে ভ্রমর সকলে কুসুম কাননে ছুটে হে॥
জুঁই যূথি বেলে গোলাপ কাঞ্চনে মালতী বকুল ফুলে হে॥
কমল কুমুদে চম্পক রমণে মধু পিয়ে অলি কুলে হে॥
দিবস যামিনী কামিনী লইয়া কামীগণে ক্রীড়া করে হে।
মানব মানস পরিতোষ করে বিমল চাঁদের করে হে॥
সকলে সরস বিরসে কেবল তোমার রমণী রয় হে।
অবলা বলিয়া সকল যাতনা আমার হৃদয়ে সয় হে॥
এ-সব ঋতুতে কামিনী সকলে বেশ ভুষা করে সুখে হে।
আমি বিরহিণী নয়ন-সলিলে ভাসি নিশি দিন দুখে হে॥

নির্দয় নিঠুর! তব শকতি কেমন।
রাখিতে পারনা নিজ রমণী-জীবন॥

আরাধিত নৃপতিরে মনে মনে ডরি।
অভ্যস্ত থাকিলে বিদ্যা পুনঃ তায় পড়ি॥
যুবতী যদ্যপি থাকে অঙ্কের ভিতর।
তবু তারে রক্ষা করিবেক নিরন্তর॥
কোলে রাখা দূরে থাক্ দূরে রাখিয়াছ।
প'ড়েছি বিপদে দেখি আঁখি বুঁজিয়াছ॥
হোক্ হোক্ প্রাণনাথ ! দিনরবে না-কো।
যায় যাবে দুখেদিন তুমি সুখে থাকো॥
সংসার-অরণ্য-মাঝে আমি হে হরিণী।
সর্ব্বদা সভয়ে ভ্রমি হ'য়ে পাগলিনী॥
মধু-বাগুড়িক জালে ঘেরি সেই বন।
পিক, ভৃঙ্গ-কুক্কুরে দেখায় অনুক্ষণ॥
ব্যাধরূপ কাম করে ক'রে ধনুর্ব্বাণ।
স-বিষ-বিশিখে মম লইবারে প্রাণ॥
নিরন্তর পাছু পাছু করিছে ভ্রমণ।
কতক্ষণ থাকে বল অবলা জীবন॥
বল্লরী স্বরূপা নাথ ! তোমার রমণী।
পতি-ভক্তি তার শাখা ওহে গুণমণি॥
পতিধ্যান, পতিজ্ঞান—পল্লব মুকুল।
সতীত্ব কুসুম-মধু ধর্ম্মতার মূল॥
এবে সেই লতা, হ'য়ে আশ্রয়ে বঞ্চিত।
বিশুষ্কা বিবর্ণাধনী সতত খেদিত॥

কামরূপ মূষিকেতে খুলিতেছে মূল।
বল নাথ! বল তার থাকে কিসে কূল॥
ধরারূপ সরোবরে জীবন-জীবনে।
মৎসী রূপা সে রমণী ভাসে প্রীতমনে॥
বলিব কি ওহে নাথ! বলিবকি আর।
সতীত্ব নাশক শঠ যত দুরাচার॥
লোভ রূপ ছিপে আর প্রবঞ্চনা-সূতে।
কপটতা বড়শীতে অর্থ খাদ্য যুতে॥
কুট্টিনীরে চার রূপে করিয়ে ক্ষেপণ।
সর্ব্বদা তাহারে চায় করিতে বন্ধন॥
অধর্ম্ম- তরঙ্গতার ভীষণ আকার।
নাশিতে তাহার কুল নাচে অনিবার॥
কতক্ষণ এ-বিপদে রাখে সে-জীবন।
বল বল বল নাথ! করিছে শ্রবণ॥
বলিতে বলিতে মানে হইয়া মগন।
বদনে বসন ঢাকি করিনু শয়ন॥
দেখিয়া দুর্জ্জয়মান না পেয়ে উপায়।
কহিতে লাগিল নাথ ধরি দুটী পায়॥
প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে! সরলে! মানিনি!
প্রাণাধিকে! হৃদয়-সরস-সরোজিনি!
পতিরতে! পতিব্রতে! সাধ্বি সীমন্তিনি!
মধু-কলহংস-সম-মধুর ভাষিণি! ॥

কথা কহ ওলোধনি ! পতি তব বাসে।
তোষ মধু বাক্যে ; কেন অঙ্গ ঢাকো বাসে ॥
মুদিত নলিনী সম মলিন দশায়।
হেরে তোমা ওলোধনি ! হৃদি কেটে যায় ॥
চির অনুগত আমি কপোতের সম।
যদি দোষী হ'য়ে থাকি অপরাধ ক্ষম ॥
কথা রাখ, কথা কহ ত্যজ অভিমান।
শয্যা পরে ব'স ধনী হেরি লো বয়ান ॥
মান-রাহু মুখ-শশী ক'রেছে গরাস।
অনুগত পতি ইথে পাইছে তরাস ॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা ধরা বিচরণে।
সতত তোমারে দেখি প্রণয় নয়নে ॥
দুরাচার স্বামী যদি গুরু দোষ করে।
সতী নারী তাহে কভু দোষ নাহি ধরে ॥
অয়ি নগবালে প্রিয়ে ! ত্যজ অভিমান।
রাখিতে পতির মান সীতার সমান ॥
তব কৃত অপমান দেখিতে—স্বজনি ! ।
তারকা-নয়নে দেখ দেখিছে রজনী ॥
তব, মম, রজনীর কার্য্য দরশনে।
জানিনা হাসিছে চন্দ্র করি কিবা মনে ॥
ওলোধনি প্রাণধন ! শুন মোর নিবেদন,
আর অভিমান প্রিয়ে ! ক'রো নালো ক'রো না।

আমি তোমা ছাড়া নই, জানিনা কো তোমাবই,
আমাপ্রতি বাম ধনি! হ'য়ো নালো! হ'য়ো না ॥১।
জান যদি অপরাধী, ভুজ পাশে মোরে বাঁধি,
যথা ইচ্ছা তথা দণ্ড, কর নালো ! কর না।
তবমুখ-সুধাকর, সুধাক্ষরে নিরন্তর,
সুধাদানে চকোরেরে, ধরনা লো ধর না ॥২॥

অধিক কি কব, পোষা পক্ষতব,
ধরিতে তুমিই, পার লো।
সযতনে ধ'রে, হৃদয়-পিঞ্জরে,
পুরি বন্ধকর, দ্বার লো ॥১॥
দেখ শিক্ষাতার, বলে কি না আর,
শিখায়েছ যাহা, তারে লো।
এই শুন সুখে, শুক মক্ষি সুখে,
"নগবালা বুলি" কাড়ে লো ॥২॥
তোল লো বদন, ওলো প্রাণ ধন,
বিধু-মুখে হাসি, দেখিরে আমি।
বদনে বসন, কিসের কারণ,
ত্যাজ অভিমান, আমিরে স্বামী ॥১॥
যথাতথা রই, তব-বই-নই,
তোমার নাম যে, আমি রে কেনা।
যথা নানাফুলে, মধুকরে বুলে,
কিন্তু পদ্মপতি, বই বলে না ॥২॥

যথা ভ্রাম্যমাণ হোক্ চন্দ্র নিশা পতি লো।
প্রাচী ও প্রতীচী বিনা কোথা তার গতি লো ॥১॥
সতী কভু নাহি করে পতি প্রতি মান লো।
যে হেতু তাহার পতি পরাণ সমান লো ॥২॥
তুমি যে আমার প্রাণ আমি যে তোমার লো।
একে কষ্ট পেলে কষ্ট পাবে একে আর লো ॥৩॥
জীবনে জীবন আর মরণে মরণ লো।
সমান সমান জেনো হৃদয় রতন লো ॥৪॥

এততেও মোর যদি না ভাঙ্গিল মান।
কহিল মনের দুখে পরাণ পরাণ ॥

"(হায়!)এবার ভাবিয়া মনেতে করিনু সাধনা সাধিব আর
এবার মরিলে রমণী হইব বাসনা করিনু সার ॥
হইব রমণী কুলের কামিনী নবীন বয়স হ'লে।
পরিব ভুষণ নানা আভরণ মতি হার দেবো গলে ॥
সোণার কঙ্কন করেতে পরিব বাহুতে পরিব তাড়।
সোণার টিক্‌লি কপালে পরিব কটিতে চাঁদেরি হার ॥
কানে কান বালা গলে মোহমালা সিঁতিতে ঝুলাব মতি।
নাসার উপর বেসর পরিব ঝলকে ভুলাব পতি ॥
নূপুর ঘুঙ্গুর গুজরি পাঁজর যতনে পরিব পা-তে।
ঝুমুক ঝুমুক বাজনা বাজিবে নাগর ভুলিবে তাতে ॥
নব পয়োধরে কাঁচলি বাঁধিবে সকল সঙ্গিনী জুটে।
হৃদি-সরোবরে সোণার কমল সতত থাকিবে ফুটে ॥

সুগন্ধি লেপন খোঁপায় মাখিয়া তাহাতে ঝুলাব ঝাঁপা।
তার চারি পাশে বেলকলি দেবো মাঝেতে রাখিব চাঁপা॥
পতি মনচোর ক্ষুধিত ভ্রমর আসিলে আমার কাছে।
মনোসাধে তাঁরে মধু দান দেবো এই সে বাসনা আছে॥"

কতক্ষণ দেখে বালা পতির দুর্দ্দশা।
নিদাঘ হইলে শেষ থাকে কি বরষা॥
নব কাদম্বিনী যথা তপ্ত-তরু-বরে।
অমৃত অমৃত ধারে সুশীতল করে॥
তথা আমি মৃদু মৃদু মধুর বচনে।
এই মত কহিলাম প্রাণ পতি ধনে॥

আমারো হৃদয়ে অনেক দিনের বাসনা আছয়ে নাথ হে।
এবার মরিয়া পুরুষ হইয়া হইব তোমার নাথ হে॥
দেখাব তোমারে কেমন করিয়া রমণী রতনে তুষে হে।
দিবস যামিনী কেমন করিয়া গুণের গরিমা ঘুষে হে॥
বিধির বিধানে পরম যতনে স্বভাবে রাখিব খাঁটি হে।
দোষের লাগিয়া যেন কার স্থানে মাগিতে না হয় ঘাটি হে॥
তোমারে সতত যতনে তুষিব বলিয়া প্রাণের প্রাণ হে॥
খণ্ডিতা করিয়া যাতনা দেবোনা করিতে হবেনা মান হে॥
যখন যা চাবে তখন তা দেবো সতত থাকিব বশে হে।
"মানস হারিণী নবীনা রঙ্গিণী" বলিয়া মজাব রসে হে॥
তুমিও জানিবে সতীত্ব রক্ষণ কেমন কঠিন কাজ হে।
সতত কহিব থেকো সাবধানে হৃদয়ে হেনোনা বাজ হে॥

অধীনে থাকিয়া "উঠিবে বসিবে" যখন বলিব যাহা হে।
'চলিতে,বলিতে,করিতে'কেমন শেখাব শিখিবে তাহা হে।
রমণী জনমে পতির বিচ্ছেদ কেমন নাহিক বোধ হে।
করিয়া খণ্ডিতা জানাব তোমারে লইব ইহার শোধ হে॥

অবলা জীবন শুন অবলা জীবন।
নলিনী কি বেঁচে থাকে বিগতে জীবন?
স্নেহ বিনা প্রদীপের থাকে কিহে ভাতি।
পতি বিনা অবলার কোথা থাকে জাতি?
জীবন যৌবন পদে করি সমর্পণ।
যত কিছু করি মান তোমারি কারণ॥
নদী যে উথলে উঠে জোয়ারের জলে।
নিজ গুণে হয় না সে সাগরের বলে?
শূন্য পথে উঠি লতা শোভে ফুল ফলে।
সহায় পাদপ-না-সে উঠে নিজ বলে॥

পতি। আর কেন প্রাণ মোরে ক্ষমা দেহ।
তুমি ছায়া ধনি! আমি লো দেহ॥
দেহ প্রতি আমি যখন চাই।
তখনি তোমারে দেখিতে পাই॥

নগবালা। বহুদিন পরে পেয়ে পতি দরশন।
এই রূপে হ'তে ছিল প্রেম আলাপন॥
আমার করম ফলে, নিদ্রাদেবী গেল চ'লে।
ভাঙ্গিল ঘুমের সহ সুখের স্বপন।

দশ দিক শূন্যময় করি বিলোকন ॥
কোথা পতি প্রাণধন জীবন আমার।
তোমাবিনা এ জগত দেখি অন্ধকার ॥
দুই চক্ষু ভাসে নীরে, দেখা দেহ দুখিনীরে
আর বার দেখি তব যুগল চরণ।
পবিত্র হউক মম দেহ প্রাণ মন ॥
বালিকা বয়সে নাথ! ধরি তব করে।
বরবলি সমাদরে আনিলাম ঘরে ॥
হাসি হাসি কহি মায়ে, মাতোর্ পড়িগো পায়ে,
আজিকে বিবাহ দেহ সনতে আমায়।
"তাই হোক্" বলি মাতা অর্পিল তোমায় ॥
সেই হ'তে আমি নারী তুমি মমপতি।
হ'তেম দেখিলে তোমা পুলকিত অতি ॥
ঘরে বসি দুই জনে, খেলিতাম এক মনে,
দেখিয়া জননী অতি সুখেতে ভাসিত।
মাঝে মাঝে পিতা আসি আমোদ করিত।
সরল উভয় মন, সরল স্বভাব।
ধারিনা লজ্জার ধার, দম্পতীর ভাব ॥
জনক জননী আগে, কত কথা অনুরাগে,
বলাবলি করিতাম তোমায় আমায়।
শুনি পিতা কত কথা কহিতেন মায় ॥
গিয়েছে সে সব দিন চলিয়া এখন।

গিয়াছে আমার সুখ জনম মতন ॥
"দেখিতে পাবনা আর, সেবদন একবার,"
মনে হ'লে এই কথা মরিছে মরমে।
ধিক্ মম নারী জন্মে ধিক্‌রে করমে ॥
কেন নিদ্রা দেহ ছাড়ি করিলে গমন।
কেননা রাখিলে চির নিদ্রায় মগন ॥
তা হ'লে বিচ্ছেদতাঁর, সহিতে না হ'ত আর,
প্রেম আলাপনে হ'ত জীবন শীতল।
দেখিতাম প্রাণ ভ'রে চরণ কমল ॥
পাষাণী রমণী আমি পাষাণ সমান।
স্বপনেও নারাখিনু প্রাণ ধন মান ॥
প্রেম আলিঙ্গন তরে, 'সাধিলেনধরি করে,
হায়রে পাষণ্ডী মোরে উপজিল মান।
কেননা রাখিনু আগে তাঁহার সম্মান ॥
অপর বিচিত্র এই বিচিত্র ঘটন।
অয়ি হেমা প্রাণ সখি! করলো শ্রবণ ॥
অর্ব্বলী পল্বলতটে, যাঁরসহ দেখা ঘটে,
অবিকল সেই রূপ সেই সে গঠন।
ভিন্নগাত্র বেশভূষা করি বিলোকন ॥
অসম্ভব কথা ইহা কাহারে জানাই।
কোথাগে এ-রহস্যের মর্ম্ম কথা পাই ॥
উহুঃ উহুঃ মরি মরি, বাঁচিনা যে সহচরী।

উপায় যদ্যপি থাকে বলহ আমায়।
ওলো হেমা প্রিয়তমে! কি হবে উপায়?
সখীর নয়নজলে দিয়া নেত্রজল।
প্রবোধ বচনে হেমা করিল শীতল॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উৎকট বৈরসাধন।

পাঠক মহাশয়! বাদসাহ আরংজেব রাজপুতনাদেশ বিশেষতঃ বৈজয়ন্তরাজ্য উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত বিষম প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। সম্রাটের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, যখন রাজপুত্রগণ একমিল হইয়া, সমর সাগরে ভাসমান, তখন বৈজয়ন্তপতি জয়ন্তদেব সকলের অধিনায়ক পদে এবং মাধব সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহাক্রোধী আরংজেব জয়ন্তদেবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দীর্ঘকাল ঘোর সংগ্রামের পর বৈজয়ন্তপুরের যে কিরূপ বাক্‌পথাতীত দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন, সামান্য লেখনীতে তাহার কণামাত্রও কীর্ত্তন করা যায়না। মুসলমান সেনাগণের সেই দারুণ অত্যাচার স্মরণ হইলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। ফলীবৃক্ষ নিপাতন, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করণ, পশুকুলের বিনাশ সাধন, গৃহাবলি ভস্মীকরণ, সৌধালয়ের মূলোৎপাটন, কামিনীর গর্ভপাতন, যুবতীর সতীত্ব নাশন, যুবকগণকে গোমাংস এবং কোরাণের বশে আনয়ন, প্রভৃতি ঘোরতর অত্যাচার পরম্পরা সম্পাদিত হইয়াছিল। তৎকালে বৈজয়ন্তপুরের এই বর্ত্তমানশোভা ছিলনা। সমরে পরাজয় লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে জয়ন্তদেব অর্ব্বলী পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমাদের এলোকেশী ও তারাবাই সেই সঙ্গে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত

অর্ব্বলী পর্ব্বতে এক ব্রহ্মচারীর সহিত নগবালার সাক্ষাৎ ঘটে তাহাও আপনি অবগত আছেন।

সেই ভীষণ সময়ে প্রজাকুল হাহাকার রবে রোদন করিলে এই রূপ দৈববাণী হইয়াছিল।

দৈববাণী।

শান্ত হও বৎসগণ কেঁদোনাকো আর,
কাঁদিছে পরাণ মম ক্রন্দনের রোলে,
হাহাকার রব মুখে, বুকে করাঘাত;
কেন কর বৎসগণ? দেখিতে না পারি
আমি, বাজিছে হৃদয়ে শেলের সমান।
চিরদিন এক ভাবে থাকেনা কখন
অবস্থা সকল, সকলের তরে। মম
নিয়মের বশে ফিরিয়ে কালের চক্র;
তাহে বঙ্গ জীবদশা জানিবে নিশ্চয়।
কভু উচ্চ কভু নিচ কভু বা সমান;
কাল চক্রে বঙ্গ দশা ঘুরিছে নিয়ত।
নিয়মের বশে ঘটেছে পতন দশা,
কিন্তু চির কাল না হিরবে এই ভাবে;
ওহে বৎসগণ! ভাবিদেখ মনে মনে—
একদিন এই রাজ্যে রাজ সিংহাসনে,
বসায়ে তোদের শিরে দিয়াছি মুকুট।
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌর্য্য বীর্য্য আর,
এ-সকলে সাজাইয়া তোদের অন্তর,

দিয়াছিনু শাসিবারে সমস্ত ভুবন।
কতদিন, কতযুগ, কতযুগান্তর,
শাসিয়াছ এ ভুবন মনের উল্লাসে,
পদানত ছিল সবে সশঙ্কিত মনে।
বিমল যশের চন্দ্র, বিমল কিরণে,
শোভিয়াছ কত দিন, সমস্ত অবনী
প্রতাপ-মার্ত্তণ্ড তেজে সমস্ত ভুবন
করিয়াছ আলোকিত মমসম তেজে।
যত দিন মম সৃষ্ট থাকিবে ধরণী,
মহাপ্রলয়ের করে নাহবে পতন,
ততদিন তোমাদের যশের গৌরব,
ঘুষিবে অবনী মাঝে যত জীবগণে।
ধর্ম্ম শাস্ত্র, ইতিহাস, মীমাংসা-দর্পণ,
কিদর্শন, কি পুরাণ কিবা উপন্যাস,
কি জ্যোতিষ কি গণিত সাহিত্য দর্পণ,
কিবা ভাষা ব্যাকরণ তোমাদের মতে,
ভাবি দেখ মনে জাতীয় ভাষায়,
যত ক'রেছ রচনা। বিখ্যাত ধরায়।
নরকুলে যত ভাষা করি বিলোকন,
কিছুই মধুর ভাবে শ্রবণ রঞ্জন—
করেনা আমার। আমি কহিলাম সার।
বুদ্ধি বলে কিবা ধন আমি জগতের,

জানিয়াছ বৎসগণ! ইহার অধিক কিবা
চাও বলহ আমায় করিহে শ্রবণ।
সত্যবাদী, দয়া শীল, ধার্ম্মিক সুজন,
মহাবীর্য্যবন্ত বীর অজেয় জগতে,
অনাথ জনার বন্ধু আশ্রিত রক্ষক,
এমন জীবের বংশে তোদের জনম।
কাল ধর্ম্মে হারায়েছ সে সকল বটে,
কিন্তু কালে সে সকলে পাবি পুনর্ব্বার,
যায় নাই আছে সব তোদের শরীরে,
খনিতে রতন যথা মাটীর ভিতরে।
এই চন্দ্র, এই সূর্য্য নক্ষত্র মণ্ডল,
হ্রদ, নদ, নদী, নগ, কানন প্রান্তর,
এই ফল এই পুষ্প এই জল স্থল,
পুনর্ব্বার তোমাদের হ'বে পদানত।
নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠ কবি হ'বি,
শাসিব বীরের দর্পে সমস্ত ভুবন,
পুনর্ব্বার এ রাজ্যের পাবি সিংহাসন।
আমার বিশেষ দৃষ্টি তোমাদের প্রতি,
আছেরে বাছনি গণ! জানিবে নিশ্চয়,
আদুরে সন্তান তোরা আদরের ধন,
আমি যে কেমন তাহা জেনেছ প্রথমে।
সকলের পিতা আমি, সকলের পাতা,

সমান নয়নে সবে করি দরশন,
না রাখি কাহারও আমি মনের যাতনা,
মিটাই সকল সাধ সকল মনের।
দাস-দাস তস্য দাস হইয়াছ ব'লে;
ক'রোনা মনেতে কিছু দুঃখের ভাবনা,
একদিন ছিল এরা দাস তোমাদের,
সতত পালিত আজ্ঞা পদানত হ'য়ে।
তোমাদের বল বুদ্ধি তন্ত্র মন্ত্র ল'য়ে।
বসিয়াছে সিংহাসনে দু-দিনের তরে,
খাইছে উচ্ছিষ্ট অন্ন পাত্র অবশেষ,
ইহাতে তোদের দুঃখ শোভা নাহি পায়।
দাস যদি বড় হয় প্রভুর সে-মান,
ঘুষিবে জগতে যশ নিয়ত তোদের,
আমারো নিয়মাবলি না হ'বে লঙ্ঘন।
কালে পুনঃ বসাইব রাজ সিংহাসনে,
আবার মুকুট দিব তোদের মাথায়,
আরবার হাসাইব এ-মলিন মুখে,
আরবার শৌর্য্য বীর্য্যে কাঁপিবে ধরণী।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, যার দেশ তার,
হইবে হইবে জেনো আমার নিয়মে॥

জয়ন্তদেব।

এক্ষণে জয়ন্তদেব সুযোগ্য বীরপুরুষ বাজীরাওকে সহায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বৈরনির্যাতন সংকল্পে বহুল রাজপুতসৈন্য সংগ্রহ করিয়া দুর্গাদাসকে আনয়নকরতঃ প্রধানসেনাপতি-পদে এবং শক্রন্তপকে সাহায্যকারী সেনাপতি পদে বরণ করিয়া আপনি সকলের অধিনায়ক হওত সমর বাসনা ঘোষণা করিয়া দিলেন। এবং দুর্গাদাস গড় মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাঠকের আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে; মহাবীরবাজিরাও একজনের অধীনে থাকিয়া সেনা পতিত্ব করিতে সম্মত হইলেন তাহার কারণ কি? বাজিরাও, মহাবীর সত্য কিন্তু স্নেহের নিকটে কেহই স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন না, সকলকেই তাহার বশীভূত হইতে হয়। বাজিরাও যেদিন যেক্ষণ মাধবকে অবলোকন করিয়াছেন, সেই দিন সেই ক্ষণেই তাঁহার মনে এক অভূতা পূর্ব্বা ভক্তির উদয় হইয়া তাঁহাকে তাঁহার এমনই অনুগত করিয়াছে যে, মাধবের আজ্ঞা ভিন্ন জলগ্রহণে অসমর্থ, অধিক কি, শ্রদ্ধা, নম্রতা প্রভৃতি সদগুণ সকল, হৃদয় মধ্যে আবির্ভূত হইয়া, মাধবের গুণ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইল। মাধবও শক্রন্তপকে দর্শন করিয়াবধি, সুধাসলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন অভূত পূর্ব্ব অপ্রমেয় স্নেহরাশি শক্রন্তপকে আক্রমণ করিল। উভয়কে, উভয় একক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। বাজিরাওয়ের নামে মাধবের আনন্দের সীমা থাকেনা। উভয়ের শয়ন ভোজনাদি একস্থানেই সম্পন্ন হইতে লাগিল, এবং বাজিরাও রাজবাটীর শয়নগৃহ একপ্রকার বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এ-অবস্থায় যে অধীন সেনাপতি হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? রাজধানীর দুই ক্রোশ ব্যবধানে জয়ন্তদেবের বিখ্যাত দুর্গ, তথায় ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সৈন্য সমবেত হইল। পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী, তীরন্দাজ সেনা সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিল। চর্ম্ম, বর্ম্ম,

অসি, খড়্গ, ভল্ল, বন্দুক, কামান, গোলা, গুলি তীর, ধনুক, বারুদ, এবং অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র সকল গড় মধ্যে যথারীতি রাশীকৃত হইল। অনবরতই আনন্দ সূচক তোপ ধ্বনি হইতে লাগিল। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত পতাকা সকল সঙ্কেত মত উড্ডীন হইতে লাগিল। বিবিধ রণবাজনা বাজিতে লাগিল। সময়ে সময়ে জয় ঢক্কার ঘোর রোল এবং দুন্দুভির গভীর নিনাদ গগণতলস্পর্শ করিয়া সেনাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। মাধব সেনাগণকে বিবিধ দলে বিভক্ত করিয়া বিবিধ গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিতকরতঃ মদমত্ত কেশরীর ন্যায় গড় মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যদিও মাধব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে বহুযুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া অসংখ্য যবনের শিরশ্ছেদ করতঃ পিতৃবৈরী মহম্মদকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন তথাচ ক্রোধের শান্তি হয়নাই। আরংজেবের বংশকে ধ্বংশ করাই তাঁহার দৃঢ়ব্রত হইয়াছিল। মুখমণ্ডল, সর্ব্বদাই উৎসাহে ও ক্রোধে পরিপূর্ণ। উগ্রতানলে অনুক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। যবন দেখিলেই ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ফলতঃ সমরে যবন নিপাতই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য; রাজ্যাকাঙ্ক্ষা কিছু মাত্র নাই।

পাঠক মহাশয়ের এই স্থলে অবগত হওয়া আবশ্যক যে, যে চন্দ্রকেতু, পূর্ব্বে অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে, চণ্ডশেখরের দমনার্থ গমন করিয়াছিল, সে তথায় উপস্থিত হইবার অগ্রেই দস্যুপতি শমনভবনের অতিথি হইয়াছে। চন্দ্রকেতু, অবশিষ্ট দস্যুগণকে বিনষ্ট করিয়া পলায়িত বিশ্বনাথের অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক অনেক দিন হইল যোধপুরে আসিয়াছে। এক্ষণে উপস্থিত যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া প্রভুর সহায়তায় নিযুক্ত থাকিল। ক্রমে জয়ন্তদেব সসৈন্যে গড় মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সূত্র লাভের নিমিত্ত এক দল সৈন্যকে সম্রাটের রাজত্ব আক্রমণ করিতে অনুমতি দিলেন।

চন্দ্রকেতু তাহাদের সেনাপতি হইয়া প্রবল পরাক্রমে গ্রাম নগরাদি আক্রমণ করিতে লাগিল। এদিকে গড় মধ্যে বাজিভিন্ন সকলে যুদ্ধ সজ্জায় সুসজ্জ হইয়া রহিল। আমাদের মহাবীর শত্রুন্তপ তাঁহার জননী এলোকেশীর আহ্বান ক্রমে রাজান্তঃপুরে গমন করিয়াছেন, আগত প্রায়; ও-দিকে সম্রাট আরংজেব, জয়ন্তদেবকে যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আজিম মোয়াজিম প্রভৃতি সাতজন সেনাপতিকে পাঠাইয়া কহিয়া দিলেন, জয়ন্তের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে সমরে প্রবৃত্ত হইবে, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। সেনাপতিগণ পূর্ব্বজয় স্মরণ পূর্ব্বক মহোল্লাসে গমন করিলেন।

যেদিন বাজিরাও যুদ্ধে গমন করিবেন সেই দিন এলোকেশী তাঁহাকে দেখিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এসমস্তই নগবালা জানিতেন। বিশেষ বাজিরাও যুদ্ধে গমন করিবেন শ্রবণ করিয়া রাজকুমারী হেমাঙ্গী অতিশয় কাতর হইয়াছেন এবং মনের দারুণ অসুখে কাল যাপন করিতেছেন, ইহাও নগবালা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। যদিও রাজকুমারী এপর্য্যন্ত নগবালার নিকটে মনের কোন কথাই প্রকাশ করেণ নাই, আর নগবালাও প্রণয়ের পরিপাক দর্শনাশয়ে হেমাঙ্গীকে কোন দিন কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া জননী এলোকেশীর মনোবাসনা পূর্ণ জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথাচ আজি নগবালা ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেননা। সকাল সকাল রাজকুমারীর বেশ ভূষা সম্পন্ন করিয়া দিয়া সময় বুঝিয়া কহিলেন, হেমাঙ্গি! চল, জননী এলোকেশীর ভবনে যাই। তথায় বসিয়া দুইজনে একটু আমোদ আহ্লাদ করি। এই বলিয়া হেমাঙ্গীর হস্ত ধরিয়া তথায় লইয়া গিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গী বিলক্ষণ বিদ্যাবতী ছিলেন। কি লেখা

পড়ায় কি শিল্প বিদ্যায় কি সঙ্গীত বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি দুই একটী গান করিয়া পরে অস্ফুট স্বরে বাজিরাওয়ের গুণ বর্ণন আরম্ভ করিলেন। নগবালা যেন শুনিয়াও শুনিতেছেন না, এইরূপ ভাবে আপন উদ্দেশ্য বিষয়ের ভাবনা ভাবিতেছেন এমন সময়ে তথায় বাজিরাও আসিয়া রাজকুমারীকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিলেন।

দেখে হেমা বিনোদিনী, যুবা কুল বিমোহিনী
মনোহর বেশ ভুষা, করি মৃদু হাসিছে।
দসন-প্রভায়ভাস, উথলে চন্দ্রিকারাশি।
অধর-বিদ্যুৎ আলো, নীল বাসে ভাসিছে ॥
ক্ষুদ্র সিত দন্তসারি, আহা কিবা মনোহারী!।
সিঁদূরে মাজিত মুক্তা রাজি যেন শোভিছে।
বদন-কমলাশায়, মধুলোভে অলি ধায়,
আহা মরি কিবা শোভা, জনমন লোভিছে ॥২॥
রূপ-রাশি-লীলা-জল, মুখ রূপ শত দল,।
আহা কি মোহন ভাব! মনঃ প্রাণ ভুলিছে।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, নীলপদ্মে দূরে রাখি,
মৃগী নেত্রে শোভা-বা-কি, কেবা তুল্যে তুলিছে ॥৩॥
ভ্রমর যুগল প্রায়, সুখাসীন হ'য়ে তায়,
মধুকর, রমণীকে, রতি পদে বরিছে।
সুবদনী প্রেমভরে, বাজি গুণ-গান করে,
সেই গান ছলে যেন গুন্ গুন্ করিছে ॥ ৪॥
ভুরুর নাহিক তুল, আবক্র মাঝার স্থল,

সুচি সম প্রান্ত সরু, কর্ণ মূলে পশিছে।
ভ্রূ-ধনুকে নেত্র-গুণে দহিতে মদনাগুনে,
কটাক্ষ-বিষাক্ত বাণ, ঘন ঘন খসিছে ॥৫॥
খগপতি বিনিন্দিত, কি বা নাসা সুগঠিত,
আরক্ত শ্রবণ যুগে, মুনি মন হরিছে।
মনোহর এ কপাল, না সঙ্কোচ না বিশাল,
গীতি-শ্রম জল যাহে, মন্দ মন্দ ক্ষরিছে ॥৬॥
কামীজন মনঃ পূত, চিবুক সুরেখা যুত,
অধরের নিম্ন ভাগে, নিম্ন বিন্দু শোভিছে।
অরাল চমরী কেশ, সুকবরী কি সুবেশ,
দেখি কত কুল বালা, মনে মনে ক্ষোভিছে ॥৭॥
সুকণ্ঠ ত্রি-রেখা যুত, কম্বুরাজ তুল্যে কৃত,
যে-দেখেছে একবার, সে যে গুণ গাইছে।
বাহু-বল্লী মনোরমা, তুলনায় হারে রমা,
ইচ্ছিযার আলিঙ্গন, বাজিরাও চাহিছে ॥৮॥
নব কিশলয় দল, শোভে যেন করতল,
অঙ্গুলিতে নখ বিধু সারি সারি সাজিছে।
কোমলতা গুণ যুক্ত, মদনের মনঃপূত,
চিন্তি করে যুবজন, হৃদে শর বাজিছে ॥ ৯ ॥
ভামিনীর উরঃস্থল, মদনের লীলাস্থল,
মানস মোহন কর, কুচ বক্ষ ঢাকিছে।
হৃদি সরোবরে হায়, সোণার কমল প্রায়,

বিকশিত হ’য়ে যেন, মধুকরে ডাকিছে ॥ ১০ ॥
কঠিন নিবিড় ঘন, পীনোন্নত যুগস্তন,
পরস্পর স্পর্দ্ধাকরি, ক্ষণে ক্ষণে বাড়িছে।
হার যোগে সুশোভিত, নীলাংশুকে আচ্ছাদিত,
অই দেখ দর্শকের, মনঃপ্রাণ কাড়িছে ॥ ১১ ॥
নাভি কূপ মনোহর, কটি অতি ক্ষীণতর,
ত্রিবলি বন্ধনে বাঁধি, ভঙ্গভয় নাশিছে।
কুচ যুগ পদ্ম কলি, বিস রূপ লোমাবলি,
রূপ-রাশি-লীলা-জলে, অই দেখ ভাসিছে ॥ ১২ ॥
একটী মৃণাল পরে, দুই পদ্ম হ’লে পরে,
অধো দেশে ধন থাকে, শাস্ত্রে হেন ভাষিছে।
লভিতে কি সেই ধনে, বাজিরাও হৃষ্ট মনে,
ঝাঁপ দিয়া বাসনায়, হাসি হাসি আসিছে ॥ ১৩ ॥
নিতম্বের গুরুতায়, রাজ হংসী লজ্জা পায়,
যার ভার ধরি ধরা, গুরু বলি মানিছে।
যথা বসি সম্বরারি, বাজিরাওয়ে লক্ষ্য করি,
ঘন ঘন ফুল বাণ, ধনু যোগে হানিছে ॥ ১৪ ॥
ঊরু অতি প্রীতিকর, রাম রম্ভা, করী কর,
তুলনায় তুলিবারে, মন মানা করিছে।
ক্রমে গোল সুকমোল, নাউত্তপ্ত নাশীতল,
মুষ্টি গ্রাহ্য পাদমূল, যোগী মন হরিছে ॥ ১৫ ॥
আরক্ত শ্রবণ তল, স্থলজ কমল দল,

বিকীর্ণ রক্তিমাজালে, বসুমতী রাঙ্গিছে।
নখ-বিধু অনুরাগে, রাঙ্গি বালাপদরাগে,
হীরকে খচিত পদ্ম রাগ গর্ব্ব ভাঙ্গিছে ॥১৬ ॥
চম্পক বরণী ধনী, রূপসীর শিরোমণি,
নীল বাস ভেদি দেখ, রূপ আভা আসিছে।
নয়ন আনন্দ কর, রাকা শশধর কর,
শারদ-নীরদ হৃদি পরে যেন ভাসিছে ॥ ১৭ ॥
সাধ্বী সীমন্তিনী সতী, মদনের যথা রতি,
রীতি নীতি দেখি নারী গণে হারি মানিছে।
বসন্ত কোকিল ভাষা, রতি, মতি, গতি, আশা
সকলি পতির পদে, পতি গুণ গাইছে ॥ ১৮ ॥

বাজিরাও অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না হেমাঙ্গীকে দর্শন করিয়া স্থাপিত চিত্রবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। তারাবাই বাজিরাওকে স্থিরভাবাপন্ন অবলোকন করতঃ "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল" মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন শ্রীমন্! পালঙ্কোপবি উপবেশন করুন। আমি ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আনি, এই বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এলোকেশীর উদ্দেশে গমন করিলেন। বাজিরাও এতক্ষণ স্থির হইয়াছিলেন, আর পারিলেননা, সহসা অগ্রসর হইয়া যুগল করে কামিনীর যুগলকর গ্রহণ করিয়া প্রাণেশ্বরি! জীবিতেশ্বরি! বাজির হৃদয়-সরস সরোজিনি! আবার আজি কি আমি, তোমার বদন সুধাকরের দর্শন পাইলাম? এস আমার জীবন, মন, সুখ, সম্পত্তি যাহা কিছু আছে সকলই এই যুগল করে সমর্পণ করি, এক্ষণে আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিব। হেমাঙ্গী বালিকা, বিশেষতঃ সহজ শালীন্য ভরে কাতরা; একবার মাত্র বাজির মুখ

চন্দ্রে দৃষ্টিপাত করতঃ বদন অবনত করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রাণেশ্বর! স্বামিন্! হেমাঙ্গীর হৃদয় রত্ন! এঅধীনী আপনার ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। তদনন্তর প্রকাশ্যে অতি মৃদুমধুর বচনে কহিলেন এ দাসী ত আপনার শ্রীচরণের চির-দাসী; স্বামিন্! তারা আসিতেছে কর যুগল ত্যাগ করুন"। মহাত্মন্! যাহা শুনিবার তাহা শুনিলেন, আপনার মনোরথ পূর্ণ হইল, আপনি ধন্য! পূর্ব্ব জন্মে যে অখণ্ড পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার ফল পাইলেন, আর কেন গুরুজন আসিতেছেন। হস্ত ছাড়িয়া দেন, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন এবং প্রকৃতিস্থ হউন। বাজিরাও অনেক কষ্টে যেমন হস্ত ছাড়িয়া পশ্চাদ্ভাগে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন অমনি এলোকেশীকে দেখিতে পাইয়া সলজ্জ ভাবে চরণে প্রণত হইলেন।

তদনন্তর তারা শত্রুন্তপকে বসিতে আসন প্রদান করিলে, এলোকেশী কহিলেন, বাজি! তুমি যুদ্ধে গমন করিবে শুনিয়া মন দারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এক বার মুখকমল দর্শন করিব বলিয়া আহ্বান করিয়াছি। আমার অনেক গুলি কথা আছে; বলিয়া দিব, স্থির হও, একমনে শ্রবণ কর। মোগল সৈন্য দারুণ দুর্দ্দান্ত সমর কুশল এবং সতত ছিদ্রান্বেষী; তুমি সমরে নূতন ব্রতী, সাবধানে আত্মরক্ষা করিবে, রণে ভঙ্গদেওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, সহায় থাকিতে, সময় থাকিতে, উপায় থাকিতে কদাচ ভঙ্গ দিবেনা, কিন্তু রণ মদে মত্ত হইয়া মুর্খতা প্রকাশ করিওনা, ক্ষণকালের নিমিত্তও অমনোযোগী বা অসতর্ক হইওনা। বিনা সহায়ে শত্রুর পশ্চাদ্গমন করিওনা। স্থির হইয়া যুদ্ধ করিবে। সর্ব্বদা সেনাদিগকে উৎসাহিত করিবে। যেখানে বিপদ দেখিবে সেই স্থানেই উপস্থিত হইবে। কষ্টকে কষ্টবোধ করিওনা। কিছু কাল যুদ্ধ করিলে যদি রণ জয়ের সম্ভাবনা দেখ, তবে সহস্র কষ্ট হইলেও তাহাতে বিমুখ হইওনা। অবিমৃষ্যকারিতা

দোষে বলক্ষয় কিম্বা জীবন ক্ষয় করিওনা। দুঃখিনী জননী বলিয়া যেন আমাদিগকে স্মরণ থাকে। তারা তোমার অনুগতা, তাহাকে বিস্মৃত হইওনা। অপর, আজি আমি তোমার গুণে যে এক অভিনব প্রিয় পদার্থ প্রাপ্ত হইলাম তাহাকে এক এক বার মনে করিও। আর আমার যাহা বলিবার থাকিল, তাহা তারার নিকট শ্রবণ কর। এই বলিয়া মুখচুম্বন করতঃ মস্তকে হস্তাবর্ত্তন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বোধ হইল যেন চক্ষের জল, অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে গমন করিলেন।

এলোকেশী গমন করিলে তারা কহিলেন মহাভাগ! জননী যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ করিলেন?

বাজি। কেবল শ্রবণ করিলাম না, হৃদয়-ফলকে পাষাণাঙ্কবৎ খোঁদিত করিলাম। তুমি জননীকে কহিও আমি আজ্ঞা পালনে অসমর্থ নহি।

তারা। শ্রীমন্! আর একটী কথা আছে।

বাজি। বলিয়া যাও।

তারা। বলিতে ভয় করি।

বাজি। ভয়ের বিষয় কিছুই নাই, যাহা বলিবে অসঙ্কুচিত চিত্তে বল।

তারা। আপনার ন্যায় মহানুভব, যদি কোন অত্যাচার করেন, তবে তাঁহার কি হওয়া উচিত?

বাজি। আমার ন্যায় লোকে অত্যাচার করে একথা অগ্রাহ্য; বরং অত্যাচারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

তারা। মহাভাগ! আমি মিথ্যা কহিতেছিনা, এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে এক মহাপুরুষকে এক রমণীরত্নের যথা সর্ব্বস্বাপ হরণ করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।

বাজি। এ-কথাও অগ্রাহ্য; তোমার দেখিবার ভুল হইয়াছে, তুমি

যাহা দেখিয়াছ, আমার বোধে তাহার বিপরীত কীর্ত্তন করিতেছ। একথা কতদূর সত্য, তাহা সেই ললনারে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে।

তারা। আয়ুষ্মন্ আপনি যাহা কহিতেছেন তাহাই যে সত্য তাহার প্রমাণ কি ?

বাজি। তাহার প্রমাণ তুমি আর সেই রমণী,.

তারা। সহাস্যাস্যে কহিলেন, মহাভাগ! স্ত্রীজাতি, তর্ক বিতর্কে পুরুষ জাতিকে পরাভব করিতে সমর্থ নহে। স্ত্রীপুরুষে কোন একটী ঘটনা উপস্থিত হইলে, পুরুষেই জয়লাভ করিয়া থাকে।

বাজি। একথাও সঙ্গত হইল না; যদিও কামিনীর মীমাংসায় জয় লাভে অসমর্থ হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, কিন্তু অন্য বিষয়ে নহে। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, তাহাদের নিকটে এমন কতকগুলি সম্মোহন অস্ত্র আছে যে, তাহাতেই জগৎ বিমোহিত হয়, যে কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হয়, তাহাতে বাহ্যাড়ম্বরের আবশ্যক কি? আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি নারীজাতি এক কটাক্ষ নিক্ষেপেই ক্ষণ কাল মধ্যে বিশ্বসংসার জয় করিতে পারে।

তারা। মহাশয়! আপনি কি কখন এরূপ বাণপাতের পথিক হইয়াছেন ?

বাজি। তারা! এক্ষণে আমি একথার উত্তর দিতে অসমর্থ; যদি কখন মন ফিরে পাই, বিবেচনা করিবার শক্তি পাই, বুদ্ধি যদি কখন স্থির হয়, তবে তোমার কথার প্রত্যুত্তর দিব, এক্ষণে আমি এই মাত্র বলিতে পারি আমার যাহা কিছু ছিল, তাহা সকলই এই গৃহে হারাইয়া চলিলাম।

সহসা তারার মুখ গম্ভীর হইল; কহিলেন আয়ুষ্মন্! একিরূপ

কথা কহিলেন? ক্ষণকালের মধ্যে আপনার একি অপূর্ব্বভাবান্তর উপস্থিত হইল! বুঝিলাম আমিই এই অবস্থার সংঘটন কারিণী; সে যাহাই হউক তারা থাকিতে চিন্তা কি; কেবল একমাত্র চিন্তা এই মহারাজ অতিশয় উচ্চকুলাভিমানী;

বাজিরাও উত্তর করিলেন, তারা! আমি চলিলাম আর বিলম্ব করিতে পারিনা, আমার জীবন তোমার নিকট গচ্ছিত থাকিল; দেখো সাবধানে রক্ষা করিও। তারা কহিলেন মহাভাগ! আর কবে দর্শন পাইব? বাজি, ক্ষণকাল নিস্তব্ধে থাকিয়া তদনন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগকরতঃ কহিলেন আমার দেখা এক্ষণে শীঘ্র পাইবেনা। যদি কখন সুদিন পাই তবেই সাক্ষাৎ করিব, নচেৎ নহে, এই বলিয়া গমন করিলেন। তারা সহসা হেমাঙ্গীর মুখপানে চাহিয়া দেখেন তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে. নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন

অষ্টম—পরিচ্ছেদ।

সাধো পরমোপকারিন্ মাধব!

এদিকে মাধব একদিন গড় মধ্যে পদ চারণা করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে এক উদাসীনকে অবলোকন করিয়া স্থির হইলেন এবং ক্ষণ কাল নির্ণিমেষ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দ্রুত পদে গমন করতঃ চরণ যুগল ধারণ করিয়া কহিলেন গুরুদেব! আপনার সার্ব্বাঙ্গীন্ কুশল? সন্ন্যাসী তদ্দর্শনে ক্ষণ কাল কি চিন্তা করিয়া পরক্ষণেই করিলেন সাধো! পরমোপকারিন্ বীরকুল ধুরন্ধর মাধব! আপনার মঙ্গল? কাশ্মীর বাসী মহাপুরুষেরা কুশলে আছেন? মাধব শ্রীকণ্ঠস্বামীকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আর কাশ্মীরে আমাদের কেহই নাই। দুরাত্মা আরংজেব তাঁহাদের সকলকে সমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে। আমি কুলাঙ্গার, এই নিমিত্তই পাপ

জীবন ধারণ করিয়া জীবিত আছি। আমার স্ত্রী বন্ধু, বন্ধু পত্নী প্রভৃতি কেহ যে জীবিত আছেন এরূপ বোধ হয় না। আমি এতদিন সুযোধপুর—মহারাজের সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকিয়া মৃত মহারাজের স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে ছিলাম, সম্প্রতি উপস্থিত যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছি। এই বলিয়া কাশ্মীর ও সুযোধপুরের যুদ্ধ বৃত্তান্ত, পরিচারিণী সুহাসিনীর বিবরণ এবং বান্ধবাদির বধস্তম্ভ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; শ্রীকণ্ঠস্বামী শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, কি চিন্তা করিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

পরে কহিলেন সাধো! রোদন সম্বরণ করুন। জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। জীবসকল কালে উৎপন্ন হয়, কালে বর্দ্ধিত হয় এবং কালেই লয় পাইয়া থাকে। নিত্য পরিবর্ত্তনই জগতের অপরিহার্য্য নিয়ম; এই যে চরাচর বিশ্বসংসার দর্শন করিতেছেন, ইহাও কালে লয় পাইবে। সকলেই কাল ধর্ম্মের অনুগামী, আপনি বৃথা শোক করিতেছেন কেন? যদি জানিতাম শোক করিলে প্রণষ্ট পদার্থ প্রাপ্তির উপায় হয়, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। আপনি আর কোন কালে মৃতব্যক্তির দর্শন পাইবেন না। আর মৃত্যু হইলেই যে দর্শন পাইবেন তাহারও উপায় নাই। জীবসকল স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানাশ্রয়ী হইয়া থাকে। মূঢ়েরাই শোক মোহে বিমোহিত হয়; মৃত্যুই জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম; জীবিত থাকা বিকৃতি মাত্র; ইহা জ্ঞানবানের অন্তঃকরণে নিয়ত জাগরূক থাকে। যে ব্যক্তি, শোক মোহে বিমোহিত হয়, তাহার শরীর মন, দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, কোন গুরুতর কার্য্য আর তদ্দ্বারা সম্পন্ন হয় না। এমন কি সে ব্যক্তি আপনার মুক্তি পথ পরিচিন্তনেও সক্ষম নহে। অতএব সাবধান! ভবাদৃশ ব্যক্তি যদি শোক মোহে বিমোহিত হয়, তবে বিশেষ ও সামান্যতে কি

ইতর বিশেষ রহিল! স্ত্রী বন্ধু প্রভৃতির নিমিত্ত মনোমধ্যে যাহা অসুখ সঞ্চার হইয়াছে তাহা দূর করুন। তাঁহারা যখন জীবিত আছেন তখন কোন না কোন কালে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে।

মাধব কহিলেন্ মহাত্মন! আমি তাঁহাদিগের অনেক অনুসন্ধান লইয়াছি কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। স্বামীজি কহিলেন মহাশয়? আমি অদ্যাবধি তাঁহাদিগের অন্বেষণে ব্রতী হইলাম। যাহাতে আপনার সহিত তাঁহাদের ত্বরায় সাক্ষাৎ হয়, যে কোন উপায়ে হউক, তাহার সুযোগ করিয়া দিব, তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। এক্ষণে বাজির'ওকে একবার আহ্বান করুন, সে আমার প্রিয় শিষ্য; তাহাকে আপনার সুযোগ্য করে সমর্পণ করিয়া সুস্থির হই। মাধব কহিলেন গুরো! বাজিরাও আপাততঃ এখানে উপস্থিত নাই; জানিনা কিজন্য রাজ-বাটীতে গমন করিয়াছে। অদ্য আসিবার কথা আছে। আপনি অবস্থান করুন, পরে সাক্ষাৎ হইবে। সন্ন্যাসী কহিলেন মহাশয়! আর আমি অপেক্ষা করিতে অক্ষম; উদ্দেশেই তাহাকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম দেখিবেন প্রাণাধিক বাজিব যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। আর আপনার প্রতি নিবেদন এই সতত সাবধানে থাকিয়া পিতৃ শত্রু নিপাতনে সযত্ন হইবেন। মাধব কহিলেন আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, শত্রুন্তপ আমার জীবনাপেক্ষাও অধিক, তাহার ভার আমার থাকিল। আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর আমি শোক মোহে অভিভূত হইব না। যথা শক্তি সমর কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। তদনন্তর শ্রীকণ্ঠ স্বামী “মাধব আপনার মঙ্গল হউক, জয় লক্ষ্মী আপনার অঙ্ক বাসিনী হউন” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থান করিলেন ॥

আজি এত অন্যমনস্ক কেন?

রাজ বাটীর অভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, পথি মধ্যে

বাজির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বাজিরাও ঘোটক হইতে অবরোহণ করতঃ গুরুর পায় প্রণত হইলেন। স্বামীজি আশী-র্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন বাজিরাও সৈন্য মধ্যে প্রধান সেনপতি দুর্গাদাস নামে যে মহা পুরুষ আছেন, তিনি আমার বহু কালের প্রিয় বন্ধু ; তাঁহাকে তুমি সতত গুরুর ন্যায় ভক্তি করিবে। কদাচ কোন বিষয়ে অবাধ্যতা প্রকাশ করিও না। তুমি মধ্যে মধ্যে তোমার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া থাক, অতঃপর সাবধান ; কদাচ দুর্গাদাসকে সঙ্গে লইয়া যাইও না। কিজন্য নিষেধ করিলাম, তাহা জানিবার নিমিত্ত যত্ন করিও না। উপযুক্ত কালে কহিয়া দিব। আর একটী কথা আছে ; সত্য কহিবে, প্রতারণা করিওনা, আজি তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখি-তেছি কেন ? শক্রন্তপ চকিত হইয়া উঠিলেন ; বদন বিশুষ্ক ও ম্লান হইল ; মুখে কথা নাই ; গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি উত্তর দিবেন। মিথ্যা কহিয়া গুরুকে বঞ্চনা করিতে নাই। প্রকৃত কথা কি করিয়াই বা গুরুজন সমীপে ব্যক্ত করেন ; ভাবিয়া আকুল, স্বামীজি পুনর্ব্বার কহিলেন, বাজিরাও মৌনাবলম্বন করিলে যে ? বাজি আর গোপন করিতে পারিল না। মৃদুস্বরে অস্পষ্টভাবে কহিলেন গুরুদেব ! আমি স্পষ্ট বলিতে অপারগ ; রাজবাটী গমন করিয়া সরলা তারাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহা হইলেই সকল জানিতে পারিবেন। স্বামীজি কহিলেন কোন রমণীর প্রণয় জালে বদ্ধ হইয়া কি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছ ? শক্রন্তপ নিরুত্তর ; শ্রীকণ্ঠস্বামী কহিলেন বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবেনা, যদি যোগ্য পাত্রে প্রণয় স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়া থাক, তবে ভালই, তাহা না হইয়া যদি পরকীয় ললনা পরিভোগের বাসনাকারি হও, তবে তোমার তুল্য পামর জগতে অতি বিরল ! বাজিরাও চরণ যুগল ধারণ করিয়া কহিলেন, গুরো ! বাজি এখনও এতদূর দুরাচার হয় নাই

যে, সে স্বকীয় ললনা ভিন্ন অন্যকাহাতে প্রণয় স্থাপন করিতে প্রাণা-ন্তেও সম্মত হয়। শ্রীকণ্ঠস্বামী কহিলেন শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ত্বরায় অনুরূপ সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া আমাদের নয়নানন্দ-দায়ী হও। আর উপস্থিত যুদ্ধে শত্রু কুলক্ষয় করিয়া বীর পদবী লাভ করতঃ দুরাত্মা ম্লেচ্ছ দিগের কর কবলিতা ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া একাধিপত্য লাভ কর। উপস্থিত সমরে সতত সতর্ক থাকিবে। তোমার জননী ভাল আছেন, সেজন্য চিন্তা নাই। তুমি প্রস্থান কর, আমি চলিলাম; এই বলিয়া গমন করিলেন। শত্রুন্তপও ঘোটকারোহণে দেখিতে দেখিতে সেনানিবেশে প্রবেশ করিলেন।

আর কেন !! কলঙ্ক বিমোচন কর;

নবীন দম্পতি—হেমলতা।

এই সময়ে ফণীন্দ্র মোহন নামে এক বঙ্গীয় যুবক সম্রাট আরং-জেবের অধীনে কোন বিশেষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার স্ত্রীর নাম হেমলতা, ফণীন্দ্র মোহন আরংজেবের অত্যাচার পরম্পরা দর্শনে ব্যথিত হৃদয় হইয়া স্বজাতির নিমিত্ত ধন প্রাণ বিসর্জ্জনে মানস করিলে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন।

রাত্রি কালে ঘরে শুয়ে, যুবক যুবতী দুয়ে,
কথা কহে মনের হরিষে
যুবতী কহিছে হেসে. প্রেমের তরঙ্গে ভেসে,
প্রাণনাথ এ-কি তব দ্বিষে॥
দেশের ভাবনা ছাড়, অন্য চিন্তায় ঝাড়ু মার,
ভেবো না হে পরের ভাবনা।

ভাবনা আমার ভাব, মোর সনে রাখ ভাব,
ভূষণ প্রদান অগণনা ॥
দেশ যাক্ ছারে ক্ষারে, জাতি যাক্ যম ঘরে,
উলট পালট হোক্ দিক্।
তুমি মম থাক ঘরে, আমি তব হাত ধ'রে,
পর ঘরে মেগে খাব ভিক্ ॥
কিসের বা আছে জ্বালা, নানা ধনে ঘর আলা,
কুবের সমান ধনী তুমি।
আমি রসবতী ধনী, তুমি পতি গুণমণি,
তব পুণ্যে পুণ্যবতী ভূমি ॥
দেশের হিতের তরে, কিবা হবে ব্যয় ক'রে,
সে ধন থাকিলে দিবে কাজ।
কারো কথা না শুনিবে, কোন খানে না যাইবে,
পড়ুক জাতির মাথে বাজ ॥
রাজা বাদ্সা মহাশয়, লও তাঁর পদাশ্রয়,
অন্য জনে কিবা তব ভয়।
রাজা যার বন্ধু হয়, তারঘরে কত হয়,
সকল স্থানেতে জয় জয় ॥
যদি রাজা মুখ তুলে, স্বর্গে তোমা দেবে তুলে,
তুলে আর না হবে ওজন।
ওজন বাড়িয়া যাবে, কত সুখ পাবো পাবে,
হবেনা সমান অন্যজন ॥

যদি পূরে নিজ আশা, জাতি চায় কোন্ চাষা,
ভালবাসা মুখে দিই ছাই।
ধনমান পদতরে, কেনা বল কিনা করে,
বল দেখি শুনি আমি তাই ॥
রাজ পদ কর সেবা, বলুক যা বলে যেবা,
তুমি তাহে নাহি দিও 'কান্।
তুমি দাস, ছাঃ সাবাসি, আমি হবো রাজ দাসী,
ইহার অধিক কিবা মান ॥
স্বজাতীয় শত্রু যারা, দেখে শুনে হোক্ সারা,
পুড়ে যাক্ যত পোড়ামুখ।
রাজ আজ্ঞা শিরে ধ'রে, জাতি মার জোর ক'রে,
ইহার অধিক কিবা সুখ?
পিঠেসয় পেটেখেলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম দাও টেলে,
কেন ধর্ম্ম কিবা তায় হবে?
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যারা ধনে প্রাণে হয় সারা
ধর্ম্মেতে উন্নতি বল কবে ॥
পাশা মুখে ধন জন, করি সব বিসর্জ্জন,
রাজ্য ধন দিয়া দুর্য্যোধনে।
পিঠে বেঁধে ধর্ম্ম ছালা, সঙ্গে ল'য়ে রাজবালা,
যুধিষ্ঠির বাস করে বনে ॥
ওহে পতি এ মিনতি, হেন কাজে তব মতি,
যেন নাহি হয় কোন কালে।

কালে কালে এই কর, মম পদ সেবা কর,
মোক্ষ পদ পাবে অবহালে ॥
আমার চরণ বিনে, কিআছে ভুবন তিনে,
ভেবে নাথ দেখ একবার।
এচরণ মোক্ষ ফল, হয় কি না, নয় বল ?
হেন সুখ আছে কোথা আর ?
হত ভাগা যত গণ্ড, যণ্ডের অধিক যণ্ড,
বীরপনা করি ভাসি রণে।
যুবতী জায়ায় ত্যজি, ছার রণে মিছে মজি,
অবশেষে হারায় জীবনে ॥
কিবা তায় ফলে ফল, ছেড়ে দিয়ে সে সুফল,
বিফলে জনম তার যায়।
কিবা তার হ'লো সুখ, কেবল ভুগিল দুখ,
ভাবি যদি মরি খেদে হায় !
যত পাজি দুরাশয়, বীর কার্য্যে প্রশংসয়,
নাহিসয় আমার পরাণে।
কাটা কাটি মারা মারি, চেঁচা চেঁচি ধরা ধরি,
ভাল বাসে কোন্ জ্ঞান বানে ?
রাজদ্রোহী হ'য়ো নাহে, মহাপাপ হয় যাহে,
তাহে যেন নাহি যায় মন।
যখন যে রাজা হবে, তার পদে প'ড়ে রবে,
ঝকড়ায় কিবা প্রয়োজন ? ॥

রাজা যদি জুতো-মারে, তুল্য ক'রো পুষ্পহারে,
সে দিন সুদিন ব'লে জেনো।
যেই মারে সেই তোলে, দয়া হ'লে করে কোলে,
আমার কথাটি মেনে মেনো॥
পূর্ব্বে ছিল যত নারী, বলিহারি যাই তারি,
শঠতায় হৃদয় বাঁধান।
হাসি হাসি ধরি গলা, স্বামী ধনে দিত শলা,
"অন্য সনে সমর বাধান"॥
সমর বাঁধিলে পরে, আর কেবা তারে ধরে,
রণভুমে পাঠায়ে প্রাণেশে।
ভালবাসা জনে ল'য়ে, সুখে বসি নিজালয়ে,
করে খেলা যতেক জানে সে॥
স্বামী যদি যুদ্ধে মরে, স্বর্গ সেই পায় করে,
কামনা হইল সিদ্ধ তার।
সেরূপ পাবেনা মোরে, ভালবাসি বড় তোরে,
যেয়ো নারে যুদ্ধের বাজার॥
ফণীন্দ্র। যুবতীর শুনিবাণী, কহে তারে যুব জানি,
কিবলিলে ওলো প্রাণ ধন।
যুদ্ধকাজ ভাল নয়, ইহা প্রাণে নাহিসয়,
মুখে আর এনোনা কখন॥
রাজদ্রোহী কথা ধনি! যা বলিলে তাহামানি,
কিন্তু যদি জ্বলে প্রজা কুল।

তবেকি রাজার প্রতি, থাকয়ে প্রজার মতি,
কর দেখি দুয়ে সমতুল ॥
সে সময়ে প্রাণামার, যুদ্ধ বিনা কিবা আর,
আছে বল উপায় তাহার।
তুমি মম বুদ্ধি বল, একথায় কিবা বল,
পূর্ব্ব পক্ষ কর প্রাণামার ॥
বলিলে "তোমারসেবা," এ কথাটি নাড়ে কেবা,
কার ঘাড়ে এত রক্ত আছে।
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র চন্দ্র যমবর,
সকলেই জুজু তব কাছে ॥
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মান অপমান,
তুমি স্বর্গ তুমি সর্ব্ব সুখ।
দেখি তোমা সূর্য্য সম, তুমি ধ্যেয় বস্তু মম,
সুখী হই দেখে তব মুখ ॥
ধন মান পদে আর, শৌর্য্য বীর্য্য রাজ্য ভার,
নাহি দেখি কোন প্রয়োজন।
সকলি এ পদতরে, নহে তায় কিবা করে,
এপদ পরম মোক্ষ ফল।
যে না ইহা সেবা করে, তার জন্মে কিবা করে,
বৃথা তার আসা ভূমণ্ডল ॥
আমি তব পদে দাস, ছেড়েছি বীরত্ব আশ,
বার মাস রব তব কাছে।

দেশ যাক্ ছারে খারে, মারুক পায় যে, যারে,
তায় মম কিবা ক্ষতি আছে ॥
অঞ্চল ধরিয়া তব, নিরন্তর ঘরে রব,
যাক্ সব ছাড়িব না তোমা।
যথা সব গরু দলে, কাপুরুষ মোরে বলে,
তাহাই করিব প্রাণ সমা ॥
আর কোন সভা স্থলে, যাব না-কো প্রাণে ম'লে
দেখিব না স্বজাতি বদন।
ওলোধনি প্রাণধন! করিলাম দৃঢ় পণ,
দৃঢ় পণ প্রতিজ্ঞা বচন ॥

ক্রমে ক্রমে মোগল সৈন্য ও সেনাপতি সকল সমবেত হইল। উভয় পক্ষে অসংখ্য হস্তী, অসংখ্য অশ্ব সম্বলিত প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সৈন্য গণের পদভরে মেদিনী টলটলায়মান, অব্যক্ত কোলাহলে গগন শব্দায়মান, সমর সজ্জায় সুসজ্জিত বাজি, গড়—মধ্যস্থ এক উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, ঘোরতর গভীর নিনাদে গগনতল প্রতিধ্বনিত করতঃ সুসজ্জিত সৈন্য সকলকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রজাপালক স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মা নরপতিগণ! প্রতিজ্ঞা পালনাসক্ত স্বাতন্ত্র্য প্রিয় ভারত প্রিয় বান্ধব কার্য্য কুশল সাধু সদাশয় যুবক সকল! বীর মদোম্মত্ত স্বকার্য্য নিরত ভারত সন্তান পদবাচ্য প্রিয়তম সৈনিক সকল! তোমরা আর কতদিন ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে! তোমাদিগের মান সম্ভ্রম যাহা কিছু ছিল তাহা সকলই বিধর্ম্মী বাদসাহের কর কবলিত হইয়াছে এক্ষণে একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, নিদ্রাযোগে সকল হারাইয়াছ, গৃহে আর গৃহসামগ্রী,

কিছুই নাই, লুক্কায়িত রত্ন নাই, অধিক কি কহিব তোমাদিগের হৃদয় রত্ন পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে। আরংজেবের দৌরাত্ম্যে গৃহের আর সে শোভা নাই; বায়ু পীড়িত বনের ন্যায়, পরিত্যক্ত গৃহের ন্যায় শ্রীহীন হইয়াছে। দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমরা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছ, কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত আছ, তাহাতেও কলঙ্ক পতন হইতেছে তথাচ কি নিদ্রা ভঙ্গ হয় না! এ কি ঘোর নিদ্রা! এ কি কাল নিদ্রা! এক নিদ্রাতেই সর্ব্বনাশ হইল!! সম্মুখস্থ মোগল সৈন্যের ঘোরতর কোলাহল ধ্বনি কর্ণ বধির করিতেছে শ্রবণ কর। অদ্যাপিও আর্য্যনামে অভিহিত হইয়া থাক, তাহা পবিত্র রাখিতে যত্নবান্ হও। আমাদিগের পূর্ব্বোৎপন্ন বীরগণকে এক একবার স্মরণ কর। তাঁহাদিগের অদ্ভুত কার্য্যাবলি মনোমধ্যে ভাবনা কর। স্বদেশ রক্ষণে যত্নবান হও। ম্লেচ্ছগণ মস্তকে পদাঘাত করিতেছে, একবার উত্থিত হও। পদরেণু ঝাড়িয়া ফেল, কটী বন্ধন কর এবং করে করবাল গ্রহণ করিয়া ভীরুতা কলঙ্ক বিমোচন কর, শরীর নশ্বর কখনই স্থায়ী নহে, একদিন অবশ্যই পতন হইবে, রণে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষের লক্ষণ; যে সকল ব্যক্তি সমরে বিমুখ হইয়া পলায়ন করে, তাহারা পশু মধ্যে পরিগণিত! আজিই হউক, কালিই হউক, আর দশদিন পরেই হউক, অবশ্যই মরিতে হইবে, কেহই কৃতান্তের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবেনা। কলঙ্কিত জীবনে কয়েক দিনমাত্র জীবিত থাকা অপেক্ষা উপস্থিত সমরে শরীর দান করতঃ পরিত্রান্তঃকরণে স্বর্গে গমন করা সহস্রং গুণে উৎকৃষ্ট। স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া, জীবিত থাকিবার ফল কি? যাহারা জন্ম ভূমিকে পরকবলিতা দেখিয়া সুস্থির থাকিতে পারে, তাহারা নিজ প্রিয়পদার্থকেও পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারে। যাহারা সামান্য ধনমদে মত্ত, স্বদেশরক্ষণে উদাসীন, প্রবল আমোদ প্রিয়, রমণীসদৃশ ভীরু, সকল কার্য্যে দীর্ঘ সূত্রী, আলস্যের দাস, দাসত্বের ভিক্ষুক, পরপদ

প্রহারাভিলাষী; নীচান্তঃকরণ, দুরাশয়, স্বার্থপর, রহস্যোদ্ভেদক, তাহারা স্বদেশের পরম শত্রু; সেই নীচাশয় কুসন্তানগণ হইতেই জননীর এই দারুণ দুর্দ্দশা সমুৎপন্ন হইয়াছে। আইস আমরা করে করবাল গ্রহণ করিয়া-জননীর দুঃখ বিমোচনে যত্নবান হই; মনের সাধে রণসাগরে সন্তরণ দিই; সজোরে নীরে নিমগ্ন হইয়া প্রণষ্ট প্রিয়রত্ন সকল উদ্ধার করি; শত্রুশোণিতে বসুমতীকে স্নান করাইয়া ভক্তি পুষ্পে পূজাকরতঃ মোগল মস্তক উপহার দিয়া জন্ম সার্থক করি। বিধর্ম্মী দুরাত্মা মুসলমান অত্যাচারীগণের মস্তকে বামপদ প্রদান করিয়া, মনের দুঃখ নিবারণ করি। চিরসঞ্চিত কোপানলে, শোণিতাহুতি নিক্ষেপ করিয়া সুধাসলিলে অবগাহন করি। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে পুষ্পাঘাত, স্বদেহ নির্গত রুধিরধারাকে জলধারা; ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাতলে শয়নকে মাতৃক্রোড়ে শয়ন, জ্ঞান করা বীরোচিত কার্য্য; সমরে মৃত্যু স্বর্গের কারণ, শত্রু নিপাতন পরম ধর্ম্ম, ইহা বীর-পুরুষেরাই স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি বীর বলিয়া গণ্য হইতে চাহ, যদি জননীর সন্তান পদ বাচ্য হইতে ইচ্ছা থাকে, যদি ধরাধামে অখণ্ড যশোরাশি সঞ্চয় করিবার বাসনা হয়, যদি পূর্ব্বোৎপন্ন মহাবীর সকলের সুচারুগতি লাভ করিবার প্রবৃত্তি হয়; তাহা হইলে করে তরবারি গ্রহণ কর, হৃদয়ে প্রভূত সাহস সঞ্চয় কর; ধৈর্য্য বীর্য্য গুণের শরণাপন্ন হও; ঐ শ্রবণ কর, কি মধুর স্বরেই রণবাজনা বাজিতেছে। বাঁশীর শব্দ, ভেরীর আওয়াজ, দুন্দুভির ধ্বনি, হৃদয় পুলকিত করিতেছে। শরীর উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতেছে। পদযুগল আপনাপনিই তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য করিতেছে। এমন দিন আর হইবেনা; আজি জন্ম সার্থক হইল, শরীর পবিত্র হইল; মন মনের মতন রত্ন পাইল। একবার সকলে হর হর শব্দ করিয়া ভারতসন্তানগণের জয় ঘোষণা কর।

রাজপুত জাতি স্বভাবই নির্ভীক, তাহাতে আবার অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় বাজির প্ররোচনা বাক্যে ; সকলে দ্বিগুণতর দর্পিত হইয়া উঠিল। অসংখ্য সৈন্য এক বারে হর হর শব্দ করিয়া উঠিল। তুমুলশব্দ, গগন মার্গ ভেদ করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রতিধ্বনিত হইল এবং মুসলমান সেনাগণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। আর ঠিক এই সময়েই মাধব, সেনাগণকে বহুল সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া কয়েক দলকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন আব কয়েক দল সুসজ্জ হইয়া গড় মধ্যে রহিয়া গেল। আর কয়েক দল মাধবের আদেশে গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হওত ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দুইপার্শ্বে গমন করিল।

প্রতি শোধ।

দেখিতে দেখিতে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম বাজিয়া গেল। সৈন্যগণের মার্ মার্ কাট কাট্ হান্ হান্ শব্দে, ডঙ্কা নিনাদে অশ্বের হ্রেষারবে, বন্দুকের শব্দে, কামানের গম্ভীর নিনাদে, অস্ত্রের ঝন্ ঝনিতে, আর্ত্তের মরণোচ্চ কাতরধ্বনিতে, দর্পোদ্ধত বীর পুরুষের দর্পোৎকট কঠোরনিনাদে, মেদিনী কম্পিত ও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রণ ভূমিতে রুধির স্রোতঃ বহিতে লাগিল। ভাদ্রমাসের তাল ফলের ন্যায় মোগল মস্তক সকল ভাসিতে লাগিল। অশ্ব হস্তী সকল পর্ব্বত প্রমাণে পড়িয়া গেল। বর্ম্ম চর্ম্ম অসি খড়্গ সম্বলিত সৈন্য সকল স্থানে স্থানে স্তূপাকার হইল। বারুদ ধূমে রণ ভূমি অন্ধকার হইল, কে কাহারে কাটে তাহার স্থিরতা নাই। বাজির আনন্দের সীমা নাই। কদলী দলের ন্যায় বিপক্ষ সৈন্য ছেদন করিতেছেন। আর উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন প্রিয়তম রাজপুত্রগণ! মোগল সেনার আর রক্ষানাই যে যত পার, ছেদন করিয়া ভারত জননীর প্রীতি সম্পাদন কর। মোগল সৈন্যের দারুণ দুর্দ্দশা

দেখিয়া, আজিম, মোয়াজিম, আজিমোসান নামক তিনজন সেনা-পতি অসংখ্য অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বাজিরাওকে আক্রমণ করিল এবং দেখিতে দেখিতে বাজির পার্শ্বস্থ বহুল রাজপুত সৈন্য নিপাত করিয়া ফেলিল। বাজির সৈন্য মধ্যে ঘোর কোলাহল পড়িয়াগেল। ক্রমে সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিলে, বাজিরাও কহিতে লাগিলেন, হে! মদীয় পার্শ্বচর সৈন্য সকল! ঘৃণিত জীবনে পলায়ন অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর, এই আমি দ্বিগুণতর সাহসের সহিত অস্ত্র গ্রহণ করিলাম, আইস, সহচর হও এই বলিয়া অগ্রেসর হইলেন। অসংখ্য মোগল সৈন্য বাজিকে বেষ্টন করিল। কিছুতেই ভয় নাই অকুতোসাহস, অতুল ভরসা; চতুর্দ্দিক হইতে অসি খড়্গ ভল্লাদির প্রহার হইতে লাগিল, পরিহিত অভেদ্য বর্ম্ম, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, ক্রমাগত অস্ত্রাঘাত হইতে হইতে বাজির ক্রোধোদয় হইল, রণমত্ত কেশরীর ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে মুসলমান সেনাপতি-ত্রয়কে আক্রমণ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের পার্শ্বস্থ অনুচর গণের অধিকাংশকেই সমন সদনে প্রেরণ করিলেন। বীরকেশরী বাজিরাওয়ের তাদৃশ অসাধরণ বীরভাব-লোকনে অনুচরগণ সাহসী হইয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইল।

মাধব দূর হইতে বাজিকে বিপদসাগরে ভাসমান দেখিয়া, বংশীবাদন করিলেন। মাধবের বাঁশী শ্রবণে মহারাজজয়ন্তদেব, ভেরীর শব্দ করিলেন। তচ্ছব্দ শ্রবণে গড় মধ্যে তৎক্ষণাৎ একটী নীল পতাকা উড্ডীন হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটী তোপ হইয়া গেল। তোপহইবামাত্র একদল অক্লান্তরাজপুত সৈন্য গড় হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাধব তাহাদিগকে বাজিরাওয়ের সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া বাজির সহিত সমবেত হইল। আর ক্লান্ত দল গড় মধ্যে চলিয়া গেল। মাধব পুনর্ব্বার বাঁশীর শব্দ কবিলেন, আর পূর্ব্বমত সমস্ত কার্য্য

নির্ব্বাহ হইয়া, একদল সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল ও ক্লান্ত দল গড় মধ্যে চলিয়া গেল। মাধব দ্বিতীয়দলকে, সমাগত চন্দ্রকেতুর সাহায্যার্থে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন চন্দ্রকেতু! আমি বাজির নিকট চলিলাম। তুমি সাবধানে যুদ্ধ কর, বিপদ দেখিলেই লাল পতাকা উড্ডীন করিবে, তাহা হইলেই আবশ্যকমত সাহায্য পাইবে এই বলিয়া গমন করিলেন। আসিয়া দেখেন,বাজি সমর সাগরে ভাসমান; হিতাহিত বিবেচনা শূন্য; ক্রোধে উন্মত্ত; বিদ্যুদ্বত্ অস্ত্র চালনা করিয়া, মুসলমান কুলক্ষয় করিতেছেন। দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন আর গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, বাজি! তোমার জননী তোমাকে শুভক্ষণে গর্ব্ভে ধারণ করিয়া ছিলেন। অকস্মা এই স্নেহপূর্ণ গভীর ধ্বনি কর্ণে বাজিল, বিবেক শক্তি কথঞ্চিত্ স্থির হইল, পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, পূজ্যাস্পদমাধব উপস্থিত; আনন্দের সীমা নাই, উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, মহাশয়! বাজির অশুভ ভাবনায় ভীত হইয়া কি আগমন করিয়াছেন? কোন চিন্তা নাই; আপনি অস্ত্র ধারণ করিবেন না, স্থির হইযা দর্শন করুন, আমি একাকীই সকলকে সমন সদনে প্রেরণ করিতেছি। মাধব কহিলেন বাজি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমাতে সকলই সম্ভবে; ইত্যবসরে আজিমোসান কহিল রে কাফের! অগ্রসর হ; আমি তোর্ যুদ্ধের সাধ পূর্ণ করিয়া দিই; বাজি শ্রবণ করিয়া তদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া অরুণনয়নে কর্কশস্বরে কহিলেন-রে দুরাত্মন্ ম্লেচ্ছ! এই বাজি তোর্ মুণ্ডে বাম পদ প্রদানে অভিলাষী হইল, ক্ষমতা থাকে রক্ষাকর, পশ্চাত্ যাহা বলিবার তাহাই বলিস্। এই বলিয়া সজোরে অসি প্রহার করিলেন। যবনও তত্ক্ষণাত্ প্রতি প্রহার করিল। উভয় আঘাতই চর্ম্মে বর্ম্মে লাগিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। ক্ষিপ্রহস্ত বাজি, বিদ্যুদ্বত্ তরবারি চালনা করিয়া আর একটী আঘাত করিলেন। এই আঘাতে আজিমোসানের

স্কন্ধাবৃত বর্ম্ম ছেদ হইয়া গেল এবং রুধির ধারা বিগলিত হইল। মুসলমানসেনাপতি প্রহার যাতনা সহ্য করিয়া ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক ঘোরতর গভীর গর্জ্জনে বাজির মস্তকে আঘাত করিল। শিরস্ত্রাণ ভেদ হইয়া মস্তকে আঘাত লাগিল। মহাক্রোধী বাজি, যেমন প্রহার প্রাপ্ত হইলেন, অমনি সুযোগক্রমে সুদৃঢ় তীক্ষ্ণ ভল্ল, তাহার বক্ষঃস্থলে সবলে বসাইয়া দিলেন! এবং তৎক্ষণাৎ অসির আঘাতে অশ্বকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেনাপতি রক্ত বমন করিতে করিতে ঘোটকসহ ভূতলে পতিত হইয়া শমন সদনে গমন করিল। বাজি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন প্রত্যাগমন করিবেন অমনি অপর দুই জন সেনাপতি দুই দিক হইতে দুই আঘাত প্রদান করিল। এক আঘাতে বর্ম্মের সহিত বামবাহুর ত্বকাংশ ছিন্ন হইল। অপর আঘাত চর্ম্মে লাগিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহারা পুনর্ব্বার যেমন যুগপত্ প্রহার করণার্থে পূর্ব্ব ভাগ আবক্র করিল, অমনি মাধব বিদ্যুদ্বৎ আগমন করিয়া এক আঘাতেই একজনকে সবর্ম্ম দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অন্য জনও বাজির সকোপ আঘাতে দক্ষিণ হস্ত খানি প্রদান পূর্ব্বক পলাইয়া প্রাণে বাঁচিল। অবশিষ্ট সেনাপতি সকল মহাক্রুদ্ধ হইয়া অসি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া কামান চালনায় অনুমতি দিল! আমাদের বাজিও কামান চালনায় আজ্ঞাদিলেন। দুই পক্ষে গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। বাজিরাও কোন কার্য্যেই অপারগ নহেন। এমনই কৌশলে গোলা চালাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে দুই জন মুসলমান সেনাপতি একবারে উড়িয়া গেল। অপর এক জনের এক খানি পদ ছিন্ন হইল। আজিম যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মোগল সেনা সকল সেনাপতির পলায়ন দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। সুচতুর বাজি, বহু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সমভি-ব্যাহারে তাহাদের পশ্চাদ্গামনপূর্ব্বক অগ্রে প্রেক বিদ্ধ করিয়া

কামান সকল অকর্ম্মণ্য করিয়া দিলেন। পশ্চাৎ নিষ্কোষ অসি প্রহারে ম্লেচ্ছদিগের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিলেন। এবং ঠিক এই সময়েই পূর্ব্ব প্রেরিত রাজপুত সৈন্য সকল এই পলায়মান মুসলমানসৈন্য সকলকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আর নিস্তার নাই, চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য মুসলমান ধরাশায়ী হইল। রণ ভূমি, রুধিরস্রোতেঃ প্লাবিত হইয়া গেল। এবং প্রায় অর্দ্ধলক্ষ মোগল মস্তক ধরাতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বহু মূল্য পরিচ্ছদ, চাকচিক্যময়—বিবিধঅস্ত্রাদি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রণ ভূমির ভীষণত্ব সমুৎপাদন করিল।

মহারাজ জয়ন্তদেব আরংজেবের পূর্ব্ব শত্রুতা বিস্মৃত হয়েন নাই। এক্ষণে উপযুক্ত সময় পাইয়া, মুসলমান দিগকে আর প্রাণে নষ্ট না করিয়া বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। অসংখ্য সৈন্য বন্দীভূত হইল। জয়ন্তদেব তাহাদের অধিকাংশের শ্মশ্রুমুণ্ডন করাইয়া গলদেশে তুলসীর এবং রুদ্রাক্ষের মালা দেওয়াইলেন। হরিনাম এবং শিব নাম শ্রবণ করাইলেন। অবশিষ্টের কিয়দংশকে বিশেষ অপরাধী বোধে, বিশেষ রূপ যন্ত্রণা দিয়া নিপাত করাইলেন এবং অবশিষ্টাংশের বদন মণ্ডলে শূকর শোণিত প্রদত্ত হইল। তদনন্তর মুসলমান সাম্রাজ্য আক্রমণ আরম্ভ হইল; মসজিদ সকল চূর্ণ করা হইল, মুসলমানী যুবতী দিগকে অকথ্য রূপে ক্লেশ ও দণ্ড দেওয়া হইল; মোল্লা দিগকে প্রেকে বিদ্ধ ও ফকির দিগকে বৈষ্ণব করা হইল। বালক বালিকাগণও নিষ্কৃতি পাইল না। তাহারা স্থানে স্থানে বৃক্ষশাখায় লম্বমান হইল। চতুর্দ্দিক হইতে রাজপুত সৈন্যের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুসলমানেরা দারুণ ভীত হইল। কেহই আর মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়না। সকলেই প্রকৃত হিন্দু হইয়া বসিল। বাটীর সম্মুখস্থ পীরের মসিদ ভগ্ন বলিয়া তুলসী ও বিল্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া রক্ষা পাইবার উপায় করিল, এই

ভয়ঙ্কর-যুদ্ধের পরাজয় সংবাদ অবিলম্বে সম্রাট আরংজেবের নিকটে প্রেরিত হইল। সম্রাট শ্রবণ করিয়া দারুণ দুঃখ সন্তপ্তান্তঃকরণে দিন যামিনী অতি বাহিত করিতে লাগিলেন। এক দিন মাধব গড়, মধ্যে পদ চারণা করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময়ে একজন পরিহাসপ্রিয়সেনাপতি, মাধবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন মহাশয়! আমার সমভিব্যাহারী এই লোকটীর পরিচয় গ্রহণ করিলে আনন্দিত হই। মাধব, তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন ওহে বাপু! তোমার নাম কি? আগন্তুক কহিল এজ্ঞে আমার নাম রহিম—রামদাস, মাধব কহিলেন রহিম রাম দাস কেমন? রহিম কহিল এজ্ঞে—রহিম ছ্যালো, রাম দাস য়্যাকেচে। মাধব কহিলেন কে—রাখলে। রহিম কহিল এজ্ঞে—আম্‌গার মাঁ। মাধব কহিলেন তুমি—কি জাতি? রহিম বলিল এজ্ঞে হুঁদু। মাধব কহিলেন তোমার গলায় কি? রহিম বলিল এজ্ঞে ঝিলিমিলি—নানা—ঐ যে—গো—ব্যালের মালা, আর দুলোলের কুঁদো। মাধব বলিলেন কুঁদো—কি? ভাল বুঝতে পাল্লেম না, রহিম বলিল ঐ—যে-যে গাচে কুকুরে প্যাসাব করে, য়্যা, তারই ডাল কাটা, সেনাপতি কহিলেন মর্ ব্যাটা—কুকুরে মোতে কি রে? রহিম বলিল এজ্ঞে—না না—এই কথার সর্‌তে ব'লে ফ্যালেচি, ঐ যে—গো ঝার কাট ঘসে গুন্দু ক'রে ঝার পাতা একটা ফুটো পাথরের মাথায় ব্যাম্‌নেরা চেপ্‌য়ে দ্যায়, য়্যা তারই ডাল কাটা। মাধব কহিলেন তোমার নাকে কি? রহিম বলিল মাটীর নক্‌সা ছাব—গো—ছাব্। মাধব কহিলেন ও-সব কেন? রহিম বলিল এজ্ঞে—হুঁদুর ছাবাল্ এ—সব না কল্লি পানি—মর্ জল খাতি নাই। সেনাপতি কহিলেন তোর্ বাপের নাম কি? রহিম কহিল এজ্ঞে স্যাক—নারাণ; সেনাপতি কহিলেন—ব্যাটা স্যাক কি? রহিম বলিল এজ্ঞে স্যাক্‌টা কেমন বেরয়ে গেচে—এই বলচি স্যাক্‌রা নারাণ—

স্যাকম্মা নাগণ। সেনাপতি কহিল তোর্ মায়ের নাম কি? রহিম কহিল এজ্ঞে—ফলু বিবি। মাধব হাসিতে হাসিতে কহিলেন জেতে বড় পাকা। সেনাপতি কহিলেন হাঁরে তুই কোন ঠাকুরের ভজন জানিস্? রহিম বলিল এজ্ঞে—জানি। সেনাপতি কহিল বল্‌ে রহিম বলিল। এজ্ঞে তা—বল্‌চি

দুর্গার নাম লও রে
রাম বল, রহিম বল, বল দুর্গার নাম।
শিবির নাম নিলে পরে পূরা হবে কাম॥
দুর্গার নাম লও রে

মাধব কহিলেন। আর তোমার নাম কত্তে হবে না, ক্ষান্ত হও; সেনাপতি ইহাকে বিদায় দাও। তচ্ছ্রবণে রহিম গমন করিল। এই সময় দ্বিতীয় সেনাপতি প্রথম সেনাপতিকে কহিল—ওহে ভাই! এ ব্যক্তি পরম হিন্দু; ইহাকে কন্যাদান ক'রে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর; প্রথম সেনাপতি কহিল তোমার ভাগ্‌নী বিয়ে কত্তে মত কল্লে, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রণয় পরম পদার্থ।

প্রণয় পরম পদার্থ; ইহাতে অসন্তোষকর কোন বিষয়ের লেশমাত্র নাই। বরং সুখ এবং সন্তোষের আধার; প্রণয়, হৃদয়ের ধন, হৃদয়েই উৎপন্ন হয় এবং আমরণ দেহেই অবস্থান করে। ইহা জাতির অপেক্ষা করে না এবং ধন, মান সৌভাগ্যের বশেও থাকে না। জগত্‌পতি সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তই প্রণয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতে যদি প্রণয় না থাকিত তবে লোকে আনন্দ কাহাকে বলে জানিতে পারিত না। এই প্রণয়ই অসহ্য মনো-দুঃখদূর করিয়া থাকে। ইহার লাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।

যিনি যথার্থ প্রণয়-সুখের অধিকারী, তিনি নরলোক বাসী হইয়াও পরিশুদ্ধ স্বর্গ রাজ্যে অবস্থান করেন। যে দম্পতী মধ্যে এই পবিত্র প্রণয়ের সত্তা নাই, তাহাদিগের তুল্য অসুখী জগতে অতি বিরল; তাহাদিগের অন্তঃকরণ মরুভূমি সদৃশ নীরস; দেহ সর্ব্বদাই এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ সমুদ্রে ভাসমান; সংসার, তাহাদিগের পক্ষে কারাগার সদৃশ; জীবন, পরম ক্লেশকর; ফলতঃও এক প্রণয়ের অভাবে তাহারা "অভাব সমুদ্রে ভাসমান" একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অকৃত্রিম প্রণয় জগতে দুর্লভ পদার্থ; ইহা একবার উৎপন্ন হইলে আর কোন কালে যাইবার নহে। আজি আমাদের হেমাঙ্গী সেই প্রণয়ে বদ্ধ; প্রেম বশে বাজির মনোমোহিনী মূর্ত্তি, হৃদয় ধামে স্থাপন করিয়া প্রণয় চক্ষে দর্শন করিতেছেন।

তারা হেমাঙ্গীকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মাতা এলোকেশীর যাহা বাসনা ছিল তাহাত পূর্ণা হইল। এক্ষণে মহারাজ জয়ন্তদেবের সন্তোষের হইলেই কৃতার্থ হই। বৈজয়ন্তেশ্বরী বাজিকে যে রূপ ভাল বাসেন, আর রাজকুমারী হেমাঙ্গীর যেরূপ পক্ষপাতিনী, তাহাতে তাঁহার অমতের কোন আশঙ্কা নাই। সে যাহা ঘটিবার পরে ঘটিবে, এক্ষণে একবার হেমাঙ্গীর প্রণয় পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এই স্থির করিয়া তারা মধুরবচনে "রাজপুত্রি! রাজপুত্রি! হেমাঙ্গি! হেমাঙ্গি! বলিয়া অহ্বান করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান শূন্য, কে—উত্তর দিবে; তারা পুনরপি আহ্বান করিতে লাগিলেন। কতক্ষণের পর হেমাঙ্গী চকিত হইয়া "না—আজি যাইতে দিব-না" পর ক্ষণেই কহিলেন, তারা! তুমি কি আমায় ডাকিতেছ? তারা কহিলেন আর এ ঘরে কে-আছে যে তোমাকে ডাকিবে? হেমাঙ্গী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, আমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলাম, কৈ—কি বলিতে ছিলে বল।

তারা কহিলেন তোমার স্বর বিকৃত হইল কেন? রোদন করিয়াছ না কি? এতক্ষণ কি ভাবিতেছিলে? "আজি যাইতে দিবনা" কাহাকে বলিলে? তাহার পর "আর কি বলিবে"! মনে করিয়াছিলে? হেঁ হেমা! কাহাকে এত সাদরে যত্ন করিলে? দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ-করিয়া নিরুত্তর হইলে যে? অবগুণ্ঠন উম্মোচন কর, আমার কথার প্রত্যুত্তর দাও, যাঁহার নিমিত্ত ঘোমটা তিনি অনেকক্ষণ এখান হইতে গিয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে তারা, সত্বর উত্থিত হইয়া হেমাঙ্গীর ঘোমটা উন্মুক্ত করিয়া দেখেন, নয়ন অশ্রু জলে পরিপূর্ণ, বদন, উষাকালীন শিশির সিক্ত কমলের ন্যায় ম্লান, দেখিয়া সুবাসিত জল আনয়ন করিলেন, মুখ প্রক্ষালন করাইলেন। তৎপরে বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইলেন তদনন্তর সাদরে মুখ চুম্বন করিয়া অঙ্কে বসাইয়া কহিলেন হেমাঙ্গি! তারা তোমার চিরসঙ্গিনী এবং সুখ দুঃখ সমভাগিনী, তুমি তাহাকে কোন কালে মনের কোন কথা গোপন কর নাই। যখন যে ভাবমনেউদয় হইয়াছে, তখন তাহা ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া প্রকাশ করিয়াছ। আজি কোন কথা কহিতেছ না কেন? আমার নিকটে লজ্জা কি? যাহা মনে উদয় হইতেছে অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রকাশ করিয়া বল, প্রকাশ করিলে যদি তারার প্রাণ দিলেও প্রতিকার বা উপকার হয়, সে তাহা করিতে কুণ্ঠিতা নহে।

হেমাঙ্গী কহিলেন তারা! তুমি আমার প্রিয় সঙ্গিনী, আমি ভূমিষ্ঠা হইয়াবধি তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিনা। আমার মনের কথা তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে বলিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি যে কিজন্য রোদন করিয়াছি তাহা জানিতে কি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতীর আর অপেক্ষা আছে? বোধ হয় না। যাঁহাকে নিষেধ করিয়াছি তিনিই আমার এই রোদনের কারণ,—

তারা। যাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছ আমি কি তাঁহার নাম

শুনিতে পাইব না? হেমাঙ্গি! আমার দিব্য তাঁহার কি নাম বল।

হেমাঙ্গী। তারা! বলিতে যত্ন করিলাম কিন্তু রসনার প্রিয় সঙ্গিনী লজ্জা, অমায় বলিতে দিল না।

তারা নারীজাতি ত কেবল স্বামীর নাম গ্রহণেই সঙ্কুচিতা, তোমারও কি সেই কারণ? আহা—বেস! বেস!

না ফুটিতে কলি না হ'তে মধু।
হৃদয়ে বাঁধিয়া ফেলেছ বঁধু॥
বালিকা বয়সে এমন কাজ।
স্মরিলে মানসে জনমে লাজ॥

হেমা। তারা অতঃপর আমারে যে এই রূপ অনেক কথা সহ্য করিতে হইবে তাহা আমি অগ্রেই স্থির করিয়াছি। বল, যত পার বল, আমি শুনিয়া ছিলাম, প্রণয়ঃ কুল, শীল, মান, অপমান, ভয়, লজ্জা কিছুরই ভয়রাখে না। আজি আমার লজ্জা তীরোহিত হইয়াছে। আজন্ম সহচর মন আমার পরিত্যাগ করিয়াছে। বাসনাসতী তাহার অনুগামিনী হইয়াছে। যে সকল মনোবৃত্তি আমার সহিত পরিবর্দ্ধিতা, তাহারা আমায় পরিত্যাগ করিযাছে। পূর্ব্বে যখন প্রকৃতির সহিত পুরুষের, কিম্বা পুরুষের সহিত প্রকৃতির প্রণয়ের কথা, আর তাহাদিগের আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব, বিরহ, মান, স্মর দশার কথা শ্রবণ কিম্বা গ্রন্থমধ্যে পাঠ করিতাম, তখন সস্মিত, লজ্জিত এবং চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কত কথাই বলিতাম। রমণী গণকে ধৈর্য্য বিহীনা বলিয়া তিরস্কার করিতাম। ছি! কি লজ্জার কথা, বলিয়া রসনায় দসনাঘাত করিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমার সেই ধৈর্য্য ও সেই সেই ভাব কোথায় গেল!! তারা! পূর্ব্বে যদি জানিতেপারিতাম ইহার মধ্যে অপূর্ব্ব ঘটনাবলী বিরাজমান।

আছে, তাহা হইলে কি আমি বালিকা স্বভাবের পরিচয় প্রদান করি! কখনই না। বুঝি বিধাতা এতদিনের পরে আমায় পূর্ব্বোপহাসের প্রতিফল দিলেন। এক্ষণে আমি কোথায় যাইব, কি করিব, কি করিলে অন্তঃকরণ সুস্থির হইবে তাহার কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিনা। একের অবিদ্যমানেই এই অভূতপূর্ব্ব ক্লেশ পরম্পরায় পতিত হইলাম! চক্ষু কর্ণই আমার সর্ব্বনাশ করিল! পূর্ব্বে শ্রবণ, যাহার গুণাবলী শ্রবণ করিয়া আমাকে পক্ষপাতিনী করিয়াছিল এক্ষণে নয়ন তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অনুগামিনী করাইল; তারা! যদি আরও স্পষ্ট শুনিতে চাহ তবে শোন, আজি আমি বাজিরাওয়ের সহিত স্বয়ম্বরা হইয়াছি। একবার নয় মুক্ত কণ্ঠে শতবার বলি, বাজি আমার প্রাণেশ্বর, তিনিই আমার পতি, আমিই তাঁহার পত্নী; তারা শ্রবণ করিয়া অনুপম আনন্দে বিমোহিত হইয়া মনের ভাব মনে রাখিয়া দারুণ বিষণ্ণ বদনে কহিলেন রাজকুমারি! ক্ষান্ত হও, বালিকা বুদ্ধিতে অসংলগ্ন প্রলাপ করিতেছ কেন? স্বকীয় উন্নত কুল স্মরণ কর, তুমি তোমার বশীভূতা নহ; তোমার উপর একজন দাতা আছেন। তিনি একথা শুনিলে মহা বিপদ ঘটিবে। রাণীর কর্ণ গোচর হইলে যন্ত্রণার সীমা থাকিবে না। একজন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি, প্রসিদ্ধবংশের জামাতা হইবে, ইহাকি তুমি স্বপ্নেও বিশ্বাস কর? না আমরা এতদ্বিষয়ের কোন কথার উত্থাপন করিতে পারি? তুমি তোমার মনকে ব্যবসিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর। বাজিরাও অপেক্ষা সহস্র গুণে গুণবান সুকুমার পুরুষ তোমার ভর্ত্তা হইবেন। মহারাজ কি তোমায় বাজির করে সমর্পণ করিতে পারেন? তুমি স্ত্রী জন সুলভ শালীনা পরিত্যাগ করিয়া আর ও কথা মুখে আনিও না। আমি এতক্ষণ বাজির সমক্ষে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি সে সকল পরিহাস মাত্র, তোমার সম্বন্ধে তাহার বিন্দু বিসর্গও নহে।

এমন জানিলে বাজিকে এ গৃহে রাখিয়া যেতোনা তারা।
ক্ষণ কাল মাঝে হরণ ক'রেছে রাণীর—নয়ন—তারা ॥
তোমারো উচিত ছিল লো ললনে! যাইতে অপর ঘরে।
তাহা নাহি করি মনঃ প্রাণ সব সুঁপেছ বাজির করে ॥
এ যে দেখি প্রেম বড় বাড়াবাড়ী, ছাড়া ছাড়ী হ'য়া দায়।
এ-নব বয়সে নবীন লতিকা শুকালো বজর ঘায়!!

হেমাঙ্গী শ্রবণ করিয়া রোষারুণিত নয়নে সরোষ বচনে কহিলেন, তারা! ক্ষান্ত হও, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। তোমাকে বুদ্ধি মতী স্ত্রী বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল। কিন্তু তুমি তাহা নহ; রমণী কুল কলঙ্কিনী। তুমি কি আমায় সামান্য বনিতা জ্ঞান করিলে? আমি এক বার যাঁহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাকে কি তোমার কথায় ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরের আশ্রিতা হইব? আমি তোমার প্ররোচনা বাক্যে মুগ্ধা অথবা ভয় গর্ভ কথায় ভীতা নহি। তুমি স্ত্রীলোক হইয়া কোন্ সাহসে, কোন লজ্জায়, কোন্ বুদ্ধিতে আমাকে পতি পরিত্যাগ করিতে কহিলে? তোমার নারী জন্মে ধিক! তারা! আমি এই পূর্ব্বেই বলিয়াছি; প্রণয়, রূপ মান সম্ভ্রম ঐশ্বর্য্য জাতি কুল কিছুই চাহে না। মনের ধন, মনের মিলনেই উৎপন্ন হয়। বাজি যদি রূপাদি হইতে একান্তই বঞ্চিত হয়েন, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া যদি দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিতে হয়; শত গ্রন্থী জীর্ণ বস্ত্রে অঙ্গাবৃত করিয়া লজ্জা রক্ষা করিতে হয়; পর্ণ কুটীরে পর্ণ শয্যায় শয়ন করিতে হয়; কাঙ্গালিনীর বেশে ধরাধামে বিচরণ করিতে হয়; তাহাতেও আমি কুণ্ঠিতা নহি। সেই শাকান্ন সুধাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, সেই বস্ত্র বারাণসী সাটী অপেক্ষাও মনোহর, সেই শয্যা, কুসুম শয্যা অপেক্ষাও সুকোমল এবং লোভনীয়,

সেই আবাস রাজভবন অপেক্ষাও হৃদয়হারী, তুমি অনর্থক জনক-জননীর ভয় দেখাইতেছ কেন? কন্যা বাসনানুযায়ী পতিলাভকরে ইহা তাঁহাদের বাঞ্ছনীয়; স্বামী মনোনীত না হইলে যে কি, ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা স্ত্রীলোক মাত্রেই অনুভব করিতে পারে। পিতা মাতার কর্ত্তব্য যে, কন্যাকে স্বয়ম্বরা হইতে দেন। যাহাকে চিরকাল একজনের সহিত জীবন ক্ষেপণ করিতে হইবে, তাহাকে তাহার মনের মত স্বামী দেওয়াই কর্ত্তব্য; তদ্বিপরীত হইলেই বিবিধ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। যদি কুমারীকে সুখিনী করা পিতা মাতার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা অবশ্যই কন্যার বাসনানুযায়ী কার্য্য করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি?

তারা। তুমি যাহা কহিলে তাহাতে সন্দেহ কিছু মাত্র নাই, তবে যাহা একটুকু বিবাহে আছে। আবার তাহাও বলি, তোমাকে যেরূপ উৎসুক দেখিতেছি, যদি রাজা-রাণী অন্যের সহিত তোমার বিবাহ দেন, তথাচ তুমি, বাজ্রির অঙ্কবাসিনী হইতে ক্ষান্ত হইবে না।

হেমাঙ্গী। শোন্ তারা! যদি মাতা পিতা আমার কথা অবহেলা করিয়া উচ্চকুলগৌরব রক্ষার্থ বাজ্রি ভিন্ন অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার মানস করেন, জননীর চরণে ধরিয়া পিতাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ জানাইব, তাহাতেও যদি পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হয়, তবে জানিব আমার অদৃষ্টে সুখ নাই; অসহ্য দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হইয়াছিল।

তারা। তখন ত একভর্ত্তা কল্পনা করিয়া অন্য ভর্ত্তার অঙ্কবাসিনী হইতে হইবে? আরও সেই সময় তোমার সকল সতীত্ব বাহির হইয়া পড়িবে। এক্ষণে অল্পে অল্পে ব্যবসিত বিষয় হইতে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় না?

হেমাঙ্গী। তারা তুমি এমন মনে করিওনা যে, অন্য পুরুষের আশ্রিতা হইয়া কলঙ্কিত জীবনে যৌবন-সুখ সম্ভোগ করিব। অন্য

পুরুষ সংস্পর্শ হইবার অগ্রেই, হয় উদ্বন্ধনে, নয় জলমগ্নে প্রাণ ত্যাগ করিব। অথবা সুতীক্ষ্ণ চুরিকা হৃদয়-দেশে আমূল প্রবেশ করাইয়া, দেহ-হইতে প্রাণকে বিযুক্ত করতঃ বাজির চরণ যুগল ধ্যান করিয়া সতীধর্ম্ম রক্ষান্তে স্বর্গ ধামে গমন কবিব। ক্ষত্রিয় কুমারী জীবনের ভয় রাখে না।

তারা। (তারা শ্রবণান্তে সিহরিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ তোমায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন, কোন কালে যেন কিছু মাত্র অশুভ ঘটনা না ঘটে) প্রকাশে কহিলেন, হেমাঙ্গি! ক্ষণ কাল মধ্যে এরূপ প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার কি প্রকারে হইল? বুভুক্ষিতা হইলে কি ভাল মন্দ বিচার করিতে নাই? তুমি কি কখন সুপুরুষ নয়ন গোচর কর নাই?

দরিদ্রো যেমন করেলো যতন,
কাচের কণিকা ধরিয়া করে।
তেমতি বাজিরে করি দরশন,
তুলিয়া প'রেছ হৃদয় পরে॥
নবীন বয়স নবীন যৌবন,
নবীন-নয়ন-মদের-ঘোরে।
নবীন-পুরুষ পেয়েছ যেমন,
তেমনি ধ'রেছ কসিয়া জোরে॥
কিন্তু রাজারাণী বাজি সহবাসে,
পূরাতে দিবেনা মনের আশ।
অন্য রাজ সুত আসি এই বাসে,
এ-হৃদ কমলে করিবে বাস॥

হেমাঙ্গী।

থাক্ থাক্ থাক্ কুলকলঙ্কিনি ! রমণীকুলের কালি লো।
ইহার অধিক কিআছে বলনা নারীর উপর গালি লো ॥
গলাধ'রে তোর্কাঁদিনেলো আমি"কিহ'বে বলিয়া গতি"।
তবে কেন তুই ক'বি কটু কথা কোথা পেলি হেন মতি ?
বালিকা বয়সে পতির মাথাটী খেয়েছ হ'য়েছ রাঁড়ী।
ভাসায়েছ কত নব নব পতি দেখেছ অনেক বাড়ী ॥
নিজমত সবে কর দরশন এ-কি-কুঘটন মেয়ে।
মর্ মর্ মর্ ; মর্ লো-ও-তুই-মর্ লো গরল খেয়ে ॥

এই কথা বলিতে বলিতে অঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া ক্রোধভরে স্বীয় বাসভবনে গমন করিলেন। তারা হাসিতে হাসিতে কহিলেন অয়ি কোপনে ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তোমার মন পরীক্ষা করিবার জন্যই প্রতিকূল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম

খাইনি আমি পতির মাথা হইনে আমি রাঁড়ী।
ভাসেনি আমার অনেক পতি যাইনি কারো বাড়ী ॥
আট্কা আছে টাট্কা মধু, সনত্ খাবে এসে।
প্রাণ বলেনা "সে ম'রেছে" "ম'রেছে বলে যে সে ॥
থাকুক্ এখন সেসব কথা, তোমার কথাই কই।
কাছে এস, কোলে ব'স রাগ্ ক'রনা সই ॥

এই কথা বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। রাজকন্যা বাস ভবনে গমন করিয়া, তারার প্রবেশ প্রতিবোধ পূর্ব্বক বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া তৎপার্শ্বে আসীনা হইয়া যে পথে বাজিরাও গমন করিয়াছেন, সেই পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রতিরুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য, তারা এত অনুরোধ করিলেন তথাচ রাজকুমারী দ্বার খুলিয়া দিলেন না। তারা বাহিরে থাকিয়া বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং ক্ষণ কাল পরে কহিলেন রাজপুত্রি!

জানলা-সরসী, বদন-নলিনী,
মুখ-মধুবাস প্রদেশ জুড়ে।
প'ড়ি মহা ভুলে দেখলো মানিনি!
ভ্রমর সকল পড়িছে উড়ে॥
ক্ষমাদিয়া ক্রোধে মম উপরোধে,
দেহ লো দরজা খুলিয়া মোরে।
বাহ্যজ্ঞান হারাযেন লাগেবোধে,
প'ড়েছ প্রেমের বিষম ঘোরে॥

তারা যখন কোন প্রকারেই দ্বার উন্মুক্ত করাইতে পারিলেন না, তখন কৌশল অবলম্বন করিলেন। ক্ষণ কাল অধোদৃষ্টিতে দণ্ডায়মানা থাকিয়া বদন উত্তোলন করতঃ চকিত হইয়া কহিলেন আয়ুষ্মন্ আসুন! আসুন! এ—অধীনী! ভাগ্য ক্রমে কি পুনর্ব্বার দর্শন পাইল? শ্রীচরণে প্রণাম হই, আপনার পুনরাগমনের কারণ কি? আপনিই ভিন্ন স্বরে উত্তর করিতেছেন। "জননী এলোকেশীর সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করিব" তদনন্তর ব্যস্ততার সহিত দ্বারে করাঘাত করিয়া কহিলেন হেমাঙ্গি! হেমাঙ্গি! দ্বার মুক্ত কর, তোমার প্রাণেশ্বর আসিয়াছেন, দ্বার মুক্ত কর। প্রাণবল্লভ আসিয়াছেন শুনিয়া হেমাঙ্গী চকিত হইয়া উঠিলেন। রাজ-কুমারী এতক্ষণ বাতায়নে বসিয়া পথ পানে চাহিয়া ছিলেন সত্য; কিন্তু চক্ষু বহির্দ্দর্শনের ক্রিয়া করে নাই। হেমাঙ্গীর

হৃদয়ধামে যে মনোমোহিনী-ব্যক্তি-মূর্ত্তি বিরাজমানা ছিল, তাহাই দর্শন করিতে ছিলেন এক্ষণে হেমাঙ্গী চকিত হওয়াতে সে মূর্ত্তি-বিলয় পাওয়ায় বাহ্যদৃষ্টিও বলবতী হইল। সুতরাং হেমাঙ্গী দ্বার পার্শ্বে দাণ্ডায়মান ব্যক্তিকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তারা পুনর্ব্বার কহিলেন হেমাঙ্গি! দ্বার খুলিয়া দাও, তোমার প্রাণপতি দণ্ডায়মান; হেমাঙ্গী আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। যেমন দ্বার মুক্ত করিলেন অমনি তারা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন, তবে না দ্বার খুলিবে না? কেমন কৌশল করিয়া গৃহে আসিয়াছি। এই বলিয়া হেমাঙ্গীকে কোলে করিয়া পর্য্যঙ্কে বসিলেন এবং কত মতের কত কথা বুঝাইয়া আপনার দোষ ক্ষালন করিলেন।

হেমাঙ্গী। তারা তুমি আমার প্রণয়, কি পরীক্ষা করিবে? যখন আমি একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তখন ভগবান্ সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদয় হইলেও, সাগর বারি মক্ষিকাতে পান করিলেও, আমার কথার অন্যথা হইবেনা। তারা! আমার মন বড়ই কাতর হইয়াছে, তোমার কথার কি উত্তর দিতেছি, তাহা আপনাপনিই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার দেহে যেন প্রাণ নাই, তারা! আমার আর একটী বড় ভয় হইতেছে "যেন আমি এ-জন্মে আর পতিসুখ-সম্ভোগ করিতে পারিবনা"। প্রাণেশ্বর গমন কালীন যে "নিদারুণ কথা কহিয়া গিয়াছেন, সতত তাহাই মনে পড়িতেছে॥

তারা। অয়ি বিয়োগ কাতরে! তারা থাকিতে ভবনা কি? স্থির হও, অনর্থক কুচিন্তা শতকে হৃদয়ে স্থান দিয়া ব্যাকুল হইওনা। যদি এত কাতর হইবে জান তবে সেই কালে সকল সুখ কেন বা সম্ভোগ করিলেনা?

হেমাঙ্গী॥ তারা তমোময়ী যামিনী সমাগমে নলিনী প্রমোদিতা না হইয়া প্রমুদিতা হয়।

তারা॥ তারার দোষ কি? যদি তারা না থাকিত, তবে জগৎ অন্ধকার দেখিতে, তারার গুণেই রত্ন লাভ করিয়াছ।

হেমা। যদি তারার গুণেই লাভ করিয়াছি, তবে তারা সে রত্ন হারায় কেন?

তারা! সে—তোমার দোষ; পদ্মিনীর হৃদয়-কারাগার হইতে ভ্রমর পলায়ন করিলে, সরসীর অপরাধ হইতে পারেনা?

হেমা। আমি হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া যে মাত্র রুদ্ধ করিব, অমনি ঘোরা নিশা উপস্থিত হইল। কাজেই আর সে আশা পূর্ণ হইল না।

তারা। রাজকুমারি! আমি তোমার নিকট বহু অপরাধে অপরাধিনী, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর এ-অধীনী এ-দুখ নিবারণে যত্নবতী হইল॥

যে দিবস বাজিরাও ঘোরতর সমর-সাগরে ভাসমান, সেই দিবস অপরাহ্ণ সময়ে, হেমাঙ্গী অতিশয় কাতরা হইয়া, এলোকেশীর বাস ভবনে আগমন করতঃ ধরাসনে উপবেশন করিয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক, প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তারা তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে বিনোদোদ্যানে লইয়াগিয়া চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিলেন। তারা কহিলেন হেমাঙ্গী দেখ! দেখ!

সুনীল সলিল মলয় মারুতে
ঢল ঢল কিবা করিছে হায়!
দেখ দেখ অই নলিনী কেমন
হেলিয়া দুলিয়া নাচিছে তায়॥
মধুপ সকল মনের হরিষে,
মরি! কিবা ধ্বনি! মধুর স্বরে।

ঘুরি ফিরি নাচে তার চারিদিকে
গুন্ গুন্ স্বরে মানস হরে ।।
জল দ্বিজগণে সহচরী সনে,
সাঁতারি সাঁতারি সাঁতারি সুখে।
প্রগাঢ় প্রণয়ে হইয়া বিভোর,
নিজমুখ দেয় জায়ার মুখে ।।
পিক, কুহুস্বরে মনঃপ্রাণ হরে,
শ্রবণে ঢালে লো সুধার ধারা।
দেখ চারি দিকে ফুটেছে কুসুম,
আহামরি! কিবা শোভিছে ধরা

হেমাঙ্গী। উহু মরি মরি প্রিয় সহচরি!
পরাণ আমার কেমন করে।
ধরিতব পদে রাখ এ বিপদে,
বুঝিবা হেমাঙ্গী জীবনে মরে ।।
নয়নে এসব না লাগে ভাল লো,
শ্রবণে বরিষে বিষের ভরা।
অই শোন ধ্বনি! কামান গর্জ্জন,
ধমকে চমকি উঠিছে ধরা ।।
হিয়া দুর্ দুর্ করে গুর্ গুর্
কাঁপিছে চরণ ধর লো ধনি!
এঘোর সমরে নাজানি কেমন
আছেন আমার হৃদয় মণি ।।

আবার আবার কামান গর্জ্জন
আবার গর্জ্জন শুনিতে পাই।
পুনঃ অই শোন কামান গর্জ্জন
বলধনি ! আমি কোথায় যাই ॥
দারুণ দুরন্ত মোগল সেনানী,
প্রাণনাথ তায় নূতন ব্রতী।
ঘটিলে তাহার অশুভ ঘটনা,
কিহবে বলনা আমার গতি ॥
ওহে দীননাথ ! করে প্রণিপাত,
গলায় বসন প্রদানি বালা।
রেখো রেখো পিতঃ নাথেরে কুশলে,
এ দুহিতা যেন নাপায় জ্বালা ॥
নমঃ নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতি।
ভবতারণ কারণ দীনা গতি ॥
নিবেদন করে রমণী চরণে।
রেখোহে কুশলে পতি প্রাণধনে ॥
করুণা করহে সুখ মোক্ষ দাতা।
সতী পালক তারক ক্ষৌণী পাতা ॥
সুঘোরে সমরে রমণী-রমণে।
রাখিয়া তুষহে রমণীর মনে ॥
ওহে দিবাকর যুড়ি দুই কর,
করি প্রণিপাত চরণে আমি।

নিজতেজ দিয়া রাখহ নাথেরে,
যেন বলহীন নাহন স্বামী ॥
বিবিধ কুসুম তুলিয়া যতনে
দেহ তারা আনি আমার স্থানে।
দেবো ভক্তি ভরে দেবতা চরণে,
রাখিতে আমার প্রাণের প্রাণে ॥
বলি এই বাণী জানুপাতি ধনী
গল বস্ত্র হ'য়ে অবনী পরে।
দেন পুষ্পাঞ্জলি অঞ্জলি অঞ্জলি।
দেবতা চরণ স্মরণ ক'রে ॥

রা। এতদবলোকনে শঙ্কিত হইয়া কহিলেন সখি! যদি পূজা হইয়া থাকে তবে গৃহে চল! হেমাঙ্গী কহিলেন তারা! আর যাইতে ইচ্ছা নাই। যদি কখন বাজিরাওয়ের চরণ দর্শন পাই গৃহে যাইব। তারা বলিলেন সখি! অতোচিন্তা ভাল নহে, ও, দয়াময় ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। হেমাঙ্গী কহিলেন, ! আমার মনে হইতেছে, আর আমি তাঁহার চরণ দর্শন না। পতি সহবাস সুখ আমার এজন্মের মত ফুরাইয়াগিয়াছে। কহিলেন, ছি! অমন কথা মুখে আনিতে নাই, চল, গৃহে ই বলিয়া হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। হেমাঙ্গী কাঁদিতে ত গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

তুমি আমার পুত্র বধূ।

মে রাজকুমারী বাজির বিরহে একান্ত উন্মনা হইলেন। শয়ন ন উপবেশন কিছুতেই সুখ নাই। কেবল এক বিষয়েই

আসক্ত, এক বিষয়েই পরিতৃপ্ত এবং এক বিষয়েই বিশেষ প্রীতি সম্পন্না; তারা ভিন্ন কেহই নিকটে থাকিতে পায় না, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত বাজিরাওয়ের বিষয় আলোচনা; এই রূপে দিন-যামিনী বিগত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাজদুহিতার অনুপম রূপলাবণ্য অন্তর্হিত হইয়াগেল এবং শরীর শীর্ণ হইল। এলোকেশী, হেমাঙ্গীর তাদৃশী দশা অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টও হইলেন এবং ভীতাও হইলেন। তিনি এক দিবস কৌশল ক্রমে হেমাঙ্গীকে আপন বাস-ভবনে লইয়া গেলেন. সাদরে পর্য্যঙ্কে বসাইলেন এবং বিবিধ প্রকার কথা বার্ত্তায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কুমারী কিছুতেই সুস্থ হইবার নহেন, তখন কহিলেন হেমা! আজি আমাকে গুরুজনোচিত লজ্জা, গাম্ভীর্য্য এবং সাবধানতা পরিত্যাগ করিতে হইল। শত্রুরূপ আমাকে জননী বলিয়া সম্বোধন করে, সে সম্বন্ধে তুমি আমাকে যথা বিহিত সম্মাননা করিয়া থাক, আমিও তোমাকে পবিত্র স্নেহ চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি ও দেখিয়া থাকি, তারার মুখে তৎসম্বন্ধের সকল কথাই অবগত হইয়াছি। তুমি যে কার্য্যে বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছ, তাহা আমার বাঞ্ছিতছিল, দৈব অনুকূল হইয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমার চিরবর্দ্ধিতা আশালতাকে পুষ্পিতা করিয়াছে। এক্ষণে ফল ভোগ হইলেই কৃতার্থ হই। বাজি আমার পুত্র, সে সম্বন্ধে—আর আমি বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন, মুক্ত কণ্ঠে বলি, সে সম্বন্ধে তুমি আমার পুত্র বধূ, কণ্ঠের হার এবং অমূল্য নিধি, হেমা! তোমার এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব দশাবিপর্য্যয় দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। যদি তুমি দিন যামিনী এরূপ অনর্থক কুচিন্তা করিয়া শরীর নষ্ট কর, তাহা হইলে, আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। চিন্তা কি? যাহাতে তুমি প্রিয় পুত্রের কর কবলিতা হও, সাধ্যানুসারে তাহার উপায় বিধান করিব। রাজা রাণী অসম্মত হয়েন, তোমাকে

লইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। হেমা! যদি তোমার নিমিত্ত জীবন-ত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব। দেহে জীবন থাকিতে তোমার তুল্য পুত্রবধূ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। রাজ পুত্রি! কল্য সামান্য সময়ের নিমিত্ত, নগবালা তোমার জননীর নিকট গমন করিলে, তুমি মনের সন্তাপ নিবারণ বাসনায় লেখনী ধারণ করিয়া যে কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছিলে, তাহা পাঠ করিয়া বিমোহিত হইয়াছি। তুমি রমণী কুলের শিরোমণি, সাক্ষাৎ সতীর অবতার, এবং মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি, যদি জগতে ধর্ম্ম থাকে তবে তুমি অবশ্যই বাঞ্ছিতপতিলাভে সমর্থ হইবে।

হেমাঙ্গী এলোকেশীর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া মৃদু মধুর বচনে কহিলেন, জননি,! আপনি যখন শ্রীচরণার বিন্দে স্থানার্পণ করিলেন, তখন আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে, প্রার্থনা এই, যেন এদাসী চিরদিন এইঅনুগ্রহ লাভ করে। জননি! জননী আমার অসুখের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, দেখিতে আসিবেন, আজ্ঞাকরুন নিজ ভবনে গমন করি। এই বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি যুদ্ধ স্থানের কি কোন সমাচার পাইয়াছেন? তথায় কে কেমন রহিলেন কিছুই জানিনা। এলোকেশী ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি শোভনে! তুমি তোমার গৃহে যাও, যাহাতে শীঘ্র সংবাদ পাও, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি। হেমাঙ্গী এলোকেশীর আদেশ পাইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

এ-যে মনোভরের কার্য্য!

হেমাঙ্গী আসিবার কিছু কাল পরেই জনৈক পরিচারিণী আসিয়া সম্বাদ দিল, রাজকুমারি! আপনার জননী আপনারে দেখিতে আসিতেছেন, শুনিয়া যতদূর সাবধান হইতে পারা যায় হেমাঙ্গী তাহা হইলেন।

জয়ন্ত পত্নী বাসভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তনয়ার অবস্থাবলোকনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইলেন। নিকটে বসিয়া কতমতে অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গী অতি সাবধানে সেই সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাণী অতিশয় চতুরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের অবস্থা পরিজ্ঞানে অতীব সুপণ্ডিতা, প্রশ্নঃ কৌশলে কুমারীর অবস্থার ও পীড়ার হেতু এক প্রকার অবধারণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। কন্যার এই অভূতপূর্ব্ব মনোবিকার মনোভাবের কার্য্য; তাহা ভিন্ন এই এই ভাব, এই এই লক্ষণ কখনই প্রকাশ পায় না। যৌবনাবস্থায় যিনি যতই সাবধান হউন না কেন, সকলকেই অনঙ্গশরপাতের পথবর্ত্তী হইতে হয। এই অবস্থায় শিক্ষকের আবশ্যক করে না। অনঙ্গ স্বয়ংই শিক্ষক হইয়া প্রণয় স্থাপনের উপদেশ সকল কহিয়া দেয়। সম্ভোগের কার্য্য সকল যারপরনাই অপ্রকাশ্য এবং শিক্ষা দিবার অযোগ্য; কেহই কাহাকে যত্ন করিয়া শিক্ষা দেয় না এবং দিতেও আগ্রহ প্রকাশ করে না। তথাচ লোকে কেমন ঐ সকল বিষয়ে সহজে সুশিক্ষা লাভ করে। কুমারীর অপরাধ কি? এ অপরাধ যৌবনের এবং পঞ্চবাণের; কন্যা আমার কোন্ পুরুষকে হৃদয়-ধামে স্থানার্পণ করিয়া এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, জানিবার নিমিত্ত মন অতিশয় চঞ্চল হইল। কিন্তু জননী হইয়া কি করিয়াই বা অপ্রকাশ্য বিষয়-পরিজ্ঞানে প্রশ্নঃ করি। আর এখানে থাকিয়া ভাবিলে কি হইবে, স্বস্থানে গমন করিয়া অনুসন্ধানে অবগত হওয়াই উচিত। এই ভাবিয়া কহিলেন, মা! তবে আমি এক্ষণে নিজভবনে চলিলাম, কেমন থাক, প্রতিদিন দুইবেলা সংবাদ দিও। যদি একান্তই সুস্থ হইতে না পার, তবে রোগের প্রকৃত হেতু কি জানাইতে লজ্জা করিও না। জননীর নিকট কোন বিষয় গোপন করিতে নাই। তোমার রোগ দেখিয়া আমার বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে, ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে, এই বলিয়া রাণী গমন করিলেন।

তৎপরে রাজ্ঞী বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যখন জানিতে পারিলেন, কুমারী বাজিরাওয়ের করে মন-ধন সমর্পণ করিয়া এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার মনে যুগপৎ ভয় এবং আনন্দের আবির্ভাব হইল। কতই ভাবিতে লাগিলেন ; রূপগুণ সম্পন্ন বাজিরাও, সর্ব্বতোভাবেই কন্যার উপযুক্ত পাত্র, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু অজ্ঞাত কুলনিবন্ধন ফণী ফণা শোভী রত্নের ন্যায় ভীষণ !! বাজিরাও অদ্যাবধি আত্ম পরিচয় প্রদানে অসক্ত ; গুরুদেবও বিশেষ কিছুই পরিচয় প্রদান করেন নাই,। তবে যজ্ঞোপবীত প্রদান করাতে ব্রাহ্মণ বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা কতদুব সঙ্গত, তাহা গুরুদেবই জানেন। আর যদিইবা ব্রাহ্মণ হয়, তাহাতেই বা কি ফল দর্শিবে ; মহারাজ যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে, জীবনাধিকা কুমারী প্রদান করিবেন, তাহারইবা সম্ভাবনা কি ! সে-যাহাই হউক মহারাজকে একবার আনয়ন করিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করণান্তে ইতি কর্ত্তব্য অবধারণ করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া নীরব হইলেন।

গুরুদেব আপনিই ধন্য !

পাঠক ! বহুদিন হইল গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। চলুন একবার তাঁহার কার্য্যাদি দর্শন করিয়া আনন্দ-সলিলে অবগাহন করি। ঐ দেখুন গুরুদেব, রাজবাটীতে প্রবেশ করিতেছেন। গুরুজি নৃপতি ভবনে আগমন করিয়া তারার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ কহিলেন, তারা ! তুমি আমাকে গুরুর ন্যায় দেখিয়া থাক এবং আমিও তোমাকে প্রিয়শিষ্যার ন্যায় দেখিয়া থাকি, অদ্য তোমাকে একটী গুরুতর বিষয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিব, গোপন করিওনা কিম্বা স্ত্রীজন সুলভ লজ্জা বশতঃ বলিতে কুণ্ঠিত হইও না ; স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই সার বিহীনা, দেখো আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় ভ্রমক্রমে কোথাও প্রকাশ করিও না। তারা কহিলেন প্রভো ! আমি কখনই আপনার অবাধ্য নহি। আমাকে অন্য সম্ভাবনা করিবেন না,

যেমন যেমন নিয়ম রক্ষার আদেশ করিবেন, অধীনী তদনুরূপই রক্ষা করিবে। আসুন জননী এলোকেশীর বাসভবনে গমন করি; পশ্চাৎ যাহা প্রশ্নঃ করিবেন, এদাসী যথাজ্ঞানে প্রত্যুত্তর দিবে। তৎপরে উল্লিখিত গৃহে আগমন করিয়া স্বামীজি আসনে আসীন হইলেন এবং কহিলেন তারা! তোমার জননী কোথায়? তিনিই কি শক্রন্তপকে পুত্র বলিয়া আহ্বান করেন? আমার সাক্ষাৎ পাইলেই বাজিরাও মুক্ত কণ্ঠে যাঁহার গুণ ঘোষণা করে, তিনিই কি তোমার জননী? রাজ-রাণীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? তুমি যে জননী বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া থাক, সে কি এই রাজান্তঃপুর-সম্বন্ধে? না অন্য কোন কারণে? এলোকেশী নাম শ্রবণে অন্তঃকরণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তাঁহার এবং তোমার বিবরণ জানিতে অন্তঃকরণ বড়ই উৎসাহিত হইতেছে। অগ্রে তোমাদিগেব বৃত্তান্ত বর্ণনে আমাকে সুস্থির কর, পশ্চাৎ আমার বক্তব্য শ্রবণ করিবে। তারা তাঁহার আদেশশ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন প্রভো! আর নির্বাণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবেন না। আমাদিগের বিবরণ শ্রবণ করিলে আপনার সদয় হৃদয় নিঃসন্দেহই বিগলিত হইবে। আমরা এক অপূর্ব্বা দুর্ভাগ্যবতী রমণী; আহা! জননী আমার কি ছিলেন আর কি হইয়াছেন! এই বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্রমে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। গুরুজি সমস্ত শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। জগদীশ্বরে শত শত জয় শব্দ প্রদান করিলেন। মন আজি অন্বেষ্টব্য প্রিয় পদার্থ প্রাপ্ত হইল বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। মুখ-মণ্ডল অপূর্ব্ব মাধুর্য্যভাবে মনোহর হইল। পাঠক! আজি স্বামীজি যে কি আনন্দে ভাসিতেছেন, তাহা তিনিই অনুভব করিতে সমর্থ অন্যে নহে। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিয়া পরক্ষণেই মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, তারা! অদ্য কয়েক দিন হইল প্রিয়ভ্রাতা বাজিরাওকে অত্যন্ত

অন্যমনস্ক দেখিয়া আসিয়াছি; তাহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, প্রভো! লজ্জাবশতঃ আমি বলিতে অসমর্থ, আপনি রাজবাটী গমন করিয়া নগবালাকে জিজ্ঞাসা করুন, করিলেই সকল সবিশেষ অবগত হইবেন।

তুমি প্রতারণা করিও না, সত্য কহিবে, সে চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি? তারা কহিলেন গুরুদেব! প্রকাশ করিতে ভয় করি, আপনি না হইয়া অন্য হইলে কখনই প্রকাশ করিতাম না। রাজ-কুমারী হেমাঙ্গীই তাঁহার তদবস্থাব কারণ। এই বলিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন। তদনন্তর শ্রীকণ্ঠস্বামী, কহিলেন তারা! শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। দম্পতী মধ্যে এই রূপ প্রণয়ই শোভাপায়। অবশ্যই পরস্পরে সংমিলিত হইবে। তাহা না হইলে যে বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশল নিষ্ফল হইয়া যাইবে! তারা তুমি আপাততঃ সাবধান থাকিবে, যেন কোন ক্রমে উপস্থিত ঘটনা প্রকাশ নাহয়। অতঃপব একবার তোমার জননীকে আহ্বান কর, সাক্ষাৎ করিয়া গমন করি। তারা আহ্বানার্থে যেমন কয়েক পদ গমন করিলেন অমনি এলোকেশীকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন গুরুদেব! ঐ জননী আসিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদিও এলোকেশীর সহিত স্বামীজির কথা বার্ত্তা হয় নাই তথাপি এলোকেশী গুরুজিকে কয়েক বার দর্শন করিয়াছিলেন। ক্রমে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ শবীরধারী শঙ্কর সদৃশ শ্রীকণ্ঠ স্বামীকে দর্শন করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ভক্তি ভাবে প্রণাম করিলেন। গুরুজি যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া কহিলেন মাতঃ আজি আমি আপনার দর্শন লাভে পবিত্র হইলাম। তারার মুখে আপনার সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া এককালে অনির্ব্বচনীয় অবস্থা পরম্পরায় নিমগ্ন হইয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ সতীর অবতার, আশীর্ব্বাদ করি আপনার মনোদুঃখ অন্তর্হিত হউক। আপনি প্রিয়জন সকলের সাক্ষাৎকার লাভ

করিয়া সফল মনোরথ হউন। এলোকেশী রোদন করিতে করিতে কহিলেন প্রভো! আপনি যখন আশীর্ব্বাদ করিতেছেন তখন অবশ্যই আমার মঙ্গল হইবে। কিন্তু ভগবন্! আমার তুল্য হতভাগা রমণী ভূমণ্ডলে দ্বিতীয়া আছে কি না সন্দেহ! আমি এ-জন্ম কেবল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়া ছিলাম। পোড়া অদৃষ্ট দুর্ব্বিপাকে পরিপূর্ণ; ইহাতে সুখের লেশ মাত্রও নাই। কঠিন প্রাণও আমায় পরিত্যাগ করিতে চাহেনা। কি-সুখ-ভোগ-লালসায় যে, দেহে অবস্থান করিতেছে, তাহা ভাবিয়া কিছুই পাই নাই। গুরো! আমি লোক পরম্পরায় কাশ্মীরের যুদ্ধবৃত্তান্তে অবগত হইয়াছি, বাদসাহ আরংজেব সে-দেশ উৎসন্ন করিয়াছেন। আমার আত্মীয় বর্গ কেহই জীবিত নাই। আর প্রিয় সখী ও প্রিয় বন্ধুর অবস্থায় যে কি ঘটিয়াছে তাহাও শ্রবণ করিয়াছেন। ভগবন্! আমি এজন্মে আর আত্ম-বন্ধুর দর্শন জনিত সুখ লাভে সমর্থ হইব না। এক্ষণে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন ত্বরায় ইহলোক পরিত্যাগ করি।

শ্রীকণ্ঠস্বামী কহিলেন জননি! আপনি অনর্থক অপমীমাংসা করিয়া নৈরাশ সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন কেন? অসঙ্গত জনরব বা সিদ্ধান্ত কখনই মূলের সহিত ঐক্য হয় না। যাহার মূলে সত্য না থাকে সে-বিষয় কখন সত্য হয় না। আপনি যাহা কহিলেন তাহাই যে সত্য, তাহাব প্রমাণ কি? মহাভাগে! অন্তঃকরণে সঞ্চিত সমস্ত দুঃখ দূব করুন। আপনার সাশ্রুনয়ন ও বিষণ্ণ-বদন দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মাতঃ! আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, ত্বরায় আপনার দুঃখ দূর করিয়া দিব। আপনি শীঘ্রই পরিজন দর্শন সুখে সুখিনী হইবেন। এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থান করিলেন।

পত্র পাঠ করুন।

মহারাণী কর্ত্তব্যাধারণ মানসে একখানি পত্র লিখিয়া, সমরাঙ্গনস্থ নরপতি গোচরে লোক পাঠাইয়া দিলেন। এ-দিকে এলোকেশীও হেমাঙ্গীর বিবরণ লিপি বদ্ধ করিয়া জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বাজিরাওয়ের সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। একদিবস বাজিরাও হেমাঙ্গীর বিরহ ভাবনায় আকুল হওত একাকী বাস ভবনে আসীন হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে এলোকেশী প্রেরিত ব্যক্তি, প্রণাম করিয়া, এলোকেশীর সাঙ্কেতিক নামাঙ্কিত পত্রিকা প্রদান করিল। বাজিবাও তদ্দর্শনে অনুপম আনন্দ সলিলে ভাসমান হইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিশ্রামার্থ আদেশ দিয়া লিপি উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তমেষু

"তুমি এখান হইতে গমন করতঃ ভয়ানক সমর-সাগরে ভাসমান হইয়া কি আমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছ? যদিও আমরা মধ্যে মধ্যে তোমার মঙ্গল সমাচার পাইতেছি, তথাপি কি তোমাকে একখান পত্রিকা লিখিতে নাই? যাইবার সময় তোমায় যে সকল কথা কহিয়া ছিলাম, তাহা কি স্মরণ নাই? বাজি! নিতান্ত বাসনা, একবার তোমার মুখ-চন্দ্র-দর্শন করি। দুঃখিনীকে দর্শন দিতে কৃপণতা করিও.না। শত্রুকুলক্ষয়ান্তে জয়লক্ষ্মী তোমার অঙ্কবাসিনী হইয়াছেন শুনিয়া যেমন সুখিনী হইয়াছি, তেমনই কয়েকটী কারণে দুঃখিনী আছি। সে-দুঃখ মোচন করা না করা তোমার হাত; কিন্তু তুমি আমার যে রূপ বশীভূত সন্তান, তাহাতে আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, দুঃখ মোচন করিবে। বাজি! আমার মনের কথা সকল মনেই রহিয়া গেল; গুরুত্ব নিবন্ধন কিছুই লিখিতে পারিলাম না। লিখিতে বারম্বার চেষ্টা করিলাম কিন্তু লজ্জা আমার লেখনী বদ্ধ করিয়া দিল। তবে বহু কষ্টে

গুরুজনোচিত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এই মাত্র লিখিতেছি। যদি আমার প্রতি তোমার ভক্তি থাকে; গুরুলোকের আদেশ উল্লঙ্ঘন করা অনুচিত বলিয়া বোধ হয়; "যোদ্ধার হৃদয় দয়াবিরহিত এবং পাষাণ—নির্ম্মিত," এই অপবাদ যদি বিমোচন করিবার ইচ্ছা থাকে; যদি স্ত্রী হত্যায় ভয় হয়; যদি শরণাগতকে রক্ষা করা সাধু-জনের স্বভাব হয়; তবে এক বার আমার কথা, তাবার কথা, সেই গৃহ, সেই কাল, সেই ব্যাপার, সেই সেই ঘটনা, সেই সেই বাক্‌ বিতণ্ডা; সেই তোমার বাঞ্ছিত বিষয়কে স্মরণ কর, পত্রস্থ দ্বিতীয় পত্র-খানিকে প্রমাণস্বরূপে, প্রত্যয়স্বরূপে, আনন্দস্বরূপে গ্রহণ কর, করিয়া পাঠ করিতে করিতে আমার গৃহে আসিয়া উপনীত হও। অধিক বিলম্ব হইলে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর একটী কথা আছে, তুমি এমন মনে করিওনা যে, লজ্জা বিহীনা হইয়া পত্রখানি গুরুজন সমীপে লিখিত, পঠিত এবং তৎপরে প্রদত্ত; চিত্ত বিনোদনার্থ ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, আমি কেবল দৈবযোগে প্রাপ্ত হইয়াছি। হেমাঙ্গী, রমণী-রত্ন, তাহার ভাব অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ব্যঞ্জক,"। ইতি

দ্বিতীয় পত্র উন্মুক্ত হইল——পরক্ষণেই পাঠ করিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গীর হৃদয় রতন!

সহজ শালীন্য ভরে কাতরা রমণী,

কেমনে সরম খেয়ে, নারীর অধমা হ'য়ে,

প্রকাশে মনের ভাব বল গুণ মণি॥

তথাচ খাইয়া লাজ মনের বাসনা,

প্রকাশে প্রবৃত্তা এই তোমার ললনা;

কিন্তু নাথ! মন কোথা!

প্রবেশি মায়ের ঘরে, দিবসের দ্বিপ্রহরে,

ধরিয়া যুগল করে, হরিয়াছ মন,

দেহে মন নাহিযার, থাকে কি শকতি তার,
জানাইতে প্রিয়জনে, হৃদয় বেদন ?
"পুরুষের হৃদয় পাষাণ" !
লোকে এই কথা বলে ; যে বলে সে বলে বলে
আমি বলি তব হৃদি—কুসুম সমান ;
হবেনা কি দয়া মোরে দয়ার নিধান !
জ্বলিছে বিরহানল !
তব অদর্শনে প্রাণ হ'য়েছে বিকল।
কি করিব কোথাযাব, কেমনে তোমারে পাব,
এই ভাবি এ-অধীনী সতত চঞ্চল ॥
পতি বিনে কে রাখে সতীর প্রাণ ?
ওহে বাজি দয়াময়, আসি দেহ পদাশ্রয়,
নতুবা দাসীর প্রাণ করেছে প্রয়াণ ॥

বাজি পত্রপড়িয়া উন্মত্তবৎ হইলেন, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য, একবার ভাবেন, রাজাকে না বলিয়া এইক্ষণেই গোপনে গমন করি, এ-পত্রপাঠ করিয়া আর স্থির থাকা যায় না। আবার ভাবেন, আমার অনুপস্থিতিতে, নরপতি যদি অনুসন্ধান করেন, তবে কিমনে করিবেন ; পুনশ্চ ভাবিলেন যদি আমায় উপস্থিত না পান, তবে নাহয় অবাধ্য মনে করিবেন। এখন প্রভু ভক্তি দেখাইবার সময় নহে। আবার ভাবেন ইহা করিলে নিতান্ত অসারের ন্যায় কর্ম্ম করা হয়। এ-দিকে বাজি এই অবস্থায় কাল যাপন করিতেছেন, ও-দিকে মহারাজ জয়ন্তদেব রাজ্ঞীর প্রেরিত পত্রিকা পাঠ করিয়া কিছুই অনুধাবন করিতে নাপারিয়া ; দারুণ দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া বাজিকে আহ্বান করতঃ কহিলেন বাজি ! আমাকে বিশেষ কারণ বশতঃ এই ক্ষণেই বাটী গমন করিতে হইবে। আমার অনুপস্থিতি কালে

বিশেষ সাবধান ও মনোযোগের সহিত স্বকার্য্য সম্পন্ন করিবে। এক-ক্ষণের নিমিত্ত কোনমতে কোথাও গমন করিও না; দেখো সাবধান থাকিও, এই বলিয়া গমন করিলেন। বাজি অকূল ভাবনা—সমুদ্রে ভাসমান হইয়া এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতঃ পূর্ব্বোক্ত লোককে বিদায় দিয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষায় কোন রূপে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

দেশাচার কি ভয়ানক!

এদিকে মহারাজ জয়ন্তদেব, অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজ্ঞীর মুখে তনয়ার প্রণয় বিবরণ শ্রবণে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এলোকেশী ও তারা, ইহার মূল বলিয়া তাহাদিগের উপর দারুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। সহধর্ম্মিণীকে বাজিরাওয়ের প্রতিকূলে স্থাপন করিলেন এবং আপনার বাসনানুরূপ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, গোপনে ঘটক প্রেরণ করিয়া দুহিতার পরিণয় দিন অবধারণ পূর্ব্বক রাজ্ঞীকে কহিলেন প্রেয়সি! অদ্য কন্যার বিবাহ; মহাবীর বাজিরাও এবং কন্যার অভিপ্রায় প্রকাশ হইতে না হইতেই বিবাহ ব্যাপার সমাধা করিয়া উচ্চ কুলগৌরব রক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় শত্রুতার কারণ হইবে, এজন্য অদ্য বিনা আড়ম্বরে কন্যার বিবাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিব। বীর কুল-চূড়ামণি বাজিরাও, প্রার্থনা করিলে যদি তাহার অভিলাষ পূর্ণ না হয় তবে মহাবিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। যদিও সৈন্য সকল আমার নিযুক্ত তথাপি বিবাদ ঘটিলে তাহারা বাজিরাও ও দুর্গাদাসের পক্ষ অবলম্বন করিবে। তাহা হইলে আমার বিপদের এক শেষ হইবে। অতএব প্রিয়তমে! আর বিলম্ব করিওনা! বিবাহে লৌকিক যে যে আচরণ করিতে হয়, তাহা সামান্যমতে সম্পাদন কর। রাজ্ঞী এই আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে আনাইয়া বিবাহোপযোগী অনুষ্ঠান করিলে, হেমাঙ্গী কহিলেন, মা!

আজি কি আমার বিবাহ? রাজ্ঞী কহিলেন হাঁ মা, আজি তোমার বিবাহ; একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন সুন্দর জামাই আসিবে। হেমাঙ্গী কহিলেন মা! আমার কোথায় বিবাহ হইবে? তোমার ভাবী জামাতার নাম কি? রাণী কহিলেন বিজয়পুরাধিপতি অজয় সিংহের বংশধর ভরত্‌সিংহ আমার জামাতা ও তোমার পতি হইবেন। এই শ্রুতিকঠোর ভয়ানক বাক্য শ্রবণে হেমাঙ্গীর প্রাণ উড়িয়া গেল। কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বিষণ্ণবদনে করুণবচনে কহিলেন মা! তোমার চরণে ধরি আমি বিবাহ করিব না, আমাকে ছাড়িয়া দাও। যাবজ্জীবন অবিবাহাবস্থায় কালযাপন করিতে হয় সেই ভাল, তথাচ তুমি আর ও কথা মুখে আনিও না। যদি বিবাহ দিবে তবে আমি যাঁহাকে বিবাহ করিব, তারা তাঁহার নাম জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। রাজ্ঞী কহিলেন বাছা আর জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। পিতামাতাই বিবাহ দিবার কর্ত্তা; কুলকামিনীরা, কোন্‌কালে স্বয়ং বিবাহ করিয়া থাকে? তোমার পিতা যাহা করিতেছেন, তাহাতে তুমি অমত করিও না। ছি! মা! নারীজাতি হইয়া নির্লজ্জ হইতে নাই। তুমি আর ও কথা মুখে আনিও না।

পাঠক! কুৎসিত দেশাচার যে, সমাজের কীদৃশ ঘোরতর অনিষ্ট পরম্পরা সম্পাদন করিতেছে, তাহা সুধী কুলে অবিদিত নাই। লোকে দেশাচারের বশীভূত হইয়া কত অকার্য্যই না সম্পাদন করিতেছে। কত লোকে, সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন সুপাত্র পরিত্যাগ করিয়া, সামান্য কুলানুরোধে জীবনাধিকা দুহিতাকে, হিতাহিত বিবেক শক্তি বিহীন মূর্খ কুলীন পাত্রে সমর্পণ করিতেছে। কত দুরাচার পাষণ্ড কুলাভিমানী, ঈশ্বরের পবিত্র নিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত দাম্পত্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কতস্ত্রীর পতি হইতেছে এবং আপনার মরণে সেই সকলকে এককালে অনন্ত যন্ত্রণার পাশিতে

করিতেছে। হায়! বিধবা কুলের পক্ষে শাস্ত্রও ভীষণ শমন সদৃশ পুরুষ, স্ত্রীর অভাবে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রী, পুরুষের অভাবে পুরুষ গ্রহণ করিতে পারেনা. করিলেই সমাজচ্যুত এবং জাতিচ্যুত, ধন্য শাস্ত্রকারগণ! আপনারা দেব ভাবাপন্ন এবং দেব সদৃশ পুজ্য হইয়াও যে, মধ্যে মধ্যে চণ্ডাল ভাবাপন্ন হইয়া, দুরপণেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছেন, ইহা কি আপনাদিগের অনুপম চরিত্রের কলঙ্ক নয়? আপনারা যে, কি কুক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়া বিধবাকুলের পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ পূর্ব্বক ভারতে ভয়ঙ্কর বিষ বৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা বলাযায় না। এক্ষণে একবার আসিয়াদর্শন করুন, আপনাদিগের রোপিত বিষবৃক্ষ, প্রকাণ্ড কাণ্ডে, এবং অসংখ্য শাখা প্রশাখা পত্রপুষ্প ফল ভরে অবনত হইয়া ভয়ঙ্করী শ্রী ধারণ করতঃ অগণ্য সরলা অবলাকে প্রাণে বিনষ্ট করিয়া আপনাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। একটী স্ত্রী হত্যা করিলে তজ্জনিত পাপের ক্ষয় নাই। আসিয়া দর্শন করুন, আপনারা কৌশলে কত স্ত্রী হত্যা, কত ভ্রূণ হত্যা, কত নির্ম্মল কুলকে দুরপণেয় কলঙ্ককর্দ্দমে লিপ্ত না করিতেছেন। আপনাদিগের গরল উদ্গারিণী লেখনী? কি ভয়ানক হলাহল উদ্গীরণ করিয়া প্রচণ্ড বিষাগ্নিতে ভারত দগ্ধ করিতেছে। শাস্ত্রকার হইয়া স্বার্থপর হইলে; রাজা হইয়া প্রজা পীড়ক হইলে, জননী হইয়া সন্তান ঘাতিনী হইলে, যে সকল বিষময়ফল সমুৎপন্ন হয়; আপনাদিগের হইতে তাহাই হইতেছে। ঐ দেখুন অল্পবয়স্কা বিধবাবালা, আশ্রয় তরুর অভাবে চতুর্দ্দিক শূন্য ময় নিরীক্ষণ করিয়া সজোরে বক্ষে করাঘাত করতঃ আরক্ত নয়নে অজস্র অশ্রু জল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শোকোষ্ণ জলে আপনাদিগকে স্নান করাইতেছে? স্বার্থ পর! নির্দ্দয় শাস্ত্রকারগণ! আপনাদিগের ন্যায় এই রূপ জ্ঞান লইয়া আর যেন কেহ ভূমণ্ডলে

অবতীর্ণ না হয়েন। ঐ দেখুন পরম্পরা সম্বন্ধে আপনাদেরই বধূ এবং কন্যাগণ, আপনাদের ভয়ানক শাসনের বশবর্ত্তিনী হইয়াও আপনার নির্ম্মল কুলকে, কিরূপ সমল করিয়া আপনাদেরই ভয়ঙ্করী লেখনীর ভয়ঙ্কর ফল, আপনাদিগকেই ভোগ করাইতেছে। নির্দ্দয় ভারত বাসিগণ! আপনারা অনেকেই সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াছেন সত্য, আপনাদের উদার ভাব, অমূল্যপ্রস্তাব, সমাজে অমৃত ফল প্রসব করিতেছে সত্য, কিন্তু বিধবা রমণীগণের নয়ননীর নিবারণের কি উপায় করিল? আর কেন আলস্য পরিত্যাগ করুন, হৃদয়ে প্রভূত দয়ার সঞ্চার করুন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কটী বন্ধন করুন, তৎপরে সরলা অবলাগণের অসহ্য দুঃখ দূর করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক স্বর্গ ধামে গমন করিয়া পরম পিতার কোমলকোলে শয়ান হইয়া অমৃতময় সমুদ্রে সাঁতার দিতে থাকুন। বৈদিকবিবাহ এবং বাল্য বিবাহও সমাজের ভয়ানক অন্তরায়। একবার প্রশান্তান্তঃকরণে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে যত গুলি গুরুতর অনিষ্ট পরম্পরা উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অধিকাংশই কুৎসিত দেশাচার হইতে জাত! ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, অকাল মৃত্যু, আত্ম হত্যা এগুলি প্রায়সকলই, কুৎসিত দেশাচারের বিষময় ফল; লোকে ইহার মোহিনী মায়ায় এমনই মুগ্ধ যে, সহস্র অপকার হইতেছে দেখিয়াও তাহা পরিত্যাগে সাহসী নহে।

জাতি ভেদ ও সমধর্ম্মাবলম্বী সমাজের ভয়ানক শত্রু।

মহাত্মা শাস্ত্রকারগণ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী, মহামহোপাধ্যায় হইয়াও যে, কেন জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া আপনাদিগের সুধামুখী লেখনীর পবিত্র মুখ হইতে ভয়ানক গরল নির্গত করিয়াছেন তাহা

তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই জাতি ভেদ আমাদিগের অধঃ পতনের মূলস্বরূপ; আমরা ইহার বশবর্ত্তী হইয়া, স্বাধীনতা রূপ পরম ধন হারাইয়াছি। ইহার সহিত আবার কুলমর্য্যাদা, যোগ দিয়া আমাদিগকে অধঃপাতে দিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার এবং ক্ষত্রিয় রাজা, রাজ্য শাসনের ভার লইয়া, প্রজাদিগকে রাজ্য চিন্তা হইতে দূরে রাখিয়া কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছেন!! শাস্ত্রকার, ক্ষত্রিয় রাজা, জাতিভেদ, কুলমর্য্যাদা, ভারতের ভয়ানক শত্রু হইয়া, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ভ্রাতৃবর্গকে অপার দুঃখ সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছেন এবং দিতেছেন। ঐ সকল কুপ্রথা হইতেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং হইতেছে ও হইবে। আমরা যে, কোনকালে এই দুঃখ সমুদ্র পার হইয়া সুখ—ভূমিতে পদার্পণ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে পাইব তাহার আশা নাই। আমরা সকল ভাই একত্রিত হইয়া জন্মভূমি রক্ষার জন্য কি রূপে অশ্রুপাত করিতে হয় তাহা জানি না। কি রূপে রাজ্য-চিন্তা করিয়া তাহার অমঙ্গলের প্রতি বিধান করিতে হয় তাহা আমরা শিক্ষা করি নাই। এক ভাইয়ের চক্ষুর জলে, সকল ভাই কাতর হইয়া নিজ নিজ চক্ষুর জল ফেলিয়া কি রূপে তাহার চক্ষুর জল মুছাইতে হয় তাহা আমরা স্বপ্নেও শিক্ষা করি নাই। আমরা এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় স্বর্গ—স্বরূপ এক ভারতভবনে অবস্থান করিয়াও পৃথকান্ন প্রযুক্ত কোন ভাই-ই; কোন ভাইয়ের অনুসন্ধান রাখি না; মঙ্গল কামনা করি না। অধিক কি, প্রাণ প্রতিম ভাই, বিপদ সমুদ্রে ভাসমান হইয়া ভাই ভাই বলিয়া কাতর বাক্যে বারম্বার আহ্বান করিলেও আমাদিগের চিরবধির কর্ণ তাহা শুনিতে পায় না। পাপ চক্ষুও পাপে পরিপূর্ণ, জীবনাধিক ভাই পর বরকবলিত হইয়া অসহ্য প্রহার যন্ত্রণায় কাতর হওত নিদারুণ অপমান ভয়ে

ভাই ভাই বলিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিলেও পোড়া পাপ চক্ষু তাহা দেখিতে পায়না। কাঁদিবার উপযুক্ত সময়েও কাঁদিতে জানেনা। কঠিন হৃদয়, দয়া প্রকাশের সময়েও, দয়ালু হয় না। আর্য্যবংশের কলঙ্ক স্বরূপ আসার হস্ত, বল প্রকাশের উপযুক্ত সময়েও বল প্রকাশ করেনা। এই রূপ জঘন্য—প্রবৃত্তি ও অসার, ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া আমরা এক দ্বি করিয়া বহুসংখ্যক ভাই একত্রিত হইয়া, একজন সামান্য কীটদ্বারা হৃদয় রত্ন ভাইয়ের ঘোর অপমান অনায়াসে দর্শন করি। অধিক কি, মধ্যে মধ্যে সেই আততায়ীর সাহায্য করিয়া আপন জঘন্য প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়া পর কালের নিমিত্ত ভয়ঙ্কর রৌরব নরক সঞ্চয় করিয়া রাখি। যে ব্যক্তি ঘর ভাঙ্গে, তাহার কখন মঙ্গল হয় না। যখন আমরা ঘর ভাঙ্গিয়া পৃথক্ অন্ন খাইতে শিখিয়াছি, তখন যে আমাদের দেহে হিংসা, দ্বেষ, নির্দ্দয়তা, নির্ম্মমতা, প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি আশ্রয়, লইবেনা তাহা কে বলিতে পারে? আমরা ঘোর পাপী, কোন কালেই এ-পাপের ক্ষয় হইবে না। ভারত জননী, ভ্রাতৃ-গণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনের দুঃখে কাতর হইয়া ঐ দেখুন আয়ত নয়নে অজস্রঅশ্রু জল বিসর্জ্জন করিতেছেন। মুখকমল ম্লান হইয়া গিয়াছে। এবং সোণার অঙ্গ ক্রমেই কালি হইয়া যাইতেছে। ঐ দেখুন—জননী আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া সজোরে বক্ষে করাঘাত করতঃ হায়, কি হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে-ছেন। ভাই সকল! একবার জননীর নয়ননীর দর্শন করিয়া অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ কর। ভাই ভাই বলিয়া একবার সকলে, সকল কে আলিঙ্গন দিয়া জননীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন কর। জাতিভেদ, কুল-মর্য্যাদা, দ্বেষ হিংসা প্রভৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়া দেবভাব অবলম্বন কর, দেখিয়া জননী সুখিনী হউন। আইস আমরা একটুকু অমৃত অসংখ্যভাগে বিভক্ত করিয়া অসংখ্য আর্য্যভ্রাতার কমলকরে

প্রদান পূর্ব্বক মনের আনন্দে ভক্ষণ করি। জননী দেখিয়া শুনিয়া অপার সুখ-সমুদ্রে সন্তরণ করুন। আর আমরা কত দিন মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিব? আর আমরা কত দিন বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলিয়া মরিব? আর না অনেক হইয়াছে। এস-ভাই সকল এস! পবিত্র-ভাব অবলম্বন করিয়া পরস্পরে সুখী হই।

আমাদের জয়ন্তদেব এই দেশাচারে বদ্ধ হইয়াই দুহিতাকে দুঃখ সাগরে নিঃক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। হেমাঙ্গী, জননীর বিষময় বচনাবলী শ্রবণ পূর্ব্বক জীবনে নিরাশ হইয়া, তৎক্ষণাৎ মনের ভাব গোপন করিয়া, উপস্থিত বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী, তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, করণীয় কার্য্য সম্পন্ন করতঃ হেমাঙ্গীকে বিদায় দিলেন।

হেমাঙ্গী আসিতে আসিতে প্রতিবেশিনী কতক-গুলি বালিকা একত্রিত হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছে, দেখিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

পরিণয় দিনে যত আইবড় মেয়ে।
মেশামিশি হইলেন রাজ গৃহে যেয়ে॥
কেহ কহে ক্ষুদী বোন্, আয় কাছে বলি শোন্
একটী মজার কথা শোন্ কান দিয়ে।
ব'লেছেন বাবা মোরে, কালি দিবে বিয়ে॥

মা কহিল ভালবর আসিবে'তোমার।
কালি দেবে ঝুড়ি দুই গহনার ভার॥
রাজ-সেবা পরায়ণ, অতিধীর বিচক্ষণ,
হইবে জামাই মোর সর্ব্বগুণাকর।
যেমন কমলা মেয়ে তার যোগ্য বর॥

মা'র মুখে শুনি কথা গরবে গা-ভাসে।
পথ পানে চেয়ে আছি বিয়েটীর আশে॥
চাকুরে হইবে পতি, সোণাদানা কত মতি।
মনো সাধে এশরীরে করিব ধারণ।
হ'বো তার সর্ব্বময়ী মাথার ভূষণ॥

আর বালা হাসি হাসি আর জনে কয়।
হ'বে মোর পতিধনি ! সর্ব্ব গুণ ময়॥
ব'লেছেন পিতা মোরে, "ভাল বরে দেবো তোরে
কখন হ'বেনা দুঃখ সুখে দিন যাবে।
যখন যা হ'বে সাধ তখন তা পাবে॥

কেহ বলে হ'বে পতি মম মনোমত।
দাস-দাস, তস্য দাস, দাস কার্য্যে রত॥
ঘৃণা লজ্জা নাহিরবে, মাগ মুখো হ'য়ে রবে,
যা-বলিব তা করিবে. না করিবে আন্।
পাব পতি ওলোমতি ! পরাণ সমান॥

কেহ বলে হ'বে পতি সুমতির শেষ।
মোরে পেয়ে গুরুজনে করিবেক দ্বেষ॥
মাতা পিতা দিনে দিনে, ছন্ন হ'বে অন্নবিনে,
ভগিনী ভ্রাতারে পতি করিবে বর্জ্জন।
আমি হ'ব সারাৎসার পরাৎপরধন॥

কেহ বলে বিবাহ করিতে যদি হয়।
বেছে নেবো পতি যেন পদে প'ড়ে রয়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবারে, কদাচ না দেবোতারে,
দেশ হিতে পরহিতে নাহি দেবে মন।
নিরন্তর এ চরণ করিবে সেবন॥

কেহ বলে যদি আমি পূজে থাকি সুরে।
পতি হবে ভেড়াকান্ত আর "ভব ঘুরে"॥
স্বার্থ তরে অকাতরে, ভ্রমিবেক চরাচরে,
হোক্ বা—না হোক্ পূর্ণ, না পূরক আশ।
নিরন্তর করিবেক পর সর্ব্ব নাশ॥

কেহ বলে "মিথ্যাবাদী, শঠ! প্রবঞ্চক,।
ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগী স্বজাতি ভক্ষক॥
বারেক দেশের তরে, কদাচ না চিন্তাকরে,"
সেই হ'বে মম পতি ক'রেছি মানস।
চির কাল থাকে যেন পৃথিবীতে যশ॥

কেহ বলে ধনবান্ হবে মমপতি।
স্বদেশের উপকারে না থাকিবে মতি॥
রাজ পদ সেবিবারে, ল'য়ে ধন ভারে ভারে,
রাজদ্বারে যোড় হাতে রবে দাঁড়াইয়া।
তারে আমি প্রাণ সই করিব লো বিয়া॥

তাহাদের কথা শুনি হেমা কহে ভাই।
যা বলিলে তা বলিলে আর ব'লো নাই॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, শূরবীর সাধু প্রিয়,
স্বদেশের হিতে যাঁর সদা থাকে মন।
পরহিতে অনুক্ষণ করেন সাধন॥

যশে মানে দশদিক্ করিবেন আলো।
প্রাণের অধিক সবে বাসিবেন ভালো॥
পরাপদ হ'লে পরে, যেই প্রাণ পণ করে,
নাশিতে বিপদ তার সতত পরত।
প্রাণ দিয়ে সাধয়ে পরের কার্য্য যত॥

আশ্রিত পালক যেই ; প্রতিজ্ঞ অটল।
রণে স্থির মহাধীর "হিমাদ্রি অচল"॥
দেশের হিতের তরে, শিরঃ দেয় অকাতরে,
সেই হবে মম পতি "প্রতিজ্ঞা বচন"॥
নতুবা বিবাহে মম নাহি প্রয়োজন॥

হিমাদ্রি কলঙ্ক ধ্বজা তুলিয়া মাথায়।
দিনে দিনে বাড়িতেছে কব দুঃখ কায়॥
ইচ্ছা প্রাণে নাহিসয়, কবে সব সহাশয়,
উঠিতে উন্নতি পথে করি দৃঢ় পণ।
দেখে শুনে জুড়াইবে আমাদের মন॥

একথায় গোলযোগ করি বালা দলে।
সভাভাঙ্গি নিজ নিজ গৃহ প্রতি চলে॥

হেমাঙ্গীর বিবাহ সংবাদে তারা চকিত ও ভীত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন. কি সর্ব্বনাশ! হায়! কি হইল! আর আমি বাজির হৃদয় রত্নকে রক্ষা করিতে পারিলাম না: যাই জননী এলোকেশীকে এই সংবাদ প্রদান করি; যাইতে যাইতে হেমাঙ্গীকে নির্জ্জনে দেখিতে পাইয়া কহিলেন।

শোন্ হেমাঙ্গী শোন্,
এক্‌টী-মজার কথা
এক্‌টী মজার কথা, পাস্‌নেব্যথা
মনে ওলো ধনি!
আজ উলুদিয়ে হ'বে বিয়ে
পাবে নাগর মণি॥
যাবে মনের জ্বালা
যাবে মনের জ্বালা, নবীনা বালা
পাবে নবীন পতি;
রসে ম'জে কর্‌বে, খেলা ওলো রসবতি!
কমলের নূতন রসে,
কমলের-নূতন রসে, ভ্রমর ব'সে
সুখে খাবে মধু।
এতদিনে, এ-যৌবনে মিল্‌লো ভাল বধু।
শিব পূজার ফলে

শিব পূজার ফলে, পূজার বলে,
বিচ্ছেদ গেল দূরে।
বিধির ঘটন, হ'লো মিলন
যেন দেবাসুরে ॥

হেমাঙ্গী। শুনেছি মাতার মুখে, দেখ বুক ফাটে দুঃখে
উহু উহু! মরি মরি! প্রাণ সহচরি লো!
আর কেন হানবাণ, যায় যায় যায় প্রাণ,
দশ দিক্ শূন্যময় দরশন করি লো ॥

তারা। কথার কথা মনের জ্বালা,
অপার সুখ তোর্ অন্তরেই
(এই) গলাধরে কবে কথা
দুচার্ দণ্ড অন্তরেই।
নাহি দেরি প্রাণ স্বজনী
এল রজনী প্রায়।
বিয়ের পরেই উঠ্‌বে স্বর্গে
কেবা তোমায় পায় ॥

হেমাঙ্গী। কোথা মম প্রাণ পতি জীবন জীবন।
আসিয়া দাসীরে নাথ! দেহ শ্রীচরণ ॥
সহায় বিহীনা নাথ! আমারে পাইয়া।
বাক্য বাণে বধে তারা রহিয়া রহিয়া ॥

তারা। রাজকুমারী, বলিহারি, বোল্‌চো ভাল কথা।
তারার বাণে কোমল প্রাণে, বড়ই পেলে ব্যথা॥
এ-যৌবনে কুসুম বাণে, জ্ব'লচে তোমার হিয়ে।
স্বপন দেকে, বল ডেকে, "হ'লনা আমার বিয়ে॥"
(এখন) বসন খুলে, হৃদ্‌ কমলে, ব'স্‌য়ে রসের পতি॥
মনের সুখে করগেপূজা মদন আর রতি।
তাতে আমার কিলো! ক্ষতি॥
আমার সোণার যৌবন;
এমন সোণার যৌবন যাচ্চে ভেসে বিনা রসিক পতি।
আমি-বিধবা কি সধবা তা জানেন ভগবতী॥
মনে নাই স্বামী কেমন
মনে নাই স্বামী কেমন, ভরা যৌবন ভাব্‌লে বুক ফাটে।
(আমি) কেঁদে কেঁদে সারা হ'লেম এসে ভবের হাটে॥
নাপেনু অমূল রতন
নাপেনু অমূল রতন, কত্তে যতন, দিয়ে যৌবন তায়,
আমার মনানলে, হৃদয় জ্বলে মালুম হরির পায়॥
লোকে আমায় রাঁড়ী ব'লে
লোকে রাঁড়ী বলে, অঙ্গজ্বলে, শুনে কঠোর বাণী,
আমি বিধবা কি সধবা তা জানেন ভবানী॥
জানিনা বিয়ে কেমন
জানিনা বিয়ে কেমন, বিয়ে বিয়ে সদাই করে মন।

বিয়ের নামে, ঘুমের ঘোরে চ'ম্‌কে ওঠে মন॥
এ-তোমার সুখের সময়
এ-তোমার সুখের সময়, পেয়ে রসময় রসেম'জে সতী।
মনের সুখে রাজার সুতে পূজ-গে রসবতী
তাতে আমার কিলো ক্ষতি ?

হেমাঙ্গী। ক্ষান্ত হও সহচরী ধরি তব করে।
আর কেন ঢালো বিষ শ্রবণ বিবরে॥
আয়ুঃশেষ আমার হ'য়েছে এত দিনে।
কে রাখে আমারে আর প্রিয়পতি বিনে॥

তারা। মরি মরি কেন পরাণ পুতলি মরিবি কিসের তরে।
বাজি বিনা যদি "এই বরে" প্রাণ! তোমারমনে নাধরে॥
এলোকেশী মাতা ডাকিছে তোমারে, যাওলো তাঁহারকাছে।
যা—হয় এখন হইতে উপায়, ভাবনা কি তার আছে॥

হেমাঙ্গী। আহা কি শুনালি সখী বল্ বল্ বল্।
তরঙ্গিণী তৃষাতুরে যথা দেয় জল॥
ছায়া যথা শ্রান্ত জন শ্রান্তি করে নাশ।
রত্ন যথা দরিদ্রের বিনাশে হুতাশ॥
তথা সখী. মৃত দেহে দিলি প্রাণ দান।
পাইব কি প্রাণ ধনে বাঁচিবে কি প্রাণ?

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে রাজান্তঃপুরচারিণী শ্যামানাম্নী একটী দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হেমাঙ্গী, এলোকেশী ভবনে গমন করিলেন। শ্যামা, তারাকে সম্বোধন করিয়া কহিল কিলো তারি! কিসের কথা হ'চ্চে?

তারা কহিলেন, তারির্ কথাই হ'চ্চে। শ্যামা কহিল কার কথা লো? তারা কহিলেন যার কথা জেয়াদা ভাল লাগে। শ্যামা কহিল তোর্ আবার "ভাল বাসা" আছে নাকি? আমি বলি তুমি বনের কুসুম, আপনিই ফুটেছ, গন্ধ ছড়াচ্চো, আবার আপনিই শুকোবে। তারা কহিলেন ভাই—যাদের ফুটোবার জন নাই, তাহারা আপনি নাফুটে আর করে কি। তোমার মত যদি আমার তলায় জল দেবার লোক থাক্‌তো, তা-হ'লে দেক্‌তে—রসেফেটে যেতেম। শ্যামা কহিল, ঐ—হিংসেই ফেটেমলি; এত যদি গায়ের জ্বালা, তবে ধার কর্‌না? তারা কহিলেন কার কাছে? শ্যামা কহিল, আমার কাছে, তারা কহিলেন, তোমার গতি কি হবে? শ্যামা কহিল উপবাস, তারা কহিলেন, উপবাস না নিরাশ? যে, পেঁকো পুকুরের দঁকে প'ড়ে পচা জল খেয়ে মরে, সে যদি নির্ম্মল গঙ্গায় সাঁতার দিতে পায়, তবে কি আর পচা পুকুরে ফিরে যাবে? একে ত স্নানের লোক প্রায় নাই—যা—আছে, তা হাত ছাড়া হ'লে; তুই দেশ ছাড়া হবি যে?

শ্যামা কহিল। তোর্-সে ভাব্‌না কত্তে হবেনা। আমি এই রাণীর কাছে শুনে এলেম, রাজ কুমারীর বিয়ের সময় তোকে রত্ন হার আর বারাণসী সাড়ী দিবেন বল্ দেকি তোর্ বসন ভূষণের বাহার দ্যাখে কে?

তারা কহিলেন। কেন? যম; যে তোমার আর আমায় নেবে। সেই দেক্‌বে।

শ্যামা কহিল। হাঁ লো! তুই সত্যি সত্যি কি বিধবা? না হয়, আবার সধবা—হ—না—কেন?

তারা। হাসিতে হাসিতে কহিলেন মনের মতন নাগর যদি পাই। (তার) হাতটী ধ'রে রাতা রাতি বৃন্দাবনে যাই॥

শ্যামা কহিল। হেঁ—লো—তোর্ হাঁপানি দেকে কাঁপুনি ধরে,

তবে চুইতে গেলে লাথির চোটে ভাঁড় ভাঙ্গিস্ কেন?

তারা কহিলেন। সে—গয়লার দোষ।

শ্যামা কহিল। দুর্ পোড়ার মুখী, স্থির না হ'লে কি কাজ হয়?

তারা কহিলেন। অপবিত্র ঘৃণ্য কীট, নন্দন কাননে প্রবেশ ক'রে পবিত্র পারিজাত কুসুম কোরক, দন্তে কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রবে, আর আমি দাঁড়্য়ে দেক্‌বো, তবে আমি কিসের মালিনী? প্রাণ থাক্‌তে তা হবে না।

শ্যামা কহিল। যাক্—ওসব কথায় কাজ নাই—বিয়ের নামে রাজকুমারীর মুখটী যেন শুক্য়ে গেছে—কোথা আমোদে, আহ্লাদে হেসে খেলে ব্যাড়াবে, তা—না—হ'য়ে—ভাই! কেমন কেমন হ'য়েছে। এর কারণ কি কিছু ব'লতে পারিস?

তারা কহিলেন। ধর্ম্ম জানেন, বোধ হয় ভাতার মনে ধরেনি।

শ্যামা কহিল। কবে বা দ্যাকা শুনো হ'ল যে মনে ধ'রলো না?

তারা কহিলেন। তুই যেমন দেকে শুনে পাঁচটা বেয়ে চেয়ে, বেছে নেছিস্, ওর তো আর তা নয়, একচোট্;

শ্যামা কহিল। ঘর কত্তে কত্তেই সব স'য়ে যায়।

তারা কহিলেন। ঘরে যদি সুখ না হয়?

শ্যামা কহিল। সব সময় না হোক্; সময়ে সময়ে হয়।

তারা কহিলেন। তেমন সুখের মুখে ছাই—

থাক্‌তে পতি মনের দুখে যদি দিন যায় লো।
তার মত দুর্ভাগা নারী না দেখি ধরায় লো॥

শ্যামা কহিল। যাই ভাই—আজ কাজের বড় ঝন্ ঝট্—আর দাঁড়াতে পারি না। তারা কহিলেন গেলেই বাঁচি, ভারতে থেকে আর সুখ কি, তুমি গেলে, অনেক পুরুষ সৎপথে আস্‌বে আর অনেক বিরহিণী—পতি পাবে। শ্যামা কহিল মর্‌লো আমি কি তোর্ কেড়ে নিয়েছি? তারা কহিলেন, থাক্‌লে তো

নিবি, এখন—যা—আর জ্বালাসনে—এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গী।

এদিকে হেমাঙ্গী এলোকেশী ভবনে আসিয়া তাঁহাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া নিজ ভবনে আগমন করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে দুই খান পত্রিকা লিখিয়া স্বকীয় শয্যায় স্থাপন করতঃ দিনমণির অস্তাচলে গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং যখন দেখিলেন প্রার্থিত সময় সমাগত হইয়াছে তখন একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত; পাত্র উপস্থিত, রাজন্তঃ পুরচারিণী সকলেই ব্যস্ত; কেবল তারা এবং এলোকেশী ম্রিয়মাণা, মনের সাধ কিছুই পূর্ণ হইল না এই দুঃখেই ম্রিয়মাণা, অতঃপর বাজিরাওয়ের অবস্থায় কি ঘটিবে এই ভাবনাতেই ম্রিয়মাণা, গচ্ছিত রত্ন প্রত্যর্পণ করিতে পারিলাম না, তারা এই শোকেই শোকাকুলা; এদিকে পুরন্ধ্রীবর্গ পাত্রকে সমাগত দেখিয়া হেমাঙ্গীর অন্বেষণে ব্যস্ত হইল। কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। ক্রমে প্রত্যেক মহল, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেক অন্বেষ্টব্য স্থল অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথাও সাক্ষাৎ পাইল না। সকলেই ভীতা হইল! ক্রমে রাজরাণী অবগত হইলেন। হুল স্থূল পড়িয়াগেল। কন্যা গৃহে নাই! কোথায় গমন করিয়াছে! সর্ব্বনাশ! কোথায় যাইব! সকলেই বিশেষ করিয়া অন্বেষণ কর, ক্রমে অন্বেষণ করিতে করিতে হেমাঙ্গীর শয্যায় দুই খানি পত্র দেখিতে পাইয়া আলোক সমীপে আনয়ন করতঃ রাজ্ঞী, পাঠ করিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গীর পত্র।

মাতঃ এলোকেশি! এদাসী জন্মের মত চরণ হইতে বিদায়

হইল। আপনি, আর অধীনীর দর্শন পাইবেন না। আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, ভাবিয়াছিলাম বাজিরাওয়ের অঙ্কবাসিনী হইয়া মনের আনন্দে আপনার চরণ সেবা করিব। ভবদীয় মনোদুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা দেখিব। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। আপনি চিরদুঃখিনী; আমি আপনার সেই দুঃখভাগবর্দ্ধিতই করিলাম। জননি! বাজিবিহীন জীবনে প্রয়োজন কি? সতীত্ব নারীর পরমধন; আমি সেই ধনের অধি-কারিণী; অদ্য বাজিরাও ভিন্ন অন্যের অঙ্কবাসিনী হইয়া কি নারীকুলকলঙ্কিনী হইব? কখনই না। পিতা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না। মাতা প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইলেন। অন্য কেহই আমার কাতরবাক্যে কর্ণপাত করিল না। উপস্থিত ঘটনায় মৃত্যু ভিন্ন সতীত্ব রক্ষার উপায় নাই, ইহা দেখিয়া আমি অনন্যোপায় হইয়া দেহত্যাগ করিলাম, কন্যা অধীনীর মৃতদেহের দর্শন পাইলেও পাইতে পারেন। যদি কখন আপনার সহিত আমার জীবিত-নাথের সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁহাকে কহিবেন, তিনি যেন আমার নিমিত্ত শোক না করেন। আমি নারীকুলোচিত কার্য্য সম্পন্ন করতঃ সতীত্ব রক্ষা করিয়া, পরোলোকে প্রস্থান করিলাম; যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে কখন না কখন তথায় তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব। আর যদি শাস্ত্র মিথ্যা হয়, তবে শোক করিবারও আবশ্যক নাই। পার্থিব প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া শোককরা যুক্তিযুক্ত নহে। মাতঃ এলোকেশি! আর একটী কথা আছে, আমার অভাবে তারা জীবন্মৃতা হইবে। আপনি তাহাকে সর্ব্বদা সান্ত্বনা করিবেন। যৎকালে জীবিত নাথ যুদ্ধে গমন করেন, তখন সেই সেই ঘটনার পর, সেই গৃহে তারাকে এই কথা কহিয়া ছিলেন "তারা! আমার জীবন তোমার নিকট গচ্ছিত থাকিল দেখো সাবধানে রক্ষা করিও" এতদিনের পরে সেই হেমাঙ্গী বিনষ্ট হইল। তারা প্রিয়পতির নিকট ঋণী

থাকিল। আমিই, তারাকে ঋণগ্রস্ত করিলাম। তাহাকে আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে কহিবেন। আপনার চরণারবিন্দে এদাসীর সহস্র প্রণাম, এ-দাসী এজন্মের মত শ্রীচরণ হইতে বিদায় হইল। প্রাণপতির চরণ যুগলে এদাসীর সংখ্যাতিরিক্ত প্রণাম জানাইবেন ইতি।

শ্রীচরণাশ্রিতাদাসী—শ্রীমতী হেমাঙ্গী দেবী।

দ্বিতীয় পত্র—ব্যস্ততার সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন।

"পিতঃ! আপনার দুর্ভাগ্যবতী দুহিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিল। তাহার নিমিত্ত আপনাকে আর কোন বিপদে পড়িতে হইবে না। আর ছল, বল, কল, কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে না। এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে উচ্চ কুল গৌরব রক্ষা হইবে। কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবেনা। আমি আপনা হইতে জাত, বর্দ্ধিত, এবং শিক্ষিত হইয়াছি। চিরকাল অনুগতা হইয়া জীবন ক্ষেপণ করাই আমার কর্ত্তব্য! কায়মনোবাক্যে আপনার মঙ্গল কামনা করাই আমার উচিত, পিতঃ! পাছে আমা হইতে আপনার কোন অমঙ্গল ঘটে, আমি এই ভয়েই ভীতা হইয়া আত্মঘাতিনী হইলাম। নারীজাতি চিরকাল পরাধীন, স্বাধীন নহে। আর ইহারা চিরকাল অন্যের ধন ও গৌরব হৃদয়ে করিয়া রাখে, সে—ধন সতীত্ব; সে গৌরব পতির মান; আমি জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তাহাই রক্ষা করিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন যেন পরলোকে আমার সদ্গতি হয়। পিতঃ অন্তিম সময়ে আমার আর একটী প্রার্থনা আছে; তাহা এই — আমার নিদাঘবাধে মাননীয়া এলোকেশী এবং দুঃখিনী তারাকে কিছুই বলিবেন না। তাঁহারা ইহার কিছুই জানেন না। আমি, ললাট লিপির বশবর্ত্তিনী হইয়া আপনাপনিই বাজিরাওয়ের শরণাগত হইয়াছিলাম। জননি বৈজয়ন্তপুরেশ্বরি! অদ্যাবধি আপনি জীবনাধিকা দুহিতা হইতে বঞ্চিতা হইলেন। আমাকে বৃথা গর্ব্ভে

ধারণ করিয়া, দারুণ প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। আমা হইতে আপনার কোন সুখ ভোগই ঘটিল না। কেবল কষ্ট ভোগ মাত্রই সার হইল। জননি! আপনি সকলই অবগত আছেন। রমণী পক্ষে পতি পরিত্যাগ যে কীদৃশ গুরুতর ব্যাপার! তাহা যে আপনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই, সে কেবল হেমাঙ্গীর দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত; জননি! অন্তিম সময়ে এক বার মা! মা! বলিয়া আহ্বান করি, উত্তর দিয়া অভাগিনীকে সুখিনী করুন। আমি অদ্য, হয় জলমগ্নে নয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব; এ পাপীয়সীকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পর জন্মে পতিসুখে সুখিনী হই। হা তাত! হা মাতঃ! হেমাঙ্গী এ জন্মের মত বিদায় হইল, জননি! অপনার হেমাঙ্গী এজন্মের মত বিদায় হইল, মা! মা! মাগো! আপনার এ দুহিতা এজন্মের মত বিদায় হইল। ইতি

শ্রীপাদ পদ্মাশ্রিতা শ্রীমতী হেমাঙ্গী দেবী।

পত্র পাঠ করিয়া রাজ্ঞী মূর্চ্ছিত হইলেন। পরিজন সকল হাহাকার করিয়া উঠিল। শব্দানুসারে জয়ন্তদেব দ্রুতপদে আগমন করিলেন। রাজ্ঞীকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া মুখে জল দিলেন। বহুবিধ শুশ্রূষার পর রাজ্ঞীর চৈতন্যোদয় হইল। সংজ্ঞা লাভে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। হা মাতঃ হেমাঙ্গি! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? কে আর আমাকে মা! মা! শব্দে, মধুর বচনে আহ্বান করিবে? আর আমি কাহার মুখ-নলিনী দর্শন করিয়া সুখিনী হইব? তোমার মনে কি এই ছিল? এরূপ করিবে বলিয়াই কি তাদৃশী গুণবতী হইয়াছিলে? আমি কেনইবা তোমার মনের মত কার্য্য না করিলাম। কেনই বা তোমার প্রিয়পতিকে তোমায় না দিলাম। মহারাজের অমত! ভালই; কেনই বা তোমারে লইয়া বনচারিণী না হইলাম; হায়! আমার কি হইল! দগ্ধহৃদয় তুমি বিদীর্ণ হও। জীবন বহির্গত

হও। আমার হেমাঙ্গী জীবনে বাঁচিয়া নাই। মহারাজ! আমি সেই কালেই বলিয়াছিলাম, বাজিরাওয়ের সহিত হেমাঙ্গীর মিলন না হইলে মহাবিপদ ঘটিবে। যাহা ভাবিয়া ছিলাম তাহাই ঘটিল। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর করুণ বিলাপে জয়ন্তদেবের পাষাণহৃদয় বিগলিত হইল। দুই চক্ষে দর দরিত ধারা বহিতে লাগিল। পত্র দুই খানি বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন। পুরবাসী সকলেই, শোকসাগরে নিমগ্ন হইল এবং ব্যস্ততার সহিত চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল! কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইল না। মাধব মোহিনী ও লোকেশী এবং তারা উপস্থিত বিপৎপাতে ভয়-বিহ্বলা হইয়া, রাজদণ্ড ভয়ে পুরী হইতে পলায়ন করিলেন।

এদিকে স্বামীজি, বাজিরাও সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কয়েক দিন ইতস্ততঃ ভ্রমণান্তে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় পুনা হইতে নবাগত শিষ্যমুখে কথোপকথন প্রসঙ্গে বালাজিবিশ্বনাথের বিবরণ শ্রবণে চঞ্চলচিত্ত হইয়া যাথার্থানুসন্ধানে মহারাষ্ট্র প্রদেশে গমন করিলেন। তথায় কয়েক দিন ভ্রমণের পর, সফল প্রযত্ন হইয়া আশ্রমাভিমুখ হইলেন। পাঠক! গুরুদেবের ভ্রমণ সময়ে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আপনি ক্রমেই জ্ঞাত হইবেন। আমাদের শ্রীকণ্ঠস্বামীর অনেক প্রিয়শিষ্য ও শিষ্যা আছেন। তিনি একস্থানে বসিয়া বসিয়া ভারতবর্ষস্থ সমস্ত সভ্যজনপদের সংবাদ প্রতিসপ্তাহে প্রাপ্ত হয়েন একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। স্বামীজি পরম ধার্ম্মিক এবং পরোপকার ব্রতে একান্ত নীরত; ইহাঁর তুল্য কৃতজ্ঞ বোধ হয় ভূমণ্ডলে অধিক নাই। আমি, শ্রীকণ্ঠস্বামীর গুণ গরিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে অক্ষম; আপনি তাঁহার কার্য্যাবলী দর্শন করিয়াই বিবেচনা করুন।

হেমাঙ্গীর-মনো বেদনা।

এদিকে হেমাঙ্গীর দেহত্যাগ দিনে দিনমণি যতই অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতে লাগিলেন, সমরাঙ্গনবাসী বাজিরাও, ততই দারুণ উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন এবং কহিলেন আজি-আমার অন্তঃকরণ এতাদৃশ নৈরাশ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে কেন? সংসার যেন বিষময় বোধ হইতেছে, ইহার কারণ কি? কোনবিষয়েই সুখ বোধ হইতেছে না কেন? থাকিয়া থাকিয়া যেন মনঃ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমার সম্মুখে সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট সমস্ত বস্তুই বিদ্যমান আছে, তথাচ বোধ হইতেছে যেন, কোন অমূল্য রত্ন নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন আমি এ অভূতপূর্ব্ব মনশ্চাঞ্চল্যের প্রতিবিধানোপায় কি করি; ভাবিয়া কিছুই পাই-তেছি না। যদি এসময় গুরুদেব নিকটে থাকিতেন, তবে অবশ্যই প্রতিবিধান হইত। আমার দেহে যেন জীবন নাই, মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া সংসার শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি, কি আশ্চর্য্য ক্রমশঃই যেন আমার ধৈর্য্য লোপ হইতেছে। ইচ্ছা হইতেছে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি; নিশ্চয়ই আমার কোন না কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। হয় আশ্রমবাসিনীজননীর, নয় দুঃখিনী এলোকেশীর, না হয় আশ্রিতা তারার, তাহাও যদি না হয়, তবে আমার হৃদয়হারিণীর; নিশ্চয়ই কাহারও না কাহার কোন অশিব ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে আমার অন্তঃকরণ এরূপ করিবে কেন? অন্তরাত্মা সকলেই জানিতে পারেন, তিনি যেন বলিয়া দিতে-ছেন "তোমার হেমাঙ্গী আত্মঘাতিনী হয়, আসিয়া রক্ষা কর" উঃ কি করি—প্রাণ যায়, যন্ত্রস্থ ইক্ষু দণ্ডের ন্যায় অন্তঃকরণ নিষ্পিষ্ট হইতেছে। মহাপ্রলয়কালীন মহাসমুদ্রেরন্যায় আকুলিত হইতেছে। দাবানলে পতিত আরণ্য প্রাণীর ন্যায় অস্থির হইতেছে।

মন হু—হু—করিতেছে, ধৈর্য্য লোপ হইতেছে, উঃ এ-কি !! চতুর্দ্দিক্ যে ঘূর্ণিত হইতেছে, ভাবনায় হৃদয় কম্পিত হইতেছে, সম্মুখে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইয়া জগৎদগ্ধ করিতেছে। যেন মহাসমুদ্র উদ্বেল হইয়া বসুমতীকে ডুবাইতেছে। আর যেন তাহার প্রচণ্ড আবর্ত্ত ও ভয়ানক কল্লোল মধ্যে আমার হৃদয় হারিণী হেমাঙ্গী ভাসিতেছে। এবং কাতরস্বরে হা জীবিত নাথ! হা হৃদয়েশ! হা প্রাণ বল্লভ! হা স্বামিন্ বাজিরাও! আপনি কোথায় রহিলেন, আসিয়া দর্শন করুন, আপনার চরণাশ্রিতা বালিকা হেমাঙ্গী বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। উঃ হৃদয়ে একবারে সহস্র বজ্রের আঘাত! আর কত সহ্য হয়, আমার ঈষদ্বিকশিতাগন্ধময়ী কনক-নলিনী হেমাঙ্গী, আমার প্রেমের পুত্তলিকা হেমাঙ্গী, আমার মানব জন্মের সুখ লহরী হেমাঙ্গী, আমার অন্ধকারময় হৃদয়ের সুবাসিত দীপ-শিখা হেমাঙ্গী, ঈষদ্বিকশিত মধুরনবযৌবন শোভিত কন্দর্প শায়কের মোহিনীশক্তিরূপা বালিকা হেমাঙ্গী, আমার হৃদয়-হারিণী হেমাঙ্গী, তাহার অনিষ্ট !! স্মরণেও ভয় হয়। আর আমি-স্থির থাকিতে পারিলামনা, একবার অনুসন্ধান লইয়া আসি। এই রূপ চিন্তা করিয়া বাজিরাও যুদ্ধসজ্জায়সুসজ্জিত হইয়া দ্রুত গামী ঘোটকে আরোহণ করিয়া বৈজয়ন্তপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যোগ মায়া মন্দির।

বৈজয়ন্ত—পুরের প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধানে প্রান্তর মধ্যে এক মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে এক শক্তিমূর্ত্তি বিরাজমানা, নাম যোগমায়া, মন্দিরের অনতিদূরে দুইটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত আছে। দেবী পূজার্থী সন্ন্যাসী প্রভৃতি সেবকেরা, সময়ে সময়ে ঐ প্রকোষ্ঠ মধ্যে বাস করেন। দেবী গৃহাদি সম্বলিত সমস্ত স্থানটী বর্গাকার, বিংশতি বিঘার ন্যূন নহে! চতুর্দ্দিক পরিখা পরিবৃত; কেবল

সম্মুখ দিক্ একটী সেতু দ্বারা সংযুক্ত, যাত্রী সকল সেতুর উপর দিয়া দেবী স্থানে প্রবেশ করে। পরিখার উভয় প্রান্ত নিবিড় আম্র বনে সমাচ্ছন্ন, এবং বর্গাকার স্থানটী ও বিবিধ বৃক্ষে এমনই সমাচ্ছাদিত যে, দিবা দ্বিপ্রহরেও অন্ধকার বোধ হয়। এই স্থান আনন্দ এবং ভয়ের আস্পদ স্বরূপ, একাকী প্রবেশ করিতে শঙ্কা বোধ হয়। এই স্থানের পশ্চিম পার্শ্বে কিছু দূরে সুবিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমি; এই ভয়াবহ পিতৃ কানন দর্শন করিলে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হয়। সর্ব্বত্রই, দগ্ধ অস্থি ও অঙ্গার রাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, ছিন্ন বস্ত্র, ছিন্ন উপাধান, দগ্ধ বংশ, অসংখ্য কলসী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোন কোন স্থান, শব কঙ্কালে সমচ্ছাদিত, শুভ্রবর্ণ সদন্ত মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত রহিয়াছে এবং সময়ে সময়ে শ্মশান বিহারী জীবগণের পাদপ্রহারে চালিত হইতেছে। কোন স্থানে নববিক্ষিপ্ত শব সকল, কালমাহাত্মে স্ফীত ও গলিত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। শকুনী, গৃধিনী, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি শবাহারীজীব সকল মনের আনন্দে ঐ সকল স্ফীত দেহ ভক্ষণ করিতে করিতে পরস্পরে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছে। এবং ভয়ঙ্কর শ্রুতি কঠোর নিনাদে মেদিনী পরিপুর্ণ করিতেছে। স্বাধীনভাবে উদর পোষণের নিমিত্ত, শ্মশানবাসীজীবগণ, বিচ্ছিন্ন শবাঙ্গ সকল মুখে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবিস্ট হইয়া মনের সুখে ভক্ষণ করিতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে গ্রহণার্থী প্রতি দ্বন্দ্বীকে সমাগত দেখিয়া সকোপে কলহ করিতেছে। এই রূপে কোন স্থানে পদ, কোন স্থানে বক্ষ, কোন স্থানে হস্ত, কোন স্থানে মস্তক, কোন স্থানে অস্ত্র ইত্যাদি আনীত হইয়া শ্মশান ভূমি, অভূত পূর্ব্ব ভয়ানক দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি কালে ভূত প্রেত গণের ভয়ানক উপদ্রবে পিতৃ কানন কম্পিত হইতে থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকে মনুষ্য মাত্রের আবাস স্থান নাই। মহারাজ জয়ন্ত-

দেবের নিযুক্ত জনৈকভৃত্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেবীগৃহে আলোকমালা প্রদান করিয়া প্রস্থান করে। সেই দীপাবলী সমস্ত রজনী প্রজ্বলিত থাকে। এই জনগণ-শঙ্কা-সমুৎপাদক স্থানে রজনী যোগে উদাসীন ভিন্ন অন্য কেহই থাকেন না। সম্প্রতি যুদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তাহারাও সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে।

যোগমায়া সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্য যোগমায়ায় মনোদুঃখ নিবেদন করে, দেবী তাহার দুঃখ দূর করিয়া থাকেন। আর ভক্তি ভাবে যে, যে বিষয় প্রার্থনা করে, তাহার তাহা পূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি দেবীগৃহে আত্ম সমর্পণ করে, সে স্বর্গে গমন করিয়া ইষ্ট লাভান্তে অনন্তকাল অক্ষর স্বর্গ-সুখ-সম্ভোগ করে। আমাদের হেমাঙ্গী ঐ প্রবাদ বাক্য গুলি সমস্তই অবগত ছিলেন। এক্ষণে উপস্থিত ঘটনায়. আত্মবিনাশ ভিন্ন সতীত্ব রক্ষার অন্য উপায় নাই দেখিয়া তিমিরবসনাযামিনীসহায়ে মরণের প্রশস্ত স্থান দেবীগৃহে আগমন করিতেছেন। ছদ্মবেশে শরীর সমাচ্ছাদিত; বস্ত্রমধ্যে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা; ক্ষত্রিয় কুমারী, ভয়ের লেশ মাত্রও নাই। দেখিতে দেখিতে আগমন করিয়া দেবীগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গললগ্নী কৃতবাসে যোগ-মায়ায় প্রণতা হইয়া মনোবেদনা নিবেদনে আসক্ত হইয়া কহিলেন, "জননি যোগমায়ে! এই আপনার চিরশরণাগতাদাসী, অনন্যোপায় হইয়া চরণ কমলে শরণাগতা হইল। এক্ষণে হয় রক্ষা করুন, নয় বলি-রূপে গ্রহণ করিয়া সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। মাতঃ! পিতা আমার প্রতি, প্রতিকূল, মাতা তদ্ভাবলম্বিনী, সঙ্গিনীসকলও প্রতি-কূলাচারিণী, দুঃখের কথা নিবেদন করি; আপনি ভিন্ন অন্য কেহই নাই। জননি! আমি এ বালিকা বয়সে এমন কি মহা পাপ করিয়াছি, যদ্দ্বারা আমার এ অবস্থার সংঘটন হয়? আমি কখন কোন কামিনীকে ত পতি ধনে বঞ্চিত করিনাই, তবে কেন পতিরত্নে

বঞ্চিত হই। জননি! আমায় যৌবন গহনে আনয়ন করিয়া এতাদৃশ বিভীষিকা প্রদর্শন করা, আপনার কর্ত্তব্য নহে। সতীকুল পালিকে! আমার প্রতি বিমুখ হইলে যে আপনার পবিত্র নামে কলঙ্কস্পর্শ হইবে। পতিই সতীর পরম-ধন; আমি যদি আপনার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া সেই পরমধনে বঞ্চিত হইয়া আত্মঘাতিনী হই, তবে যে, লোকে আপনাকে সতীঘাতিনী বলিয়া উল্লেখ করিবে। বিপদুদ্ধারিণি! আমি কি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব না? জগত্তারিণি! আপনার নিস্তারিণী নামের মহিমা কি অস্তগত হইবে? প্রসন্না হউন, আকাশবাণীতে আশ্বাস প্রদান করুন, সংসার যে, শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি, প্রাণ যে, কেমন করিতেছে, আর মনে হইতেছে, এ জন্মের মত পতিধনে বঞ্চিত হইব। দুর্গে! যোগমায়ে! আমার ভার কি আপনার এতই ভার বোধ হইল? আমি যে, প্রতিদিন রক্ত জবা রক্ত চন্দনে অঙ্কিত করতঃ রাঙ্গাপায় প্রদান করিয়া আসিতেছি, তাহার ফল কি কিছুই ফলিবে না? আমার এ-প্রাণ মন দেহ এই শ্রীচরণে চিরবিক্রীত, আপনি কি এ দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না? শিবে! শঙ্করি! অভয়ে! দারুণ ভয়ে, ও মনের সন্তাপে, এ—নবীন লতিকা শুষ্ক প্রায়, কৃপা বারি দানে রক্ষা করিলে কৃতার্থ হই। শঙ্কর হৃদয়—সরস—সরোজিনি! একবার আমায় দাসী দাসী বলিয়া আহ্বান করতঃ চরণ প্রান্তে স্থানার্পণ করিলে চরিতার্থ হই। কি শ্মশানে কি মশানে, কি স্থলে কি জলে, কি সম্পদে কি বিপদে সকল স্থানে সকল সময়ে সেবক সেবিকার প্রতি আপনার সদয় নয়ন সতত নিপতিত আছে, আমি কি সেই অপার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইব? আপনি প্রকৃতি, আপনি পুরুষ, আপনি স্থূল, আপনি সূক্ষ্ম এবং আপনিই জগতের আদিভূত। সত্ব রজঃ তমোগুণে আপনার ইয়ত্তা করা যায় না। মূঢ়েরাই ভেদজ্ঞানে নরক—সঞ্চয় করে। আপনার এই কোকনদ

বিনিন্দি শ্রীচরণ প্রান্তে এমন অনন্ত জগৎ নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। কত কোটী কোটী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই চরণের আরাধনা করিতেছেন। কত মুনি ঋষি যোগী এই চরণে লীন হইবার নিমিত্ত, নিয়ত প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। আপনি জীব হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব সকল বিশেষ অবগত আছেন। এই আমি হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত আছি, দর্শন করুন আপনার রাঙ্গাচরণ এহৃদয়ে আছে কিনা? মা ভয়নাশিনি! এখনও যে আমার হৃদয়ের ভয়, অপগত হইল না? মা! আমার জীবন গ্রহণ করাই কি অভিপ্রেত হইল!! ভালই জননি! এই শাণিত ছুরিকা প্রহারে জীবন প্রদান করিতেছি গ্রহণ করিয়া সুখিনী হউন। অতঃপর অন্তিম সময়ে এই চরণ যুগলে দাসীর এক ভিক্ষা আছে, যেন পর লোকে প্রিয়পতি বাজিরাওয়ের সহিত সংমিলিত হইয়া সুখিনী হই। আমি ক্ষত্রিয় কুমারী, জীবন প্রদানে কাতরা নহি, এই বলিয়া ছুরিকা সম্মুখে স্থাপন করিলেন। হেমাঙ্গীর কাতর বিলাপে পাষাণময়ী যোগমায়ামূর্ত্তি, বিগলিত হইবার উপক্রম হইল।

তদনন্তর হেমাঙ্গী জানুদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করিয়া গললগ্নী কৃতবাসে কাতরবচনে কহিতে লাগিলেন স্বামিন্! জীবিতেশ্বর! হেমাঙ্গীর জীবন সর্ব্বস্বধন বাজিরাও! আপনি এমন সময় কোথায় রহিলেন? শ্রীচরণার্থিনীদাসী, এজন্মের মত ইহলোক হইতে বিদায় হইতেছে আসিয়া দর্শন করুন। আপনার বদন-সুধাকর, বারেক দর্শন করাই যে এজীবনের পরিণাম হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। ভাবিয়াছিলাম শ্রীচরণে মনঃ প্রাণ যৌবন সমর্পণ করিয়া সুখিনী হইব। কিন্তু তাহা এক্ষণে নিঃসংশয়েই অসার হইল। প্রিয় পতি! পতি কিরূপ ধন, তাহাতে কি প্রয়োজন, যৌবনে কি সুখোদয়, তাহাতে কি মাধুর্য্য আছে, আমি, তাহার কিছুই জানিলাম না। আমি যে মাত্র বাহু-বল্লরী

বিস্তার করিয়া, আশ্রয়তরু অবলম্বন করিলাম, অমনি অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা আগমন করতঃ আমাকে সমূলে উৎপাটিত করিল। স্বামিন্ আমার মনে অনেক সাধ ছিল, মনেই রহিয়া গেল, একটীও পূর্ণ হইল না। যদি কখন পরলোকে সাক্ষাৎ পাই, তবেই তাহা পূর্ণ করিব। এ-যৌবন-ধনে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার, কিন্তু একটী অল্পবয়স্কা অবলার নিকট গচ্ছিত থাকায়, রক্ষা হইল না। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। স্বামিন্! হেমাঙ্গীর হৃদয় ভূষণ! অভাগিনীর শিরোরত্ন! পরলোকে দাসীকে পদপ্রান্তে কিঞ্চিৎ স্থান দিবেন! এই বলিয়া সেই ছুরিকা, যুগল করে বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া হৃদয়দেশে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত যেমন সবেগে উত্তোলিত করিলেন, অমনি বহিঃস্থ বাজিরাও এক লম্ফে মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, দুই হস্তে যুগলকর ধারণ করিয়া কহিলেন জীবিতেশ্বরি! বাজির হৃদয়-সরস-সরোজিনি! সতীকুল-গৌরব-পালিকে! এই যে তোমার চিরানুগত দাস বাজিরাও উপস্থিত, মরণ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। এই বলিয়া ছুরিকা দূরে নিঃক্ষেপ করতঃ হেমাঙ্গীকে বাহুযুগলে বদ্ধ করিয়া অঙ্কে শয়ন করাইলেন। হেমাঙ্গী সভয়ে সহসোপস্থিত যুবার মুখপানে চাহিয়া দেখেন প্রিয়পতি বাজিরাও, নয়ন নিমীলিত এবং বদন অবনত হইল। নিমেষমাত্র এই ভাবে গেল; আবার চাহিয়া দেখেন প্রিয়পতি বাজিরাও, পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব; কিন্তু সে ভাবও অধিকক্ষণ থাকিল না, আরবার দেখেন, প্রিয়পতি বাজিরাও হৃদয় আশ্বস্ত এবং অপূর্ব্বভাবে শরীর পুলকিত হইল। এই অবসরে বাজিরাও, হেমাঙ্গীর সর্ব্বাঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! পুরুষান্তরের আশঙ্কা করিয়া ভীত হইও না। আমি, এলোকেশীর অকৃতজ্ঞ অধম সেবক এবং তোমার চিরানুগত দাস বাজিরাও, হেমাঙ্গীর নয়ন যুগল উন্মীলিত হইল, আর দরদরিত প্রেমধারা বহিতে লাগিল। কতক্ষণের পরে

কহিলেন, আপনি কোথা হইতে এদাসীকে রক্ষা করিতে আসিলেন? বাজিরাও, বস্ত্রাঞ্চলে হেমাঙ্গীর অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন প্রিয়ে! অদ্য আমার মনশ্চাঞ্চল্যের প্রবলতা হওয়াতে তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত বৈজয়ন্তপুরে যাইতে ছিলাম; পথিমধ্যে যোগমায়ার স্মরণ হইল, সুতরাং জগত্তারিণীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিলাম, আসিয়া দেখি, মন্দির মধ্যে আমার হৃদয়হারিণী, আশ্চর্য্য বোধ হইল, বহির্দিকে গুপ্তভাবে দাঁড়াইলাম, ক্রমেই তোমার হৃদয় বিদারক খেদোক্তি আরম্ভ হইল, একতান মনে শ্রবণ করিতে লাগিলাম। পরে যখন দেখিলাম তুমি এ-পামরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়া, তখন আসিয়া হস্ত ধারণ করিলাম। তোমার এ সঙ্কল্পের কারণ কি? হেমাঙ্গী আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন, শ্রবণ করিয়া বাজিরাও, এক কালে বিস্ময়ার্ণবে এবং আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। এবং কহিলেন হৃদয়হারিণি! এই পরমেশ্বরী যোগমায়াই আমাদিগের মঙ্গল করিলেন, এস একবার উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করি। এই বলিয়া যেমন প্রণাম করিয়া মস্তক তুলিলেন অমনি মনুষ্য পদশব্দ শ্রবণে দ্বারাভিমুখে চাহিয়া দেখেন, গুরুদেব উপস্থিত; এককালে লজ্জা এবং আনন্দ হৃদয়াধিকার করিল। ক্ষণ কাল স্থির থাকিয়া দম্পতীদ্বয় গুরু পায় প্রণত হইলেন। পরে বাজিরাও, জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন। শ্রীকণ্ঠস্বামী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন বহুস্থানে ভ্রমণেরপর অদ্য নিশিতে শুভ যোগ পাইয়া জগত্তারিণীকে পূজা করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। সে যাহা হউক, বাজি! এ কি দেখেতেছি? বাজিরাও কহিলেন গুরুদেব! অন্য সম্ভাবনা করিবেন না, এই শ্রবণ করুন, বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। গুরুদেব এতাবচ্ছ্রবণে আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন এবং দেবী সাক্ষাতেই

তাঁহাদের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে নব-দম্পতীকে স্থাপন করিলেন। এবং আপনি দেবীর পূজায় বসিলেন। পাঠক মনে মনে ভাবিয়া দেখুন নবদম্পতীর কি সুখের সময় উপস্থিত! কি অপূর্ব্ব আনন্দে শর্ব্বরী শেষ হইতেছে, অকস্মাৎ যে এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব সুখ লাভ হইবে, তাহা হেমাঙ্গী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। জীবিতেশাঙ্ক পরিবর্ত্তে জীবিতেশের অঙ্কে শয়ন হইবে, ইহা একবার ভ্রমক্রমেও চিন্তা বা আশা করেন নাই। পাঠক! কালের মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে পারে? ক্রমে শর্ব্বরী ত্রিভাগ শেষ হইল দেখিয়া, শ্রীকণ্ঠ-স্বামী দূর হইতে বাজিরাও-কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বাজিরাও, আর না, সমরাঙ্গণে গমন কর। শুনিয়া বাজির প্রাণ উড়িয়া গেল, কি করেন, গুরুদেবের আজ্ঞা; সাদরে প্রণয়িনীকে অঙ্কে বসাইলেন, স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া, হেমাঙ্গীর অঙ্গুলিতে পরাইয়াদিলেন, প্রণয়ের সহিত মুখ চুম্বন করিলেন এবং করযুগল ধারণ করিয়া কহিলেন প্রিয়তমে! বিদায় হই, একথা বলিতে মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে। হেমাঙ্গীর চক্ষে জল আসিল, কাঁদিতে কাঁদিতে রত্নহার উন্মোচন করিয়া প্রিয়তমের গলদেশে পরাইয়া দিয়া কহিলেন জীবিতেশ্বর! দাসীকে স্মরণ রাখিবেন। তদনন্তর গুরুদেব বাজিকে আহ্বান করিয়া কর্ণে কর্ণে কি বলিলেন। বাজিরাওয়ের মুখ কমল প্রফুল্ল হইল, ভক্তিভাবে গুরুপায় প্রণাম করিয়া, "আপনার যাহা আজ্ঞা তাহা আমার পালনীয়" বলিয়া ঘোটকারোহণে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এলোকেশী এবং নগবালা।

এলোকেশী এবং নগবালা রাজদণ্ড ভয়ে রাজভবন হইতে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। এক দিন, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে পতিত হইয়া ভয়ে ভয়ে গমন করিতেছেন এমন সময়ে তথায় কয়েক জন অসাধু লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রধানের নাম বীরবল; বীরবলের মস্তকের কেশগুলি কিছু লম্বা, চক্ষু ক্ষুদ্র এবং রক্তবর্ণ; নাসিকা স্থূল; মুখ খানি গোলাকার, দেহ বিলক্ষণ সারময়; শরীরের উন্নতি নাতি দীর্ঘ, উজ্জ্বল কালো বর্ণে অলঙ্কৃত; বাহ্য দর্শনে বীরবল যেরূপ ভয়ানক, ইহার অন্তঃকরণও সেই রূপ কুৎসিত; পৃথিবীতে এমন ঘৃণাজনক কার্য্য কিছুই নাই যাহা বীরবল দ্বারা সাধিত না হয়। আপনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, সঙ্গী সকলও সেই রূপ; অলৌকিক রূপলাবণ্য-সম্পান্না নগবালাকে অবলোকন করিয়া বীরবল ধৈর্য্য হারাইল। একবার চতুর্দ্দিকে চাহিল, দেখিল কেহ কোথাও নাই। তাহার অভীষ্ট সাধন পক্ষে সুন্দর সুযোগ দেখিয়া আরও অপার আনন্দনীরে ভাসমান হইল। এলোকেশী পূর্ব্বেই দূর হইতে দুরাত্মাদিগকে অবলোকন করিয়া মহাভয়ে ভীত হইয়া অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে ছিলেন এক্ষণে আবার তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া এক প্রকার বিহ্বলার ন্যায় হইলেন। বীরবল নিকটে আসিয়া এলোকেশীকে জিজ্ঞাসা করিল তোমারা কে? কোথায় যাইবে? এলোকেশী উত্তর করিলেন, আমরা নিরাশ্রয়া দীনা; ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, আমার এই এক-মাত্র কন্যা, তাহাও অদৃষ্ট দোষে বিধবা, যোগীবর শ্রীকণ্ঠস্বামী আমাদিগের গুরু; আমরা সেই গুরুদর্শনে নর্ম্মদাকূলস্থ স্বামী-

তীর্থে গমন করিব; বীরবল কহিল তোমাদিগকে আর এরূপ করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইবে না। আমার গৃহে চল, তথায় আমি তোমাদিগকে বিশেষ সমাদরে রাখিব। যাহার এরূপ সুন্দরী কন্যা, কোন কালে তাহার কোন কষ্ট হয় না। আমরা বিধবা বিবাহ করিয়া থাকি। তোমার এই কন্যাকে আমি বিবাহ করিব। এলোকেশী কহিলেন বাপু! আমরা ভদ্রকন্যা, আমা-দিগকে এরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতে নাই। আমাদিগকে মা বলিয়া, শ্রদ্ধা করা তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আমরাও তোমাদিগকে পুত্রের ন্যায় দেখিয়া থাকি। বীরবল শ্রবণমাত্র ক্রোধে দুই চক্ষু আরও রক্তবর্ণ করিয়া কঠোরস্বরে উত্তর করিল ওরে দুর্মুখ্ মাগী! তোর যতবড় মুখ ততবড় কথা; পুনর্ব্বার যদি এরূপ কথা শুনিতে পাই তবে এখনই উচিতমত দণ্ড দান করিব। ওহে সহচরগণ! আর বিলম্ব করিও না, ইহারা সহজে আমাদের সঙ্গে যাইবে না। ধর, বল পূর্ব্বক লইয়া চল; আজ্ঞা মাত্র যমদূত সদৃশ সহচরগণ— এলোকেশীকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বীরবল স্বয়ং নগবালার হস্ত ধরিয়া বল পূর্ব্বক লইয়া চলিল। উভয়ে আর উপায় নাই দেখিয়া পূর্ণস্বরে রোদন করিতে করিতে তাহাদের পদতলে পতিত হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ধূলী-ধূসরিত হইল, চক্ষুরজলে বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়াও তাহাদের হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইল না বল প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। নগবালা নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন হে সর্ব্বাশ্রয় অনাথ নাথ ভগবান্! আপনি কোথায় আছেন, এই সময় একবার আগমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন, দস্যু হস্তে ধর্ম্ম যায়, মান যায়, এবং প্রাণ যায়; আমরা বড় দুঃখিনী, আজন্ম দুঃখভোগ করিয়া আসিতেছি। আর কষ্ট সহ্য হয় না। হে

পরমেশ্বর! আপনি সকলের মন জানেন। আমি মনে মনেও কখন কোন পাপ-চিন্তা করি নাই। এক সনৎ ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। আজি আমার এ-কি অবস্থা হইতে চলিল। রে সর্প! আমায় দংশন কর্, রে বজ্র! আমার মাথায় পড়্, পাপ জীবন! এখনও পলাও, পলাও; এখনও পবিত্র আছ, এই বেলা প্রস্থান কর। রে প্রচণ্ড দস্যু! আর কেন প্রহার করিস্ এক বারে মারিয়া ফেল্। আমার জীবন থাকিতে তোর্ বাসনা পূর্ণ হইবে না। আমি যে দেবের আরাধনা করিয়া আসিতেছি, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ এ হৃদয়ে স্থান পাইবে না। এমন কি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণও আমার এ সতীত্ব গ্রহণ করিতে পারগ নহেন। তুমি পদাঘাতে আমার এদেহ বিচূর্ণিতই বা কর, তীক্ষ্ণ তরবারে স্থানে স্থানে কর্ত্তন করিয়া লবণ সংযুক্তই বা কর, কিছুতেই আমি তোমার হইব না। তুমি পাপবাসনা পরিত্যাগ কর। আমি সামান্য মনুষ্যের কন্যা নহি। দয়াময় আমায় সকল দিয়া ছিলেন। আমি হত-ভাগিনী সকল হারাইয়াছি। বাপ, বীরকেশরী—বিশ্বনাথ; মাতৃ-স্বসৃপতি (মেশো) মহাবল মাধব; স্বামী, দেবপুত্র বিশেষ; আমি দুর্ভাগিণী এ-সব হারাইয়াছি। এক্ষণে ভগবান্ ভিন্ন আর উপায় নাই। হে শত্রু শাসন! হে সাধনের ধন! হে স্বর্গীয় পরমদেব! আপনার নগবালা যায়, একবার কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি শুনিয়াছি আপনি সর্ব্বব্যাপী; আমি জানি আপনি ভক্ত রক্ষক, লোকে বলে আপনি দয়াময়; প্রাণ বলে আপনি অগতির গতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এবং দুর্ব্বলের বল; হে ঈশ্বর! তবে আজি আমাদিগের প্রতি আপনার সেই অনন্ত-দয়ার উদ্রেক হইতেছে না কেন? প্রান্তর মধ্যে ধর্ম্ম যায়, প্রাণ যায়, আসিয়া রক্ষা করুন। নগবালার করুণ বিলাপে এলোকেশী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রোদনশব্দে প্রান্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু কেবা কোথায়;

আর কেবা সাহায্য করে, কাহাকেও নিকটে সহায় রূপে দেখিতে পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া কেবল হা ভগবান্! হা ভগবান্! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দস্যুগণ ক্ষান্ত না হইয়া ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদিগকে এক একটু করিয়া লইয়া চলিল।

এই অনন্ত রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর দয়াময় দেবাদিদেবের কর্ণ না থাকিলেও তিনি নগবালার বিলাপ বাক্য স্বকর্ণে শুনিলেন। চক্ষু না থাকিলেও, সর্ব্বতশ্চক্ষু সকল দেখিতে লাগিলেন। চরণ না থাকিলেও আজি ভক্তকে রক্ষা করিতে চলিলেন। শরীরী না হইলেও আজি হৃদয়ে সেই অনন্ত দয়ায় উচ্ছ্বসিত করিলেন। বাহু না থাকিলেও আজি অনন্ত করে অনাদি অনন্তদেব, নগবালাকে বাঁধিতে চলিলেন। ভক্তের হৃদয় যন্ত্রের সহিত, ঈশ্বরের হৃদয় যন্ত্র, (সেবকের) ভক্তিরূপ তারে গ্রথিত আছে। যখন ভক্ত, পবিত্র মনে নির্জ্জনে ধরাসনে বসিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া প্রেমাশ্রুজলে নিজ হৃদয় যন্ত্র ধৌত করিয়া বিশ্বাস রূপ অঙ্গুলিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংযোজিত তারে আঘাত করে, তখন একবারে উভয় হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠে; তারে তারে কত সুবোল বলে; কত সুধার সমুদ্র উছলিয়া উঠে; ভক্তের হৃদয় যাহা বলে ভগবানের হৃদয় তাহাই বলে। ভক্ত যেরূপ ব্যাকুল হয়, ভগবানও সেই রূপ ব্যাকুল হয়েন। তখন আর দূরসম্বন্ধ থাকে না। যে, ঈশ্বরকে দূরের বস্তু বলে, সে তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র; যে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, সে অন্ধ; যে, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না, সে, ঈশ্বরের কেন জগতের অবিশ্বাসী; যে, ঈশ্বরকে মন দিয়া ডাকিতে জানে না সে বোবা; যে, ঈশ্বরকে প্রেম করে না, সে অপ্রেমিক; যে, দয়াময়ের দয়া দেখিতে পায় না, সে নির্দ্দয়; আজি ভগবান্ নগবালার করুণ বিলাপে কাতর হইলেন। আজি তাঁহার হৃদয়

ব্যাকুল হইল। আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, নগবালাকে রক্ষা করিতে চলিলেন।

'নবীন সৈনিক যুবা'।

প্রান্তর মধ্যে পতিত হইয়া উভয়ে এই রূপ অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রণ সজ্জায় সুসজ্জিত এক অশ্বারোহী পুরুষ সেই প্রান্তর অতিক্রম বাসনায় অশ্বকে কশাঘাত করিলেন। অশ্ববায়ুবেগে গমন করিল। অশ্বারোহী কিছু দূর গমন করিয়া দূর হইতে তাঁহাদিগকে অবলোকন করিলেন। অকস্মাৎ মন কেমন করিয়া উঠিল, হৃদয় ভয়ানকরূপে নিষ্পেশিত হইতে লাগিল, কারণ কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া নিকটে দূরবীক্ষণ ছিল; তৎসহায়ে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে অস্থিরতায় কাতর হইয়া তদ্দিকে ধাবমান হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এলোকেশীর মুখে সকল শ্রবণ করিলেন। পরে এলোকেশী কহিলেন বাপ! আজি তোমাকে দেখিয়া আমি যেন আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলাম। হৃদয় যেন পরমাহ্লাদে আহ্লাদিত হইতেছে। প্রাণ যায়, এই দস্যু হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অশ্বারোহী কহিলেন রে দস্যু! আজি আমি তোর এই কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিব, ক্ষণকাল স্থির হ; বীরবল কহিল আয় নরাধম! অগ্রে তোকে শমনসদনে পাঠাইয়া পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। দস্যুগণের সহিত অশ্বারোহীর ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বহ্নি মুখে পতঙ্গের ন্যায় দস্যুগণ একে একে শাণিত তরবারের খরধারে শমনসদনে গমন করিল। দেখিয়া শুনিয়া রমণীযুগল ভয়ে বিস্ময়ে কেমন এক প্রকার হইলেন। তখন অশ্বারোহী পুরুষ জ্যেষ্ঠাকে কহিলেন। মাতঃ! আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করুন! আর

কোন্ স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসিলে নিরাপদ হইতে পারিবেন, তাহাও আজ্ঞা করুন। আমি তথায় আপনাদিকে রাখিয়া আসিব। নগবালা, অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষকে দর্শন করিয়া অবধি, তাঁহার বদনসুধাকর হইতে নয়ন যুগল সরাইতে পারেন নাই। সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতেছিলেন। পাঠক হয়ত ভাবিবেন, নগবালা অতি চঞ্চলা, সুপুরুষ দেখিলেই অধৈর্য্য হয়। স্ত্রী লোকের এমন স্বভাব ভাল নয়। আমিও বলি নগবালার এ কাজ ভাল কি মন্দ, তাহা নগবালাই জানেন। নগবালা, সৈনিকের প্রতি এমনই ভাবে চাহিতেছেন, যেন স্পষ্টই বলিতেছেন হৃদয়েশ্বর! দাসী বলিয়া কি মনে পড়িয়াছে? আর বার যে আমি এই চরণ যুগলের দর্শন পাইব, সে আশা স্বপ্নেও করিনাই। প্রাণনাথ! এ-দাসীর জীবন কি এই রূপেই শেষ হইবে? এ-হৃদয়ে কি তোমারত্ব ধারণ করিতে পাইব না? সৈনিকও নগবালাকে দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে কত কি ভাবিতে ভাবিতে নগবালার প্রতি শূন্য নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এলোকেশী উভয়ের ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। এই রূপে ক্ষণ কাল অতীত হইলে এলোকেশী কহিলেন, বাপ! আমরা স্বামীতীর্থে যাইব, পথ জানি না, সঙ্গীও নাই। যাহাতে সেই স্থানে নির্বিঘ্নে যাইতে পারি তাহার উপায় করিয়া দাও, শ্রীকণ্ঠস্বামী আমাদিগের গুরু, আমরা নিতান্ত দুঃখিনী, আর অন্য পরিচয়ে এক্ষণে আবশ্যক নাই। তুমি সেই স্থানে আমাদের পরিচয় পাইবে। শুনিয়া সৈনিকের প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। মনের ভাব মনে রাখিয়া তাঁহাদিগকে নারায়ণীর আশ্রমে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রমণীদ্বয়ের রক্ষার ভার দিয়া কহিলেন আপনি ইহাঁদিগকে স্বামী-তীর্থে লইয়া যাইবেন। এই বলিয়া এলোকেশীকে প্রণাম করিয়া, সৈনিক পুরুষ নগবালাকে কহিলেন সরলে! আমার নয়নের রসাঞ্জন! কণ্ঠের মৌক্তিকহার! দেহের চন্দন রস! আমি তোমাকে অর্ব্বলী

পর্ব্বত প্রান্তস্থ পল্বল তটে একদিন দেখিয়াছি, তুমি সেই তারা; তুমিই আমার হৃদয়—সরস—সরোজিনী, আমি তোমার জন্যই উপস্থিত যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া এই অশ্বারোহণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছি। আমি সেই ব্রহ্মচারী; তোমার মুখপুণ্ডরীক দর্শনের ভিখারী, আমি তোমাকে ভাল বাসি, ভাল বাসিতেছি এবং ভাল বাসিব; দেহে জীবন থাকিতে এ-মুখশশী ভুলিতে পারিব না। তোমার সতীত্ব আক্ষুণ্ণ থাকুক্, আমি চলিলাম। এই অবসরে নগবালা গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সৈনিকের চরণ যুগলে প্রণাম করিয়া কহিলেন দেব! অবলার অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আপনি রক্ষা কর্ত্তা প্রার্থনা এই যেন ও—চরণে অপরাধিনী না হই। মা আমার যখন স্বামীতীর্থে পরিচয় দিবেন বলিলেন তখন নিশ্চয়ই পরিচয় পাইবেন, প্রার্থনা এই, যেন তথায় সাক্ষাৎ ঘটে, সৈনিক কহিলেন আপনারা তথায় কিছু দিন অপেক্ষা করিলে আমি তথায় গিয়া এই জননীর শ্রীচরণ এবং তোমার এই মুখশশী নিশ্চয়ই দর্শন করিব। এই বলিয়া সৈনিক সেনানিবেশে চলিয়া গেলেন। সৈনিক চলিয়াগেলে এলোকেশী নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাভাগে। এই সৈনিটী; কে আপনি কি কিছু বলিতে পারেন? নারায়ণী কহিলেন কি দিন হইল আমি একবার গুরুদেবের সঙ্গে ব্রহ্মচারীরবেশে কাশীধামে দর্শন করিয়াছিলাম, কি নাম তাহা স্মরণ হয় না। আজি আমি ইহাঁকে গলার স্বরে চিনিতে পারিলাম বটে, কিন্তু অবয়বে পারিলাম না। পরে এলোকেশী, আপনাদের সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন আজি আমরা এই মহাপুরুষ হইতে এই রূপে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। নারায়ণী শুনিয়া কত কি ভাবিয়া তাঁহাদিগকে সাবধানে রাখিলেন।

ব্রহ্মচারী।

কেনরে আবার সমর অঙ্গন,
আসিলি আমার অতি লঘু মন,
কি হ'বে বল না করি বীর পণ,
গিয়াছে তোমায় ত্যজিয়া স্বজন
আমার বলিতে কেহ যে নাই।
কোথা স্নেহময় পূজ্যমাতা পিতা,
শ্বশুর শাশুড়ী প্রাণের বনিতা,
দস্যু হাতে পেয়ে ঘোর অপমান,
আছে কি স্বরগে ক'রেছে প্রয়াণ,
বলনা কেমনে সন্ধান পাই॥

যে দিন শুনেছি গুরু দেব মুখে,
পড়িয়াছে সবে বিষম সঙ্কটে,
সে দিন প্রদানি জলাঞ্জলি সুখে,
মরণ বাসনা শমন নিকটে,
ভিন্ন অন্য আর নাহিক মোর।
শত দাবানলে এই দেহ বন,
ঘোর শব্দে সদা হ'তেছে দহন,
তবু ভস্ম নহে; এবিধি কেমন,
বিধির প্রহারে না হয় মরণ,
এ-কিরে ঘটিল বিপদ ঘোর॥

অন্ধকারময়ী ধরণী উপরি,
ভ্রময়ে নিরাশা মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী,
দেখে তার রূপ ঘোর ভয়ে ডরি,
ভয়ে ভয়ে ভবে বিচরণ করি,
রাখা যায় প্রাণ এরূপে কিরে
সেই দিক্ শূন্য যেই দিকে যাই,
বলনা বলনা কার মুখ চাই,
বাঁচিতে বাসনা ক্ষণ কাল নাই,
তবে বাঁচি যদি বন্ধু বর্গে পাই।
সেদিন পুনঃ কি পাইব ফিরে ॥
কেন আশা হেথা দীন সহচরী?
দেখাও কেন বা মূর্ত্তি মুগ্ধ করী?
কেন হাসি হাসি লহ চিত্ত হরি?
কেন সুধা মাখা বচন লহরী
শুনায়ে আমারে বাঁচাতে চাও?
এই দুর্গাদাস, এই বাজিরাও,
তোমার স্বজন এর মুখ চাও,
সেই প্রবীণারে ধেয়ানে ধেয়াও,
সেই নবীনারে হৃদয়ে বসাও,
উঠ উঠ যুবা ত্বরায় যাও ॥,,
"এ-কি দৈব বাণী মানস মোহিনী"
মন-মরু ভূমে আশা-তরঙ্গিণি!

"হৃদয়-সরসে সে ধনী নলিনী
হইবে আমার ভুবন মোহিনী"
ভাবিলে মানসে জনমে সুখ॥
এই কি হইবে "সেই নগবালা"
ঘুঁচাবে আমার হৃদয়েরজ্বালা,
অভাগার হৃদি করিবে কি আলা!
বল বল আশা তুমি দেব বালা
"তোমার বচন সফল হোক্" ॥
কাজ কি আমার সমর অঙ্গন,
কাজ কি আমার বীরের ভূষণ,
ব্রহ্মচারী বেশ করিয়া ধারণ,
খুঁজিগে আমার সাধনের ধন,
"তোমার বচন সফল হোক্" ॥
বলি এই বাণী, সেই যুবজানি
তারাকে ধরিতে মনানুরাগে।
সেনাপতি দুয়ে করি নমস্কার
চলিল যুবক বিষম বেগে ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যোগীশ্বরী আশ্রম।

পাঠক পূর্ব্বে যে রমণী চন্দ্রকেতুর মোহ বিমোচন করিয়াছিলেন, সে কামিনী কাশ্মীরদেশীয়া, নাম বিমলা, জাতিতে ব্রাহ্মণী! ইহার

স্বামী চন্দ্রপুর নিবাসী যতীন্দ্রমোহন নামে পরিচিত; বিমলা উমাকালীর স্বগ্রামবাসিনী; উমাকালীর যত্নেই যতীন্দ্রমোহনের সহিত বিমলার বিবাহ হইয়াছিল। বিমলা তখন প্রাপ্ত বয়স্কা; বিবাহের পর, বৎসরৈক মধ্যেই একটী সন্তান প্রসব করেন, নাম সনৎকুমার; ইঁহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই উমাকালী প্রভৃতিকে বিলক্ষণ চিনিতেন। বিমলা পতি সমভিব্যাহারে কাশ্মীরে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে চণ্ডশেখর কর্ত্তৃক বন্দীভূত হইয়া তাহারই অধিকারে বাস করিতেছেন। ইহাঁর স্বামী কোন রূপে শত্রু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, প্রতিফল প্রদানার্থে সহায় সংগ্রহ বাসনায়, কাশ্মীরাভিমুখে গমন করেন। মধ্যে পথে মুসলমান সেনা দলে পতিত ও জাতি ভ্রষ্ট হইয়া হোসেন খাঁ নামে বিখ্যাত হয়েন। মুসলমান হইয়া বাদসাহের উপরে বিদ্বেষ বুদ্ধি সমুদ্ভূত হইলে সুতরাং স্ত্রী পুত্রের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কি প্রকারে আরংজেবের সর্ব্বনাশ করিবে সেই চেষ্টায় আসক্ত থাকেন। কথিত কাশ্মীর যুদ্ধে এই হোসেন খাঁই মাধবকে কারাগার হইতে বহদূরে আনিয়া কর্ণে কর্ণে আত্ম বিবরণ কহিয়া স্বকীয় অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, মহাশয়! আমা হইতে আমার স্ত্রী পুত্রের উদ্ধারোপায় কিছুই হইল না। আপনি আমার পরমাত্মীয়, আপনি স্বীকার করুন, আমার স্ত্রী পুত্রের উদ্ধার এবং আরংজেবের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন। মাধবও তাহাই স্বীকার করেন। পরে হোসেন খাঁ কহিলেন মহাত্মন্! আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই, এই অঙ্গুরীয়টী প্রিয়তমাকে অর্পণ করিয়া কহিবেন যে, তোমার প্রিয়পতি যতীন্দ্রমোহন মুসলমান হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। বিমলা এবং পুত্র সনৎকুমারকে, যেন বিস্মৃত হইবেন না। আর এক কথা—নগবালার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিবেন। বিশ্বনাথ এবং উমাকালীর চরণে আমার প্রণাম জানাইবেন। এই বলিয়া পরমাত্মীয় হোসেন খাঁ

খড়্গাঘাতে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। দস্যুর অধিকারবাসিনী বিমলা ইচ্ছা করিলে পলায়ন করিতে পারিতেন, কিন্তু পুত্রধন কারাগারে থাকায় পলাইতে পারেন নাই। দস্যুপতির বাস-স্থানের কিছু দূরে এক কারাগার ছিল। তথায় যত বালক, বন্দী থাকিত। আমাদের বিমলার পুত্রও সেই স্থানে বদ্ধ; সুতরাং বিমলার পালাইবার সুবিধা নাই।

যখন দস্যু, বিশ্বনাথকে, বধার্থে বধস্তম্ভে বদ্ধ করে, আর যখন রমণী যুগল তথায় উপস্থিত হইয়া করুণ বিলাপে পাষাণও বিগলিত করেন, তখন ঘটনা ক্রমে বিমলা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, সুযোধপুরাধিপতিযশশ্চন্দ্ররায়পুত্রী বেহান উমাকালী, এবং তৎপতি বৈবাহিক বিশ্বনাথ! আর একটী রমণী! তিনি কে? মাধব মোহিনী এলোকেশী! দেখিয়া হৃদয় কম্পিত হইল!! ভয়বিহ্বল হইয়া জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণ কালের পরে তাহার একটী কথা স্মরণ হইল, যেমন স্মরণ হইল, অমনি দ্রুতপদে আগমন করতঃ অতি সাবধানে দস্যু গৃহে অগ্নি দিয়া, অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্রকেতুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া পরিচয় গ্রহণ করেন। তদনন্তর কর্ণে কর্ণে আত্ম বিবরণ প্রদান পূর্ব্বক বিশ্বনাথের বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া কহেন, চন্দ্রকেতু! আমি দস্যু গৃহে অগ্নি দিয়া আসিয়াছি। দস্যু পতির নিয়ম আছে, বধ্যকে বধ করিবার সময় যদি কোন দৈব ঘটনা উপস্থিত হয়, তবে সে প্রাণে রক্ষা পায়। তদনুসারে তিনি প্রাণে বিনষ্ট হইবেন না; কারাগারেই বদ্ধ থাকিবেন। আর রমণী যুগল নিয়মানুসারে বধার্হ নহেন। তাঁহাদিগের সতীত্ব রক্ষার ভার আমার রহিল। সে জন্য চিন্তিত হইও না। তুমি কাশীরে গমন করিয়া মাধবের সহিত সদলে আগমন করতঃ আমাদিগকে উদ্ধার করিও। আমার প্রিয়তমা পুত্রবধূ নগবালার অনুসন্ধান করিয়া আমার

কৃতার্থ করিও। এই বলিয়া চন্দ্রকেতুকে বিদায় করিয়া দেন। কাশ্মীরে যাইতে যাইতে পথি মধ্যে চন্দ্রকেতুর সহিত মাধবের সাক্ষাৎ হইলে, চন্দ্রকেতু, আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করে। মাধবও ভচ্ছ্রবণে হোসেন খাঁর মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সেই অঙ্গুরীয়টী দেখাইয়াছিলেন। তদনন্তর মাধব যখন বহুল অশ্বারোহী সেনা দিয়া, দস্যু দমনার্থ চন্দ্রকেতুকে পাঠাইয়া দেন, তখন অঙ্গুরীয় দিয়া কহিয়া দিয়াছিলেন চন্দ্রকেতু! তুমি সেই বিমলাকে এই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া পুত্রের সহিত সযত্নে আনয়ন করিবে। চন্দ্রকেতু আগমন পূর্ব্বক দস্যু দমন করিয়া বিমলাকে অঙ্গুরীয় প্রদান করিলে, বিমলা কহিলেন চন্দ্রকেতু! আমার স্বামী এক্ষণে কোথায়? চন্দ্রকেতু নিরুত্তর, বিমলা পুনর্ব্বার কহিলেন, চন্দ্রকেতু! আমার স্বামী কোথায়? তখন চন্দ্রকেতু আর গোপন করিতে পারিল না, তাঁহার পরলোক প্রস্থান কীর্ত্তন করিল। বিমলা যে মাত্র স্বামীর নিধন শুনিলেন, অমনি হা নাথ! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়া সরোদনে কহিতে লাগিলেন, হা দেব যতীন্দ্রমোহন! এ-দুর্ভাগ্যবতীকে পরিত্যাগ করিয়া কি আপনিও প্রস্থান করিয়াছেন? আজি আমি কি স্বামী-হীনা হইলাম! স্বামিন্! কয়েক দিন হইল সনৎকুমার আমায় পরিত্যাগ করিয়া সর্পাঘাতে পরলোকে গমন করিয়াছে। আমি পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়াছি! আজি আবার পতিধনে বঞ্চিত হইলাম। হৃদয় এখনও বিদীর্ণ হইলে না? তুমি কি এতই কঠিন! প্রাণ তুমি বহির্গত হও, আমি নিষ্কৃতি পাই। হায় রে বিধাতা! তোর মনে এই ছিল। চন্দ্র-কেতু! আমার স্বামীর মৃত্যু কি আমার পিতৃ গৃহেই হইয়াছে? আমার পিতা তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার কি গতি হইয়াছে? চন্দ্রকেতু, হোসেন খাঁর বিবরণ যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া কহিল জননি! আমি প্রভু মাধবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, আপনার পিতৃকুলও ক্ষয় হইয়াছে। কেহ জীবিত নাই। বিমলা

শ্রবণ মাত্র হা হত বিধে! বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন। চন্দ্রকেতু বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। বিমলা চেতিত হইয়া কহিলেন চন্দ্রকেতু আজি আমার জগৎ শূন্য হইল। আর আমি, এ-মুখ দেখাইবনা। তুমি প্রত্যাগমন কর। তোমার প্রভু প্রভৃতি সকলে মুক্তি লাভান্তে প্রস্থান করিয়াছেন। এই বলিয়া সংক্ষেপে সকল কহিয়া কৌশলে তথা হইতে পলায়ন করিয়া যোগিনীবেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়ের এই স্থানে একটী কথা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, যখন বিমলা চন্দ্রকেতুকে পরিত্যাগ করিয়া পাগলিনীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে বৈজরন্তরাজান্তঃপুরপরিচারিণী উজ্জ্বলানাম্নীদাসী, পিতৃ-পিণ্ড প্রদানার্থে গয়াধামে আসিয়াছিল, সে প্রত্যাগমন কালে এক পান্থ নিবাসে এক রজনী বিমলার সহিত অবস্থান করে, এবং কথায় কথায় তাঁহার সমস্ত বিবরণ অবগত হয়। পরে রাজপুরে আগমন করিয়া এলোকেশী এবং তারার নিকট নানা স্থানের বিবরণ কহিতে কহিতে বিমলার বিষয় কীর্ত্তন করে। শুনিয়া এলোকেশী এবং তারার নয়নচতুষ্টয়ে জলধারা বিগলিত হয়। পরে বিমলা যে তাহাদিগের আত্মীয়, তাহা কীর্ত্তন করেন। সেই হইতেই নগবালা বিধবা। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীকণ্ঠস্বামীর সহিত বিমলার সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজি তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করেন। পরে তিনি তাঁহাকে যোগশিক্ষা দিয়া যোগীশ্বরী নাম দেন। এক্ষণে বিমলা যে আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, তাহা যোগীশ্বরী—আশ্রম নামে প্রসিদ্ধ॥

এ দিকে শ্রীকণ্ঠস্বামী বাজিরাওকে বিদায় দিয়া, হেমাঙ্গী সহ, যোগীশ্বরী আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিমলার করে রাজপুত্রী হেমাঙ্গীকে অর্পণ করতঃ যাহা যাহা উপদেশ দিবার তাহা দিয়া তথা হইতে আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

এক দিন হেমাঙ্গী যোগীশ্বরীর নিকটে পতি ভক্তি বিষয়ক উপদেশ শিক্ষা জন্য আসনে আসীন হইলে যোগীশ্বরী তাঁহাকে এই রূপে শিক্ষাদিতে আরম্ভ করিলেন।

পতি পদে রেখো মন শুন ওলো সতি!
পতি গতি যার তার বৈকুণ্ঠে বসতি॥
দেবতা অধিক পতি ; সতী জানে মনে।
সদানত হ'য়ে থাকে পতির চরণে॥
যাগযজ্ঞ আদি যত হয় চরাচরে।
পতিব্রতা নিজগুণে অংশলাভ করে॥
পতি আজ্ঞা বিনা নাহি দেবতা পূজন।
ব্রত, ধর্ম্ম, উপবাস নরক কারণ॥
স্বামী আজ্ঞা বিনা নারী যে কাজ করিবে।
হইবেক পাপ রাশি নরকে পড়িবে॥
মুনি, ঋষি আদি করি যত দেবগণ।
সতীরে আপন পুণ্য করে বিতরণ॥
সেই পুণ্য ফলে সতী স্বর্গ বাসে যায়।
কেমন যমের পুরী দেখিতে না পায়॥
ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে যাহা আছয়ে কথিত।
শুন শুন অয়ি বালে! হয়ে একচিত॥
দুষ্কৃতের ভোগ পতিব্রতা নাহি করে।
পাতিব্রত্য-ফলে সতী পাপ হ'তে তরে॥
স্বামীসহ পতিব্রতা গিয়া হরি ধামে।
নিত্য সুখ ভোগ করে বসি পতি বাঁমে॥

পৃথিবীর যত তীর্থ সতীর চরণে।
তেজঃ রাখে সতী দেহে দেব মুনিগণে॥
দাতা, ব্রতী, তপস্বীর দান আদি ফলে।
পতিব্রতা অংশ লভে পাতিব্রত্য বলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবগণ।
সতী কাছে সশঙ্কিত থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
সতী পদ রজঃপূত সসাগরা ধরা।
সতীপদে নমি নর নাশে পাপভরা॥
ত্রিভুবন নষ্ট হয় পতিব্রতা ক্রোধে।
যক্ষ রক্ষ আদি ভীত সেই অনুরোধে॥
সতী যদি শাপ দেয় ফলে শাপকাল।
কদাচ তাহার শাপ না হয় বিফল॥
যম নিজে ব'লেছেন ত্রিশূলু যে বলি।
সতী কাছে সদা আমি থাকি কৃতাঞ্জলি॥
সুরূপ কুরূপ কিম্বা আময় সংযুত।
হ'লে পতি; তাহে সতী নহে ভক্তি চ্যুত॥
ইতিহাস বলি এক করলো শ্রবণ।
নয়নের তারা মম হৃদয় রতন॥

ভারতে বসতি, ছিল এক সতী, নামে বেদবতী, কুলকামিনী।
বেদশিরাপতি, কুরূপ কুমতি, সেবে গুণবতী, দিন যামিনী॥
কালে কুষ্ঠ রোগে, পতি কষ্ট ভোগে, ব্যাধিবহ্নি যোগে, শরীর পুড়ে
মাংসবিগলিত, শোণিত পতিত, কীটে আভক্ষিত, মক্ষিকা উড়ে।

হেন ব্যাধি বানে, সতী ব্রহ্ম জ্ঞানে, সেবে সযতনে, রাখিয়া ভয়।
যখন রমণ, বলেন যেমন, তখনি তেমন, সমাধা হয়॥
স্কন্ধে করি পতি, লোকের বসতি, যায় যবে সতী, ভিক্ষার তরে।
লোকে সমাদরে, তারে পূজা করে, দেয় ভক্ষ্যকরে, যতন ভরে॥
এরূপে রমণী, রামা শিরোমণি, কি দিবা রজনী, পতির পায়।
রাখি রতি মতি, তোষে প্রাণ পতি, হেন ভক্তি মতী বল কে পায়॥

এইরূপে কিছু দিন হইলে বিগত।
কৌমুদী উৎসব ক্রমে হইল আগত॥
দেখিতে উৎসব ঘটা জনগণ ধায়।
গান বাদ্য রঙ্গরসে মানস যুড়ায়॥
হেথাসতী পতি ধনে স্কন্ধেতে করিয়া।
কৌমুদী উৎসব স্থানে উত্তরিল গিয়া॥
নানা স্থানে নানা শোভা করায় দর্শন।
দেখিয়া সন্তুষ্ট বড় বেদশিরামন॥
এইরূপ করিতে করিতে দরশন।
দেখে বারাঙ্গণা এক নৃত্যেতে মগন॥

হাবভাব রঙ্গ, নয়ন বিভঙ্গ, দেখিয়া অনঙ্গ, উথলে তার।
মজিয়া মদনে, কহিছে ললনে! শুন একমনে, আদেশামার॥

ওলো ধনি প্রাণ ধন! শুন মোর নিবেদন,
ক'রেছে যা ইচ্ছা মন, পূরায়েছ তায় লো।
এবে ঠেকি ঘোর দায়, বুঝি বা পরাণ যায়,
কিবা হবে সদুপায়, বলহ আমায় লো॥১॥

হেরিয়া এ-ললনারে, চিত না ধৈরজ ধরে,
পরাণ দহন করে, অনঙ্গ আগুনে লো।
বারেক রমণী মোরে, যে প্রকারে কৃপাকরে,
সেই মত দেহ ক'রে, বাঁধ নিজ গুণে লো ॥২॥

নতুবা পরাণ করিবে প্রয়াণ, কহিনু স্বরূপ, ভাষা লো।
যদি চাহ পতি, ভাবহ যুকতি, নহে ছাড় মোর আশা লো ॥

শুনি পতি সাধ, বলে কি প্রমাদ, ঘটিল আমায়, বিধি হে।
অসাধ্য সাধন, অঘটে ঘটন, কেমন তোমার, বিধি হে ॥
মক্ষিকা ব্যতীত, অন্য প্রাণী যত, নিকটে নাহিক, আসে হে।
তাহে নাহি ধন, রূপবতী জন, ভজিবে কিসের, আশে হে ॥
এছার জীবনে, পতি প্রাণ ধনে, তুষিতে নারিনু, কাজে হে।
অসন্তোষে পতি, হবেনা সুগতি, নরকে পড়িব কাজে হে ॥
প্রকাশিয়া কয়, শুন মহাশয়, আজু চল নিজ বাসে হে।
পূরাব বাসনা, পাবে এ ললনা, নিবেদন গল বাসে হে ॥

বলি এই বাণী, নারীতত্ত্বজানি, গমন করিল ঘরে।
কিন্তু কি প্রকারে, ভজাইবে তারে, চিন্তাসদা সতী করে ॥
ভাবিচিন্তিমনে, গণিকা ভবনে, গিয়া নিশিশেষে সতী।
গৃহ কার্য্য সারি, আসে নিজ বাড়ী, অলক্ষ্য অদৃশ্য গতি ॥
বেশ্যা উঠিঘরে, দরশন করে, গৃহকার্য্য সমাপিত।
করণীয় যাহা, হইয়াছে তাহা, দেখিয়া ভাবিত চিত ॥
এক দুই তিন, করি কিছু দিন, এরূপে গণিকা ঘরে।
সতী সযতনে, তুষিতে ললনে, গৃহকার্য্য আদি করে ॥
একদা গণিকা করিল মনে। দেখিব জাগিয়া, আজি সে জনে ॥
যেজন আসিয়া যামিনী শেষে। গৃহ কার্য্য করে গোপন বেশে ॥

এত চিন্তি মনে জাগিয়া ধনী। দেখিল এসেছে রমণী মণি॥
সতী পতিব্রতা যতন ভরে। গৃহ কার্য্য সব সমাধা করে॥
দেখিয়া বসন প্রদানি গলে। আসিয়া পড়িল চরণ তলে॥
বিনয়ে কহিছে মধুর বাণী। ইন্দ্র আজ্ঞাবহ তোমার জানি॥
পঙ্গুলঙ্ঘে গিরি তোমার বলে। বায়ু বহ্নি হরি আদেশে চলে॥
তোমার চরণ ধূলিতে ধরা! রত্ন প্রসূ বলি গরবে ভরা॥
অপবিত্রা আমি গণিকা নারী। দাসীবৃত্তি কেন আমার বাড়ী॥

সতী। কিঞ্চিত যাচঞা করিবার তরে। দাসীবৃত্তি করি তোমার ঘরে॥
বেশ্যা। ইন্দ্রত্ব আদি ভ্রূ-ভঙ্গের ফল। কি ভিক্ষা করিবে বল মা! বল॥
আমারে আদেশ করিবে যাহা। অবিচার মনে করিব তাহা॥
সতী। শুনি সতী কহে মনের কথা। বেশ্যা বলে মাতঃ হইবে তথা॥
আগামী যামিনী আসিলে পরে। আনিবে ব্রাহ্মণে আমার ঘরে॥
বাক্যে বদ্ধ করি চলিল সতী। দিয়া সমাচার তুষিল পতি॥
সঙ্কেত সময়ে কান্তকে ল'য়ে। চলিল যে সতী পুলক হ'য়ে॥
স্বামী সহসতী হেরিয়াসতী। আসন প্রদানি করিল নতি॥
হেনকালে দ্বিজে পিপাসা পায়। গণিকারে অজ পানীয় চায়॥
শুনিবেশ্যা অতি যতন ভরে। মৃৎ পাত্রে জল প্রদান করে॥
আকণ্ঠ পানীয় করিয়া পান। দেহে দ্বিজ যেন পরাণ পান॥
পরে স্বর্ণ পাত্রে লইয়া পানি। কহিছে গণিকা মধুর বাণী॥
মৃৎ পাত্রে জল ক'রেছ পান। স্বর্ণপাত্রে জল করহ পান॥
কহিছে ব্রাহ্মণ মধুর স্বরে। জলের ধরম পিপাসা হরে॥
অবলে! সরলে! শুন লো শুন। পাত্র ভেদে কিছু বাড়ে না গুণ॥
মৃৎ পাত্র জলে গিয়েছে তৃষা। জলে নাহি কাজ দিওনা মৃষা॥
কহিছে গণিকা মধুর ভাষে। জলের ধরম পিপাসা নাশে॥
পাত্র ভেদে তার না হয় আন। এরূপ মনেতে যদি হে জ্ঞান॥

তবে সতী ত্যজি অসতী বাসে। এসেছ ঠাকুর কিসের আশে?
বেশ্যা-বাক্য শুনি উপজে জ্ঞান। ভাঙ্গিল দ্বিজের অশুভ ধ্যান॥

মৃদু মৃদু স্বরে কহে শুন ওলো সতি!
গণিকা দিয়াছে জ্ঞান চললো বসতি॥
থাকিব না ক্ষণকাল আর এর বাসে।
মজাব না মনে আর মন্দ অভিলাষে॥
সতী পতি স্কন্ধে করি করিল গমন।
তিমির বসনা নিশা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পতি ভক্তি-সহচরী-সতী; অন্ধকারে।
চ'লে যায় নাহি পায় পথ দেখিবারে॥
পূর্ব্বে সেই দেশ বাসী রাজা প'ড়ে ভুলে।
চোর বোধে মাণ্ডব্যকে দিয়াছিল শূলে॥
ঈশ্বরে বিলীন আত্মা মুনি নাহি মরে।
শূলে বসি মনোসাধে ঈশ ধ্যান করে॥
স্কন্ধে করি পতি সতী সেই পথে যায়।
পতির মস্তক স্পর্শে মাণ্ডব্যের গায়॥
মহাপাপী স্পর্শে তাঁর ভেঙ্গে গেল ধ্যান।
প্রদান করিল শাপ ক্রোধে কম্পবান্
যার স্পর্শে আমার এ ধ্যান ভঙ্গ হয়।
নিশা শেষে সেই জন যাবে যমালয়॥
বিনা দোষে শাপ গ্রস্ত হইলেন পতি।
শুনি ক্রোধে কহিতে লাগিল সেই সতী॥

বিধাতঃ! বিধবা মোরে হইতে হইবে।
কেমনে তোমার প্রাণে একার্য্য সহিবে॥
যদি পতিব্রতা হই নাহি থাকে পাপ।
"প্রভাত না হবে" নিশা আমি দিনু, শাপ।
শাপ দিয়া নিজ গৃহে গেল সে কামিনী।
শত বর্ষ সমভাবে রহিল যামিনী॥
বাড়িল তস্কর বৃত্তি; মুনি যাগ ভুলে।
আহার অভাবে কষ্ট পেয়ে দেব কুলে॥
আসিয়া সতীর কাছে স্তবস্তুতি করে।
অনুমতি কর সতী প্রভাতের তরে॥
বিরিঞ্চি সৃজিত সৃষ্টি এক কালে যায়।
বিলম্ব সহেনা সতী করো গো উপায়॥
মুনিবাক্য রক্ষা হেতু বারেকের তরে।
মরি প্রাণ পাবে দ্বিজ আমাসবা বরে॥
দেবগণ বাক্য শুনি সুখী হ'য়ে সতী।
"রজনী প্রভাতা হও" দিল অনুমতি॥
এই শুন সতীর অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
হৃদয়-হারিণী ধনী পরাণ সমান।
সতীর পতির প্রতি যেমন বিহিত।
শুন শুন অয়ি বালে! হ'য়ে একচিত॥
পতি যার জপ তপ পতি যার জ্ঞান।
পতি যার মোক্ষ দাতা পতি যার ধ্যান॥

পতি যার বল বুদ্ধি বাঞ্ছনীয় ধন।
জীবন-জীবন আর হৃদয়-রতন॥
পতি যার বসন ভূষণ অলঙ্কার।
পতি যার ধন রাশি রতন ভাণ্ডার॥
পতি পদে গতি, নতি, রতি মতি যার।
সে-রমণী শিরোমণি রমণীর সার॥
পতি সুখে সুখিনী দুখিনী যেই নয়।
সরলা সকলে তারে সতী বলি কয়॥
প্রাণের সে প্রাণ মম প্রিয় পতি ধনে।
সর্ব্বদা সন্তোষ সতী করে সযতনে॥
শয়নে ভোজনে আর কথোপকথনে।
নয়নে নয়নে রাখে সাধনের ধনে॥
চ'লে যেতে পথে সতী পদে দৃষ্টি রাখে।
অধরের হাসি তার অধরেই থাকে॥
অধরে মধুর হাসি অপাঙ্গ ভঙ্গিমা।
কেবল পতির প্রতি হয় তার সীমা॥
পতি পরে মুখ-শশী ক'রে নাকো ম্লান।
সতীর পতির প্রতি নাহি কভু মান॥
হৃদয়-সরসে তার জীবন-জীবনে।
বিকশিত সতীত্ব-স্বরূপ পদ্মবনে॥
বসাইয়া পতি-ভৃঙ্গে করি মধু দান।
জীবন যৌবন করে দক্ষিণা প্রদান।

শরীরের পরিপাটী বসন ভূষণ।
এ সকলে সতীর নাহিক প্রয়োজন॥
সতী চাহে পতি ভক্তি পতির আদর।
পতির সেবায় যার যতন বিস্তর॥
তুষিতে পতির মন সতী বেশ করে।
দেখিবে বলিয়া পতি অলঙ্কার পরে॥
নতুবা তাহাতে তার কিবা প্রয়োজন।
যেহেতু সতীর পতি অমূল্য রতন॥
দিবা বিভাবরী থাকি প্রিয় পতি পাশ।
সতী করে পরিতোষ পতির মানস॥
পতি যদি মতি হীন দুরাচার হয়।
তথাচ সতীর ভক্তি টলিবার নয়॥
সতী থাকে এক ভাবে এখন যেমন।
যখন যেমন দশা তখনো তেমন॥
শ্বশুর শাশুড়ী আর ভাশুর দেবরে।
কায়মনে তোষে সতী পরম আদরে॥
গুরুজনে ভক্তি করে সাধুর সেবন।
সকলেরে করে সদা প্রিয় সম্ভাষণ॥
দেব দ্বিজ গুরু ভক্তি অতিথি সেবন।
এসকলে সতীর সতত যায় মন॥
রীতিমত গৃহ কার্য্য করি সমাপন।
পতিপদ পূজিবারে সতী দেয় মন॥

স্নান করাইয়া দিয়া সুবাসিত জলে।
বসন পরায়ে দেয় পুষ্প হার গলে॥
চন্দন মাখায়ে পরে কুসুমের দলে।
মনোসাধে দেয় সতী পতি পদতলে॥
পূজা অন্তে অন্ন দিয়া প্রসাদ ভক্ষণে।
শরীর পবিত্র করি লভে সুখ মনে॥
তদন্তে চরণ সেবে পালঙ্কে বসিয়া।
মাঝে মাঝে কহে কথা প্রণয়ে গলিয়া॥
এই মত পতি সেবা দিবা ভাগে করি।
মনে ভাবে কিরূপেতে বঞ্চিব শর্ব্বরী॥
একবার ভাবে আজি হইয়া মোহিনী।
ভুলাব পতির মন আসিলে যামিনী॥
কণ্ঠদেশ বদ্ধ করি দিয়া বাহু লতা।
আননে আনন দিয়া কব প্রেম কথা॥
নয়ন ভরিয়া দেখি পতির বদন।
মাঝে মাঝে মনো সাধে করিব চুম্বন॥
আর বার বলে আহা! তাহা না করিব।
বসাইয়া হৃদি মাঝে চরণ সেবিব॥
আসিলে শর্ব্বরী পরে সতী সুলোচনা।
মনোসাধে পতি সেবে সুধাংশু বদনা॥
প্রভাত হইলে নিশি প্রণাম করিয়া।
গৃহ কাজে যায় সতী সত্বর হইয়া॥

পতি যদি বিদেশেতে করয়ে গমন।
মৃত প্রায় হ'য়ে করে বিষণ্ণ বদন॥
সর্ব্বদা মঙ্গল চিন্তা করে ঈশ স্থানে।
যেখানে থাকুন পতি থাকুন কল্যাণে॥
এই মত পতি প্রতি সতী ভক্তি করে।
হেমা তুমি এই মত ক'রো পতিপরে॥
সতীর প্রদত্ত পুষ্পে দেবতা সন্তুষ্ট।
কদাচিৎ সতী প্রতি নহে দেব রুষ্ট॥
সতী কভু নাহি পায় পাপের যাতনা।
কদাচিৎ নাহি পায় যমের তাড়না॥
মনের যাতনা আর বিধবা না হয়।
অবনীতে চিরদিন সুখ ভোগে রয়॥
সতীর হইলে মৃত্যু বৈকুণ্ঠে গমন।
হয় হয় হয় হেমা শাস্ত্রের বচন॥
স্বর্গে গিয়া স্বামী সহ সুখ ভোগকরে।
যখন যা—ইচ্ছা হয় পায় [illegible]র করে॥
দেবতা তেত্রিশ কোটী সতী দ্বারে দ্বারী।
আপনি কমলাপতি তার আজ্ঞাকারী॥
সুবাসিত করে যথা কুসুম নিকরে।
সতীত্ব-সৌরভে তথা জন মন হরে॥
অবলা সরলা বালা কুলের কামিনী।
অবশ্যই হবে তুমি পতি সোহাগিনী॥

তুষিবে পতির মন পরম যতনে।
অনায়াসে যাবে বালা স্বর্গীয় ভবনে॥

শুন বিনোদিনী আমার কাহিনী
পতি সোহাগিনী, যে ধনী হয়।
তাহার উচিত, দিয়ে মন চিত,
স্বামী সমুচিত, সেবায় রয়॥ ১ ॥
বিনা পতি ধন, ললনা জীবন,
সব অকারণ, বিফলে যায়।
যদি থাকে পতি, তবে হয় গতি,
নহে অধোগতি, নারীর তায়॥ ২ ॥
ও-বিধুবদনি ধনি চম্পক বরণি!
ভুলাবে পতির মন মনে হেন গণি॥
যখন ক'রেছ ইচ্ছা সেবিবারে পতি।
অবশ্যই অন্তিমেতে হইবে সুগতি॥
গোটা দুই কথা তবে মনদিয়া শুন।
যাহাতে দ্বিগুণ তব হ'বে এই গুণ॥
পতি তোরে বলিবেন যেমন যেমন।
অবশ্যই কোরো তুমি তেমন তেমন॥
নয়নে নয়নে যদি রাখিবারে চায়।
নয়নে নয়নে তুমি রেখোরে তাঁহায়॥
তোমার এ-দেহ হয় তাঁর অধিকার।
অধিপের অত্যাচারে ক'র না বিচার॥

দেহের সহিত ছায়া যেমন সঙ্গিনী।
তেমনি হইবে তাঁর পশ্চাত গামিনী॥
দুখেতে দুখিনী হবে সুখেতে সুখিনী।
যেমত নিয়মে চলে কুমুদী নলিনী॥
হোতে ইচ্ছা কোরো তথা জগত বন্দিনী।
যথা সীতা দময়ন্তী সাবিত্রী কামিনী।
ফুল বিনা লতা যথা নহে সুশোভন।
স্বামী ভক্তি হীনা তথা ললনা জীবন॥
গুণ হীন মাখালের দুর্গতি যেমন।
পতি ভক্তি হীনা তথা রমণী জীবন॥
পচিলে সুখাদ্য দ্রব্য যথা হেয় হয়।
তথা পতি ভক্তি হীনা কামিনী নিশ্চয়॥
কদাচিত নাহি কোরো কু-বালা সঙ্গিনী।
দুর্গন্ধ স্থানের ন্যায় সে-প্রাণ ঘাতিনী॥
মন দিয়া শুন তার বলি দুটো কথা।
যেমতে পাপিনী গণে পায় মনে ব্যথা॥
যে রমণী নাহি করে পতির সেবন।
কর্কশ বচন বলে ঘূরায় নয়ন॥
স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করে অবিরত।
পতি যা-নিষেধ করে সেই কার্য্যে রত॥
অন্তকালে যম দূত আসিয়া শিয়রে।
করে করে বন্ধন করয়ে দৃঢ় ক'রে॥

ভয়ানক মূর্ত্তি ধরি হাতে দিয়া দড়ী।
ল'য়ে যায় ঘোরতর কড়াকড় করি ॥
তদন্তে নরক মাঝে তারে দেয় ফেলে।
কীট সহ মল মূত্র ঢক্ ঢক্ গেলে ॥
উঠিতে করিলে বাঞ্ছা মাথে মারে ছড়ি।
পাপিনী নরক মধ্যে যায় গড়া গড়ি ॥
করিব না হেন কাজ বলে বার বার।
কে বা শুনে তার কান্না করয়ে প্রহার ॥
এই মত তার শাস্তি হয় নিরন্তর।
কুলটার কথা বালে ! শুন অতঃপর।
যে রমণী পতি ছাড়ি অন্য জনে ভজে।
চিরকাল জন্যে সেই পাপ-পঙ্কে মজে ॥
কোন কালে তাহার সুগতি নাহি হয়।
দুর্গতির একশেষ হয় লো নিশ্চয়।
অন্ত্যকালে যম দূতে পায়ে দিয়া দড়ী ॥
কাঁটা বনে টেনে যায় খায় গড়াগড়ি ॥
নিরন্তর কাঁদে ধনী কোরে হাহাকার।
যমদূতে করে তার মস্তকে প্রহার ॥
তারপর কুম্ভীপাক নরকের কুণ্ড।
ডুবাইয়া ধরে তাহে পাপিনীর মুণ্ড ॥
ঢক্ ঢক্ করি বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ।
ঝুড়ি ঝুড়ি কীটে করে শরীরে দংশন ॥

তুলিয়া লোহার বাড়ি মারে তার মুণ্ডে।
পুনর্ব্বার ডুবাইয়া ধরে বিষ্ঠাকুণ্ডে॥
পুনঃ পুনঃ এইমত তাড়না করিয়া।
তদন্তে তাহারে তোলে শিকলে বাঁধিয়া॥
লোহার পুরুষ এক করিয়া নির্ম্মাণ।
পোড়াইয়া করে তাহা সিন্দূর সমান॥
রতি দান করাইয়া দেয় তার সঙ্গে।
লৌহের পুরুষ আর কুলটার অঙ্গে॥
দৃঢ় করি, করি বদ্ধ লোহার শিকলে।
প্রতপ্ত লোহার যষ্টি প্রহারে সকলে॥
পুড়ে যায় কুলটার সকল শরীর।
ছট্ ফট্ করে আর চক্ষে বহে নীর॥
ঘোর রবে চীৎকার করয়ে ঘন ঘন।
বাপরে মরিরে মা সহেনা তাড়ন॥
করেছি যা-মন্দ কর্ম্ম খাইয়া গু-মাটী।
করিব না আর তাহা মাগিশত ঘাটী॥
সতী হ'য়ে পতিপদ সেবিব সর্ব্বদা।
পর পুরুষের মুখ না দেখিব কদা॥
সর্ব্বদা রাখিব মন পতি পদ তলে।
অন্যেরে না দিব স্থান হৃদয়-কমলে॥
উহুঃ উহুঃ মরি মরি প্রাণ যায় পুড়ে।
চটাচট্ পটাপট্ শব্দ দেশ জুড়ে॥
উঠিছে দুর্গন্ধ আর ঝরিছে রসানি।
ছাড় রে যমের দূত ধরি পা-দুখানি॥

দূত বলে পাপিনী তাপিনী পোড়ামুখী।
বিধি মতে তোর শাস্তি ক'রে হব সুখী॥
মনোসুখে দিয়ে ঝাঁপ যৌবন তরঙ্গে।
পর পুরুষের সহ মজি রস রঙ্গে॥
সুখে কেলি করিয়াছ দিবা বিভাবরী।
কাঁদিলে কি হবে এবে করি মরি মরি॥
সুখ পরে দুখ হয়, দুখ পরে সুখ।
ভুঞ্জিয়াছ বহু সুখ, এবে ভোগ দুখ॥
"সুধাংশু বদনে! বালে! কমল-নয়নে!
সম্ভাষণ করি পতি মধুর বচনে"॥
চুম্বন করিত যবে তোমার আনন।
বাম করে পতি-মুখ করিতে তাড়ন॥
বলিতে বিরস স্বরে কর্কশ বচন।
দিওনা দিওনা মোর আননে আনন॥
মুখে মুখ দিলে নাহি সুখ বোধ হয়।
এমন মুখেতে মুখ নাদিলেই নয়॥
পুনঃ যদি বলে ধরি করিবে চুম্বন।
শয্যা হতে উঠি তবে করিব গমন॥
প্রাণের সে প্রাণ সম প্রিয়পতি ধনে।
এরূপে তাড়না করি কর্কশ বচনে।
উপপতি মুখে দিতে শতেক চুম্বন।
পোড়ামুখি! পোড়ামুখ পোড়াব এখন॥
এতবলি যম দূতে রাগে তাল ঠুকে।
লৌহময় পরুষের ধরে মুখে মুখে॥

ঠুকে ঠুকে তপ্ত মুখে মুখ দেয় ঘ'সে।
ঝর্ ঝর্ পড়ে রক্ত পুনঃ ধরে ক'সে॥
হুহুঙ্কার ছাড়ি বলে গভীর গর্জ্জনে।
যে চক্ষে মজাতে তুমি পরযুবজনে॥
যে চক্ষে স্বামীরে বিষ দেখিতে সতত।
পোড়ার লো! সেই চক্ষু করি বিধিমত॥
লৌহময় দুই শলা অনলে তাপিয়া।
কুলটার দু-নয়নে ধরেত চাপিয়া॥
আহা! তার দুই চক্ষে প্রবেশয় শলা।
কাঁদিতে না দেয় এসে চেপে ধরা গলা॥
শুনিত না পতি কথা অহঙ্কারে ফেটে।
সেই কোপে কুলটার কান দেয় কেটে॥
সতীত্ব-সৌরভে-নাসা না হ'ত মোহিত।
সেই রাগে মারে কিল শব্দ বিপরীত॥
নাসিকায় রক্ত পড়ে ভেসে যায় বুক।
দূত বলে ও-কুলটা পাইতেছ সুখ?
বিবিয়ানা খোঁপা বাঁধি তাতে দিয়া ফুল
যে চুলেতে মজাইত যুব-জন-কুল॥
নুড়ো জ্বেলে দেয় তার চুলের উপর।
দুর্গন্ধেতে নাড়ী উঠে পোড়ে ফর্ ফর্॥
সতীত্ব নাশিনী ধনী হ'ওনা কাতর।
এত বলি মাথে মারে লোহার মুদ্গার॥
এই মতে শাস্তি দিয়া ধরি তার মুণ্ডে।
পুনর্ব্বার ফেলাইয়া দেয় বিষ্ঠাকুণ্ডে॥

বিবিধ যাতনা যোগে কাতরা রমণী।
মুক্তস্বরে ডেকে বলে কোথা গুণমণি॥
কোথা প্রিয় পতি ধন অবলার গুরু।
কোথা মম প্রাণনাথ! বাঞ্ছাকল্পতরু॥
কোথা পাতা শিব দাতা ভবকর্ণধার।
এ-সময়ে আসিকর পাপিনীরে পার॥
নাজেনে করেছি নাথ! তোমার অপ্রিয়।
মোরে রক্ষা কর আসি ওহে প্রাণপ্রিয়॥
কোথাপ্রিয় পতি ধন পতিত পাবন!
দীনাহীনা রমণীরে দাওহে চরণ॥
পুনঃপুনঃ পণ করি দিয়া নাকে খত।
আর না ছাড়িব প্রভু কভু তব মত॥
সতত সেবিব আমি যুগল চরণ।
সমর্পণ করি পদে জীবন যৌবন॥
পতি না সেবিলে মম হেন গতি হবে।
যৌবনের ভরে আমি ভাবি নাই ভবে॥
যেমন করেছি কর্ম্ম তার যোগ্য ফল।
হইয়াছে ওহে নাথ! আর কেন বল॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি এই নিবেদন।
মোরে রক্ষা কর নাথ! দিয়ে শ্রীচরণ॥
কোথা পিতঃ জগদীশ! অনাথের নাথ।
মোরে রক্ষা কর পিতা করি প্রণিপাত॥
কোথাহে ত্রিদিব নাথ! ত্রিদিব হইতে।
আগমন কর নাথ! আমারে তারিতে॥

পতিত পাবন তুমি জগদেক গুরু।
নরক হইতে রক্ষা কর কল্পতরু ॥
সহজে অবলা আমি হীন বুদ্ধিনারী ॥
ভবদীয় সুনিয়মে চলিতে কি পারি ॥
অজ্ঞান বশতঃ পাপ করেছি বিস্তর।
তবনাম ভিন্ন গতি নাহি অতঃপর ॥
পতিত পাবন রক্ষ পাপিনী কন্যারে।
তুমি ভিন্ন পাপী জনে আর কেবা তারে ॥
কাকুতি মিনতি সহ এই নিবেদন।
পতি পদ সেবিব হে প্রতিজ্ঞা বচন ॥
কোথা পিতা জগদীশ জগদীশ সার।
তুমি বিনা পাপিনীর গতি নাহি আর ॥
বল মন জগদীশ জগদীশ সার।
জগদীশ বিনাগতি নাহি দেখি আর ॥
এই মত আর্ত্তস্বরে বরয়ে রোদন।
তদন্তে আকাশ বাণী বিধির বচন ॥
সাত জন্ম এই মত কষ্ট ভোগ করি।
পতির প্রসাদে মুক্ত হবিলো সুন্দরী ॥
সাত জন্ম অন্তে পতি দিবে মুক্তি দান।
কি করিবে বল তুমি; পাপের বিধান ॥
এই মতে কুলটা অশেষ দুখ পায়।
কুলটার বায়ু যেন না লাগে লো গায়।
ওলো ধনি শশী মুখি পরাণ পুতলি!
শ্রবণ কর লো হেমা! রিপু কথা বলি ॥

জলে স্থলে শূন্য মার্গে গহন প্রান্তরে।
জীবের অশিব কারী শত্রু বাস করে॥
সে সব সামান্য শত্রু দূরে দূরে রয়।
সামান্য সতর্কে তারা পায় পরাজয়॥
কিন্তু হেমা! মানুষের অন্তরে অন্তরে।
ভয়ানক ছয় রিপু সদা বাস করে॥
অতীব দুর্দ্দান্ত তারা শান্ত কভু নয়।
কেবল বিবেক ধর্ম্ম কাছে নত রয়॥
ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য্য কাম।
এই নামে ছয় রিপু দেহ-দেশে ধাম॥
নৃত্য গীত বাদ্য অক্ষ বিফল ভ্রমণ।
দিবা নিদ্রা পর নিন্দা অন্যজনে মন" ॥
মৃগয়াতে ইচ্ছা আর মদ্য বশীভুত।
কাম হ'তে দশ দোষ হয় গো উদ্ভুত॥
জীবের সৃজন হেতু কামের সৃজন।
ক'রেছেন বিশ্বপিতা নিত্য নিরঞ্জন॥
স্ত্রী পুরুষে এই রিপু মিত্রভাব ধরে।
তাহার অন্যথা হ'লে সর্ব্বনাশ করে॥
যেমন আগুনে হয় বহু উপকার।
ঘরে দিলে সর্ব্বনাশ পুড়ে ছারক্ষার॥
বিষ যথা গুণ যোগে করে উপকার।
কিন্তু সুধু খেলে করে জীবন সংহার॥
তেমতি কামের কার্য্য কহিনু নিশ্চিত।
হিতে কল্লে হিত আর অহিতে অহিত॥

কামুকী কামিনী কাল সাপিনীর সম।
পতি পক্ষে কাল রাত্রি অঙ্গ ধারি যম॥
হইলে অনঙ্গ বশ সর্ব্বনাশ হয়।
আকাশেতে তুলে শেষে পাতালে ফেলয়॥
কামার্ত্তা কামিনা ভোগে অশেষ যাতনা।
রোগী যথা ভোগ করে ব্যাধির তাড়না॥
দেখিতে সুন্দর পুষ্পে বিষ্ঠাগন্ধ যথা।
কাম রিপু বশ হ'লে দেহ হয় তথা॥
কামে অন্ধ হ'লে জ্ঞান দেহ ছাড়ি যায়।
পশুতুল্য হীন কর্ম্ম সতত করয়॥
ধৈর্য্য বীর্য্য রূপ গুণ যায় রসাতলে।
পাপ আসি বসে হেমা! হৃদয় কমলে॥
পাপ তার সতীত্ব সৌরভ গ্রাস করে।
রাহু যথা গিলে ফেলে পূর্ণ শশধরে॥
কাম করে কামিনীরে কুটিল হৃদয়া।
তার দেহ ত্যাগ করে শান্তি মায়া দয়া॥
কাম বশে বশ হ'য়ে কত কুলবালা।
কুলে কালি দিয়ে ভোগে শমনের জ্বালা॥
অসত্য বাদিনী হয় অনঙ্গ প্রভাবে।
ক্রমে ক্রমে আর সে গো! থাকে না স্বভাবে॥
শত্রু তার নাহি দেখি কন্দর্প সমান।
ধন প্রাণ যায় হেমা! যায় কুলমান॥
নারীর পরম ধন সতীত্ব রতন।
ভোগা দিয়া কেড়ে ল'য়ে পলায় মদন॥

যে বালার চুরি যায় সতীত্ব রতন।
কি করে জীবনে তার কি করে যৌবন॥
ধিক্ ধিক্ তারে ধিক্; ধিক্ শত ধিক্।
ধিক্ তার নারীজন্মে ধিক্ ততোধিক্॥
বেঁচে তার কিবা ফল মরণ মঙ্গল।
মরণ বাঁচনে তার দেখি সমফল॥
কামেতে কামিনী বধ করে পতিধন।
পুত্রকন্যা নাশ করে আত্মীয় স্বজন॥
মজায় পিতার কুল, শ্বশুরের কুল।
নিজকুল শেষে করে পতিরে নির্মূল॥
কাম করে দুষ্টা নষ্টা বিশ্বাস ঘাতিনী।
গরল হৃদয়া আর নীরস ভাষিণী॥
শিশা চন্দ্রী করে কাম পাড়ি নিজফাঁদে।
হৃদয়ে কলঙ্ক দেয় যথা আছে চাঁদে॥
পচাদুর্গ নয়নের তৃপ্তিকর বটে।
ভোজন করিলে কিন্তু নানা রোগ ঘটে॥
কামে পেলে ছারে ক্ষারে রমণী রতন।
সেই মত হয় তার জীবন যৌবন॥
দেব দ্বিজ গুরুভক্তি পতির পূজন।
ঈশ্বরে অসীম শ্রদ্ধা সাধুর সেবন॥
কামুকা কামিনী হ'য়ে এ-সবে বঞ্চিত।
দিনে দিনে পাপরাশি করেলো সঞ্চিত॥

থাকিতে নয়ন তার দেখিতে না পায়।
সুপথ থাকিতে বালা মন্দ পথে যায়॥
কামুকী না পায় কভু মনোমত ধন।
কামুকীকে ত্যজে লক্ষ্মী শাস্ত্রের বচন॥
ভোজন পানীয় আর বস্ত্র অলঙ্কার।
মদন মাতিনী কভু পায় নাকো আর॥
কালামুখী হ'য়ে থাকে পৃথিবী ভিতরে।
দিনে দিনে তার পতিপুত্র কন্যা মরে॥
অভাগিনী কাঙ্গালিনী পাপিনী হইয়া।
পৃথিবীতে বাস করে মরণে মরিয়া॥
কোনজন আর তারে বিশ্বাস না করে।
যার গৃহে যায় সেই দেয় দূর ক'রে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার।
ছয় রিপু মিলে দেয় যাতনা অপার॥
একত্রেতে জুটে যবে এই ছয় জনা।
সোহাগার সঙ্গে যেন মিলে যায় সোণা॥
কাম বলে কামিনীর সতীত্ব নাশিব।
ক্রোধে বলে আমি এরে রসাতলে দিব॥
লোভ বলে লোভে ফেলে মজাইব এরে।
মোহ কয় জ্ঞান ধন আমি লব কেড়ে॥
মদ বলে মদ-মদে ঘটাব জঞ্জাল।
দ্বেষ কয় প্রাণ লব আজ কিম্বা কাল॥

ছয়জনে এইরূপে করি গণ্ড গোল।
চুল মুড়াইয়া তার মাথে ঢালে ঘোল॥
ছ-জনাতে যুক্তি করি, কামিনীর সনে।
সতীত্বরে নষ্ট করে মিলি সাত জনে॥
সপ্তরথী মিলে যথা অর্জ্জুন নন্দনে।
জীবনে ক'রেছে নষ্ট কুরু ক্ষেত্র রণে॥
"বিবেক-ধর্ম্মের কাছে হ'য়ে শ্রদ্ধামতী।
ভক্তি ফুলে পদযুগ পূজি ওলো সতী॥
রিপু ছাগ কেটে ফেল দিয়ে জ্ঞান-অসি।
আয় হেমা প্রিয়তমে! অতুল রূপসি।
ক্রোধে. ধৈর্য্য জ্ঞান লজ্জা সব নষ্ট করি।
মাথা খোঁড়ে জলে বোড়ে গলে দেয় দড়ি॥
অশ্রাব্য অকথ্য বাক্য গুরুজনে কয়।
রাখে না মানীর মান আর ধর্ম্ম ভয়॥
মাত পিতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
প্রাণ সখা প্রিয়সখী. প্রাণ-পতি ধন॥
পুত্র কন্যা আদি করি যত পরিবার।
কুপিতাকে.ঘৃণা করে কহিলাম সার॥
যে-কামিনী কুপিতা লো! তারে লক্ষ্মী ছাড়ে।
দিনে দিনে ওলো ধনি! তার শত্রু বাড়ে॥
ক্রোধ হ'তে ধন প্রাণ বস্ত্র অলঙ্কার।
মান খ্যাতি বাটী মাটী যায় ছারখার॥

কোন কালে ক্রুদ্ধ নাহি সুখ পায় মনে।
দিব নিশি পোড়ে বালা ক্রোধ হুতাশনে॥
পর দ্রব্যে লোভ যেন না হয় অন্তরে।
লোভ রিপু নীচাশায় নীচাশয়া করে॥
লোভে পাপ হয় ধনী পাপে মৃত্যু ঘটে।
অযশ থাকিয়া যায় দশের নিকটে॥
ফাঁদে পাড়ি পাখী যথা পরাণ হারায়।
লোভ রিপু সেইমত বিপদ ঘটায়॥
শূন্য পথে উল্কাপিণ্ড ভ্রমিতে ভ্রমতে।
নিজ পথ ত্যজি যথা পড়ে পৃথিবীতে॥
তথা দেহে যদি হয় লোভের সঞ্চার।
ধর্ম্ম হ'তে ভ্রষ্ট হয় রাখে সাধ্য কার॥
কুমন্ত্রণা দেয় লোভ অবলা মজাতে।
নিজ নারী দলে ইচ্ছে বানরী সাজাতে॥
কদাচিত নাহি হ'য়ো মোহে বিমোহিত।
সুখে নাহি মত্ত হ'য়ে দুঃখেতে দুঃখিত॥
কিছুই কিছুই নহে কিছুকাল পরে।
কাল পূর্ণ হ'লে চ'লে যাবে কাল ঘরে॥
মিছে লোক কোরে মরে আমার আমার।
ভাবে না বারেক মনে নহে কেহ কার॥
ধনজন পুত্র কন্যা হইলে বিনাশ।
তাহাতে হ'য়ো না হেম.! কদাচ নিরাশ॥

আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম সংযোগ বিযোগ।
কর্ম্ম ফলে জীব করে পাপ পুণ্য ভোগ॥
আসে যায় পুনঃ আসে পুনঃ যায় চোলে।
এইমত যাওয়া আসা করে জীব ম'লে॥
মোহবশে আত্ম জ্ঞান হারায় যে নারী।
অবশেষে অশেষ যাতনা হয় তারি॥
মোহবশে পতি সেবা ছাড়ে যেই বালা।
মরণ হইলে পায় শমনের জ্বালা॥
পতিব্রত মোহে মুগ্ধ কদাচ না হয়।
অনুক্ষণ পতি পদে মতি তার রয়॥
পুত্র কন্যা ধনজনে সতী নাহি ভুলে।
যে হেতু সতীর গতি পতি-পাদ-মূলে॥
মোহের কি সাধ্য আছে সতীরে ভুলায়।
জানে সে সমুদ্র পার না হয় ভেলায়॥
মোহ-পাশ কাটে সতী জ্ঞান-কর বালে।
মোহে বিমোহিতা সে-যে নহে কোন কালে॥
অনিত্য সংসার আর অনিত্য ভাবনা।
নাশিতে কি পারে কভু সতীর কামনা?
পতিব্রত ব্রতধর্ম্ম পালি কায় মনে।
সহাস্য বদনে চলে ত্রিদিব ভবনে॥
মোহ বশে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়।
মোহ-মদে মত্ত পদ রাখে না ধরায়॥

মদ-বশে কামিনীর দোষ ঘটে নানা।
পৃথিবীকে দেখে সেই যেন সরাখান। ॥
যখন যা মনে হয় তখন তা করে।
অন্তিমেতে কি যে হবে ভাবে না অন্তরে ॥
মদে যে মেতেছে ধনী কোথা জ্ঞান তার।
রিপু-বশে বুদ্ধি শুদ্ধি গেছে ছারখার ॥
চ'লে যায় পথে ধনী মদ-মদ জোরে।
টল্‌মল্ টলমল্ টলমল্ কোরে ॥
হাব্ ভাব্ রঙ্গ ভঙ্গ ঠসক ঠমকে।
মদে মত্ত হ'য়ে থাকে মনের আসকে ॥
অহঙ্কারে কথা কয় গরবে গা-ফাটে।
রত্ন ফেলি শাক কচু কেনে ভব-হাটে ॥
একে ত অবলা তাহে যৌবন তরঙ্গ।
তার পর দু-জনা লো! লয় যদি সঙ্গ ॥
মাখামাখি হয় ঠিক মাখালার নিমে।
কতক্ষণ না দেখে সে কুপথের সীমে ॥
নদী যদি পায় হেম বরষার সঙ্গ।
ঘোলাজল হয় না কি বাড়ে না তরঙ্গ ॥
হুতাশন ঘৃত পেলে জ্বলে না কি জোরে ?
খোলা ঘরে রত্ন পেলে হরে না কি চোরে ?
কুজ যদি মন্ত্রী হয় শনি রাজা কাছে।
তাল্‌ঠুকে উঠে তারা আর কোথা আছে !

অমাবশ্যা যদি পায় ভরণী সঙ্গিনী।
সমানে সমানে তারা মিলে না মোহিনী॥
বলবান্ ছয় রিপু পাইলে অবলা।
যে কেমন মেতে উঠে নাহি যায় বলা॥
দেবে ধনী বেশ করি মজি পদে পদে।
দেশ ছাড়া হ'য়ে যায় পড়িয়া বিপদে॥
রিপুজালে প'ড়ে বালা হারায় জীবন।
ঊর্ণানাভ জাল যথা বিনাশ কারণ॥
নারী-দেহ ঘরে হেমা ছয়রিপু মিলি।
রত্ন রাজি লোটে আর হাসে কিলি কিলি॥
ষড় রিপু এক বার চড়ে যার ঘাড়ে।
কভু তারে স্বর্গে তুলে কভু নিচে পাড়ে॥
মজায় তাহারে হেমা বিবিধ বিধানে।
অবশেষে নাশ করে ধন মান প্রাণে॥
সতী সাধ্বী বুদ্ধি মতী হয় যেই বালা।
কোন কালে নাহি পায় রিপু গত জ্বালা॥
ছয় রিপু হয় তার জ্ঞান-দ্বারে দ্বারী।
বিবেক অধীনা হ'য়ে চলে সেই নারী॥
অনিত্য সংসারে যেই ধর্ম্মে নাহি ভুলে।
কথায় কথায় যেই ঈশ নাম তুলে॥
বসন ভূষণ ধনে যেই ঘৃণা করে।
দয়া মায়া প্রজ্ঞা ক্ষমা যাহার অন্তরে॥

পতি পদে গতি নতি রতি মতি যার।
বল ধনী ষড় রিপু কি করিবে তার॥
দুখে যেই দুখী নহে সুখে নহে সুখী।
ষড় রিপু কি করিবে তার বিধুমুখী॥
পতিরতা ধর্ম্মযুতা মধুর ভাষিণী।
ষড় রিপু কি করিবে ও-মনমোহিনী?
হৃদাকাশে জ্ঞান-সূর্য্য সমুদিত যার।
ষড় রিপু-অন্ধকারে কি করিবে তার?
অনায়াসে পার হয় রিপু-পারাবারে।
ষড় রিপু হাবু ডুবু খা'য়াতে-কি পারে?
কোথা পতিব্রতা নারী! কোথা রিপু ছয়!
সুধাকরে জোনাকের তুলনা কি হয়?
সংসারের কষ্ট আর রিপু ছয়জনে।
অতি তুচ্ছ তুচ্ছতম সতী ভাবে মনে॥
ধ্যান জ্ঞান জপতপ পতির চরণে।
পতি-পদ মোক্ষদ্বার সতী জানে মনে॥
রিপু বশীভূত সে কি কদাচিত হয়?
ছ-জনাকে জয় করি দেছে জয় জয়॥
মুখে বলে জয় জয় জয় প্রাণপতি।
জয় জয় জীবিতেশ অবলার গতি॥
জয় জয় জীবন যৌবন ভোগকারী।
জয় জয় প্রাণনাথ। মম দণ্ডধারী॥

চরণে শরণাগতা রমণী উপরে।
কৃপা কর কৃপা কর ভিক্ষা যোড় করে ॥
"কোথা হে পরম বন্ধো পতিত পাবন!
জগন্নাথ! জগদীশ! জগত জীবন!
অনাথার নাথ তুমি দুর্ব্বলের বল!
অন্তিমেতে দিয়ো নাথ! চরণ কমল ॥
ইহ কালে এই ভিক্ষা যাচে দীনা জনে।
মমমন থাকে যেন পতির চরণে ॥
রিপু ছয় জনে যেন জয় করি জোরে।
দেহ নাথ! জ্ঞান বল কৃপা করি মোরে ॥
পতিরতা থাকি যেন মোর মৃত্যু হয়।
এই ভিক্ষা চাহি নাথ! করিয়া বিনয় ॥
যে-রমণী সতী হয় এই রূপ করি।
সংসার-সাগরে যায় অনায়াসে তরি ॥
স্বর্গে গিয়া স্বামীসহ সুখ ভোগ করে।
যখন যা-ইচ্ছা হয় পায় করে করে ॥
অয়ি হেমা প্রিয়তমে! রিপুরে শাসিবে।
মনোমত সুখ লভি ত্রিদিবে যাইবে ॥
রিপু বশ হ'লে, যাবে পাতাল ভবন!
আজি কিম্বা কালি হোক্ সাধুর বচন ॥
সাবধানে থেকো ধনী সাবধানে থেকো।
অনুক্ষণ এক মনে নিত্যধনে ডেকো ॥

বল হেমা জগদীশ! জগদীশ সার।
সেই ধন বিনা গতি নাহি দেখি কার॥

এদিকে শ্রীকণ্ঠ স্বামী আসিতে আসিতে প্রিয়শিষ্যা নারায়ণীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখেন তথায় তারা এবং এলোকেশী উপস্থিত; এলোকেশী গুরুদেবকে দর্শন করিয়া ব্যস্ততার সহিত প্রণতা হইলেন। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে কেন? এলোকেশী উপস্থিত ঘটনা নিবেদন করিয়া কহিলেন গুরু দেব! আমরা রাজদণ্ড ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া পলাইতেছিলাম পথি মধ্যে বিপদ গ্রস্ত হইয়া এই রূপে ইহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, (এই বলিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন)। ইনি আমাদিগকে ভয়বিহ্বল ও কাতর দেখিয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্ভয় করতঃ এখানে রাখিয়াছেন। আমরা সেই অবধিই এই খানে আছি। স্বামীজি শ্রবণ পূর্ব্বক হেমাঙ্গী বিষয়ক কোন কথা ব্যক্ত না করিয়া, নারায়ণী ও এলোকেশী এবং তারাকে যাহা যাহা উপদেশ দিবার তাহা দিয়া সেই দিবস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পরদিন প্রস্থান করিলেন। এবং যথায় যথায় ভ্রমণ করিবার আবশ্যক ছিল, তথায় তথায় ভ্রমণ করিয়া স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গুহ্যকথা।

একদিবস শ্রীকণ্ঠস্বামী প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যথাবিহিত স্থানে উপবেশনান্তর উমাকালীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, জননি! আজি আমার অনেক দিনের একটী কথা স্মরণ হইল। যদি বলিবার বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে বলিয়া কৃতার্থ করুন। আপন

আপনার জন্মের সহিত বিবাহ বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া আমায় সন্তুষ্ট করুন। উমাকালী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এক সময় ধরাধামে বসন্ত কাল সমাগত হইলে মহারাজ যশশ্চন্দ্র কাশ্মীর ভ্রমণ করিতে গমন করেন। এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে এক লোকাতীত রূপলাবণ্যবতী কামিনীর দর্শন পান। এবং তাঁহাকে অনূঢ়া পাইয়া বিবাহ করেন। সেই কামিনীর নাম ভুবনমোহিনী; তাঁহার গর্ব্ভেই এই হতভাগিনীর জন্ম হয়। যৎকালে আমি ভূমিষ্ঠা হই, সেই সময় আমার মাতৃষ্বসারও এক কন্যা জন্মে তাঁহার নাম এলোকেশী, ক্রমে ক্রমে আমরা উভয়ে শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলাম এবং সমান বয়ঃ নিবন্ধন অকৃত্রিম ভালবাসাও জন্মিল। আমাদিগের বাস ভবনের কিঞ্চিৎ অন্তরে একটী বহুবিস্তৃত উদ্যান আছে। এক দিন আমরা দুই ভগিনীতে সেই উদ্যানভ্রমণে যাইয়া বকুল কুসুম সংগ্রহ করিয়া দুই গাছি মালা গাঁথিলাম। আমাদিগের নিকট হইতে কিছু অন্তরে দুই সুকুমার পুরুষ এক বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট ছিলেন। এলোকেশী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া কহিল দেখ-ভগিনি! কেমন দুটী বর বসে আছে। চল, গিয়া বিয়ে করি, বালিকা বুদ্ধি নিবন্ধন অথবা জন্মান্তরীণবন্ধুতার কারণ, জানি না কি নিমিত্ত আমিও কহিলাম, চল গলায় মালা দিয়া হরের নিকট গৌরী হইয়া উপবেশন করি, এই বলিয়া উভয়ে মালা হস্তে ধাবমানা হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম? তাঁহারা কথায় কথায় আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং নিজ নিজ পরিচয় দিয়া, বিবাহ বাসনা প্রকাশ করিলে, আমি, প্রিয়পতির গলদেশে মালা প্রদান করিলাম এবং এলোকেশী মাধবের গলে মালা প্রদান করিল। পরে আমি কহিলাম "আমাদিগকে পাদ পদ্মে স্থান দান দিউন" তাঁহারা বিস্মিত হইয়া ক্ষণ কাল আমাদের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু যেন

অমৃত ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎপরে কহিলেন অয়ি সরল যুগলে! আজি হইতে তোমরা উভয়ে আমাদিগের উভয়ের ধর্ম্ম পত্নী হইলে, এই বলিয়া স্ব স্ব গলদেশ হইতে রত্নহার উন্মোচন করিয়া নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীর গলায় পরাইয়া দিলেন। এই ঘটনার পর, আমরা তাঁহাদিগের নিকটে দণ্ডায়মানা আছি এমন সময়, পূর্ব্ব-সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা তথায় উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত হইল। এবং অন্তঃপুরে গমন করতঃ জননীকে সমস্ত নিবেদন করিল। পরিবারপরিবৃতাজননী শ্রবণান্তে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। তদনন্তর পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমার স্বামী কহিলেন আমার নাম বিশ্বনাথ আর আমার বন্ধুর নাম মাধব"। জননী পরিচয় পাইয়া আনন্দ সাগরে অবগাহন করিলেন। এবং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের বিবাহ দিলেন। পিতা মহাশয় এই বিবাহের কিছুই জানিতে পারিলেন না। কারণ পিতা কয়েক বৎসর কাশ্মীরবাসিনীজননীর কোন সংবাদ গ্রহণ না করাতে, মাতা সেই অভিমানে বিবাহ বৃত্তান্ত অবগত করান নাই। গুরুদেব! এই আমার বিবাহ বিবরণ; উমাকালী আত্মবিবরণ সমাপন করিয়া কহিলেন গুরো! আমি সর্ব্বসুখে সুখিনী হইয়াছিলাম। জানিনা কোন্ পাপপ্রভাবে এই নিদারুণ কষ্টে পতিত হইয়াছি। পিতঃ! কথা প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণ হইল, আপনি আমাকে আমার পিতৃ গৃহে প্রেরণ করিতেছেন না কেন? যদি না পাঠাইবার কোন নিগূঢ় কারণ থাকে বলিয়া সুস্থির করুন।

স্বামীজি ক্ষণ কাল নিস্তব্ধে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন মাতঃ! আপনার পিতৃ গৃহের সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। আপনার পিতা মহারাজযশশ্চন্দ্র জীবিত নাই। উমাকালী শ্রবণ করিয়া হা পিতঃ আপনিও এ হতভাগিনী দুহিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন! এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

স্বামীজি বহু যত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন; উমাকালী বহুবিধ করুণ বিলাপে আশ্রম প্রদেশ পরিতপ্ত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর উমাকালী গুরুদেবের সান্ত্বনা সলিলে মনের সন্তাপ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া কহিলেন প্রভো! বলিতে পারেন, আমার পিতার পরিবারগণ কে কেমন আছেন? গুরুদেব কহিলেন জননি! মহারাজের পরলোক গমনের পর, বাদসাহ আরংজেব অসদাচরণ করিয়া যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, কিন্তু জনৈক সেনাপতির প্রতাপে, মহারাজের পরিবারগণ উদ্ধার পাইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। পূর্ব্বে যুদ্ধানল প্রদীপ্ত পিতৃহীন স্থানে আপনাকে পাঠাইতে আমার কোনক্রমেই বাসনা হয় নাই এক্ষণে আর কোন আপত্তি নাই ত্বরায় পাঠাইয়া দিব।

দেব-মন্দির।

মিলন।

ক্রমে ধরাধামে বসন্ত কাল সমাগত হইলে প্রকৃতি রমণীয় বেশ ধারণ করিল। বসন্তানিল বহিতে লাগিল। তরুলতাসকল ক্রমে নব পল্লবে সুশোভিত, মুকুল নিকরে আচ্ছাদিত, অবশেষে বিকশিত কুসুম সমূহে সুশোভিত হইল। বিবিধ প্রকার স্থলজ ও জলজ কুসুমের সৌগন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইল। ভ্রমরাবলীর গুন্ গুনে, পিক-কুলের কুহুরবে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হংস সারস চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ মনের আনন্দে সপদ্মসরোবরে সাঁতার দিতে লাগিল এবং জীবগণ সরসভাব অবলম্বন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে প্রকৃতি পুরুষে একত্রীভূত হইল।

পাঠক! বসন্ত সমাগমে, সুমধুর স্বামী তীর্থ মনোহর হইল। এই তীর্থ মধ্যে এক মন্দির আছে। তন্মধ্যে স্বামীজি দ্বারা স্থাপিত পাষাণ নির্ম্মিত হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি বিরাজমান। সশিষ্য গুরুদেব

প্রতিনিয়তই এই মূর্ত্তিদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকেন। এক দিবস গুরুদেব, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া এক শিষ্যকে কহিলেন, আজি প্রভূত পরিমাণে বসন্ত কুসুম সংগ্রহ করিয়া সত্বর মন্দির মধ্যে স্থাপন করতঃ পূজার আয়োজন কর, বিলম্ব না হয়। শিষ্য যে আজ্ঞা প্রভো! বলিয়া তৎকার্য্যে গমন করিল। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইলে গুরুদেব উমাকালীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন মাতঃ অদ্য আপনাকে হর-পার্ব্বতীর পূজা করিতে হইবে। এই শুভদিনে এই দেব-দেবীর পূজা করিলে সকল অনিষ্টের ক্ষয় হয়। আপনি শীঘ্র শীঘ্র নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিয়া আসুন। উমাকালী শ্রবণ মাত্র ত্বরান্বিত হইয়া স্নান করিয়া আসিলেন। গুরুদেবও তাঁহাকে স্নাত দেখিয়া কুটীর মধ্য হইতে পূর্ব্বাহৃত এক খানি বারাণসী-বস্ত্র এবং কতকগুলি মহামূল্য অলঙ্কার বাহির করিয়া প্রদানান্তে কহিলেন, মহাভাগে! অদ্যবেশবিন্যাস করিয়া পূজা করিতে হয় কাঙ্গালিনীরবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই সকল পরিধান করুন। উমাকালীর অনিচ্ছা থাকিলেও গুরু আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন অনুচিত বিবেচনায়, পরিধান করিয়া, তাঁহার সহিত মন্দির মধ্যে গমন করিলেন। ক্রমে আসনে আসীনা হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি প্রসূন গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া দেবদেবীর চরণ চতুষ্টয়ে ভক্তিভাবে প্রদান করতঃ গললগ্নীকৃতবাসে কহিতে লাগিলেন "হে-দেব-দেব-ত্রিলোচন! হে-মাতঃ জগজ্জননি ত্রিনয়নে! আর আমি কতকাল এ যন্ত্রণা ভোগ করিব? ইহ জন্মে কি আর আমি আত্মবন্ধুর দর্শন পাইব না? এ-পাপিনীর কি পাপের ক্ষয় হইবে না? যদি এ-দুর্ভাগ্যবতী-দুহিতার প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিতরণে একান্তই বিমুখ হয়েন, তবে আমার পাপজীবন গ্রহণ করিয়া সকল কষ্ট হইতে মুক্ত করুন, ইত্যাদি বহুবিধ বিলাপ বাক্যে দেবমন্দির সন্তপ্ত করিয়া তুলিলেন চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। স্বামীজি শ্রবণও দর্শন

করিয়া করুণার্দ্র চিত্তে কহিলেন মাতঃ রোদনে ক্ষান্ত হউন! আপনার চক্ষে অশ্রু জল দর্শন করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ক্ষান্ত হউন; আর না। মহেশ্বরী অবশ্যই আপনার মঙ্গল করিবেন।

এদিকে বালাজি বিশ্বনাথ গুরুদেবের আদেশ ক্রমে নানা স্থান দর্শন করিতে করিতে স্বামী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীর্থস্থ নর্ম্মদাকূলে উপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে গেল। পরে সহসা চকিত হইয়া উঠিলেন। মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। আর দুই চক্ষে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। কাতরস্বরে কহিলেন হে প্রকৃতি দেবি! আপনার এই মনোমোহিনী বাসন্তী শ্রী দর্শন করিলে কোন্ জীব প্রফুল্লিত না হয়? এই নীল নভস্তলে বসন্ত, সূর্য্যের স্বুবর্ণ কিরণ; এই হরিদ্বর্ণ পাদপাবলির মনোহর দৃশ্য; এই শ্যামকায় ভূধরের মনোলোভা শোভা; এই পক্ষীকুলের অব্যক্ত মধুর কূজন; এই কেলিপর জলদ্বিজগণের ক্রিয়া কলাপ, কাহার অন্তঃকরণকে প্রফুল্লিত না করে? কিন্তু আমি এমনই মহাপাতক যে আমার অন্তঃকরণ প্রাকৃতিক সুখলাভে নিতান্তই বঞ্চিত; অয়ি স্রোতস্বিনি নর্ম্মদে! তুমি আমার কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছ? প্রচণ্ড দস্যু হস্তে নিষ্কৃতি পাইয়াও তোমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না; তুমি আমার আশা ভরসা উন্নতি প্রভৃতি সমস্তই গ্রাস করিয়াছ। আমার রাজ্য ধনে আবশ্যক কি? শত্রুনিপাতনে আমার আনন্দই বা কি? তুমি আমার সুখ এ-জন্মেরমত অপহরণ করিয়াছ। তোমাকে দর্শন করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অন্তঃকরণ জ্বলিয়া উঠে, মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। হা প্রিয়ে! হা প্রিয়তমে! তুমি এই জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছ, ইহা স্মরণ করিলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। তুমি কি সত্য সত্যই এই যন্ত্রণাময়ী পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছ? তুমি মৎসদৃশ মহাপাতকের অযোগ্য

বলিয়াই কি ভগবান, তোমাকে স্বর্গধামে লইয়া গিয়াছেন? প্রিয়ে! কোথায় আছ—একবার এই সময় আগমন করিয়া তোমার হতভাগ্য বিশ্বনাথকে দর্শন দিয়া বাঁচাও। উঃ প্রাণ যে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। জীবন যে ওষ্ঠাগত হইল। আর যাতনা সহ্য হয় না। হৃদয় দুঃখ-ভার বিনাশিনি চন্দ্রাননে! আমি আর কি—তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া অনুপম-আনন্দনীরে অবগাহন করিব? আর কি আমি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া দগ্ধ মন শীতল করিব? আমার সে-আশা এ-জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। আমি এই নর্ম্মদানীরে আমার সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছি। নর্ম্মদা! নর্ম্মদা! পাপীয়সী নর্ম্মদা! তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তুমি আমার জীবনের জীবন, কণ্ঠের হার, হৃদয় মণিকে অপহরণ করিয়া আমার কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছ। আর আমার পাপ জীবনে আবশ্যক কি? হৃদয় শতধা হও এই বলিয়া সজোরে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে গুরো! তোমার ইচ্ছা, বলিয়া গাত্রোত্থান করতঃ মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

স্বামীজি, উমাকালিকে প্রবোধ দিতেছেন, এমন সময়ে শুরোচিত সজ্জায় সুশোভিত মহাবীর বিশ্বনাথ মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গুরুপায় প্রণত হইলেন। তদনন্তর ক্ষণকাল নিস্পন্দ নয়নে উমাকালীকে দর্শন করিলেন। পরক্ষণেই হা প্রিয়ে! হা জীবিতেশ্বরি! হা আমার হৃদয়-সরস-সরোজিনি উমাকালি! তুমি কি জীবিত আছ? এই বলিয়া যুগল করে যুগল কর ধারণ করিলেন। উমাকালী অতি করুণ বচনে হা দেব! হা জীবিতেশ! আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর! আজি কি আমি ভবদীয় শ্রীপাদ পদ্মের দর্শন পাইলাম! এই বলিয়া চৈতন্য শূন্য হইলেন। বিশ্বনাথ তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া শীতল জল দানে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। এই অবসরে স্বামীজি "জয়োঽস্তু তে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক উমাকালীর করকমল ধারণ

করতঃ বিশ্বনাথের করে অর্পণ করিয়া কহিলেন, সাধো! মদীয় ধর্ম্ম এবং প্রাণরক্ষক! আমি আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। এক্ষণে একবার উভয়ে উপবেশন করিয়া হর-পার্ব্বতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করুন; দেখিয়া কৃতার্থ হই। উমাকালী সলজ্জভাবে আসীনা হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনুগামী প্রিয় ভৃত্য ধনকেতু মন্দির মধ্যে আগমন করিয়া, জননি! আমি প্রণাম হই বলিয়া প্রণাম করিলেন। উমাকালী ধনকেতুকে দর্শন করিয়া আনন্দ সলিলে ভাসমানা হইলেন। মন্দির মধ্যে আনন্দ-স্রোতঃ বহিতে লাগিল।

আজি কি শুভ দিন!!

নারায়ণী সমভিব্যাহারিণী এলোকেশী এবং নগবালা স্বামী তীর্থে উপস্থিত হইয়া তাহার মনোহারিণী শোভা দর্শন করিয়া সহসা প্রফুল্লিত হইলেন। এলোকেশী আর মনের ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন দেবি নারায়ণি! আজি আমার অন্তঃকরণ আনন্দনীরে অবগাহন করিতেছে কেন? আজি যেন আমি অননুভূতপূর্ব্বস্বর্গীয় সুখে সুখিনী হইতেছি ইহার কারণ কি? যে সুখ আমি কখন স্বপ্নেও সম্ভোগ করি নাই—তাহাই আজি করতলস্থ হইতেছে ইহার হেতু কি? বাম চক্ষু নৃত্য করিতেছে। আনন্দে কলেবর পুলকিত হইতেছে। আর মনে হইতেছে, আজি আমি আত্মবন্ধু সকলের দর্শন পাইব। দেবি! আমি অতি হতভাগিনী; আমি সর্ব্ব সুখে সুখিনী হইয়াও জানিনা কোন্ মহা-পাপে কাঙ্গালিনী হইয়াছি। অপহৃত পদার্থের পুনঃ প্রাপ্তি ভাগ্যবতীর অদৃষ্টে ঘটে। আমার ন্যায় পাতকিনীর নহে। দেবি! এ-কি পবিত্র আশ্রমের পবিত্র-বায়ু প্রবাহে মনের সন্তাপ দূরীভূত হইয়া এইরূপ অবস্থা হইতেছে? না—অন্য কোন কারণ আছে? মহাভাগে!

এই মৃগশিশু, ঐ পূর্ণ কুম্ভ, এই প্রসন্নবায়ু, এই পবিত্রদিক্, এ-সকলেই যে, আজি আমাকে আশাতীত আনন্দিত করিতেছে, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই সকল শুভলক্ষণের ফল লাভে সুখিনী হই। নারায়ণী কহিলেন, ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গল করুন। এই সময়ে প্রফুল্ল কলেবরা নগবালা মনে মনে কহিতে লাগিলেন হৃদয়! তুমি আনন্দে এত উচ্ছ্বসিত হইতেছ কেন? মন! তুমি হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিবে বলিয়া এত হাসি হাসিতেছ কেন? চক্ষু!! তুমি এত আগ্রহের সহিত বারম্বার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছ কেন? শ্রবণ! তুমি প্রাণেশ্বরের অমৃতবর্ষিণী বাণী শ্রবণ লালসায় এতই উৎসুক হইতেছ কেন? আমি, ঘোর পাতকিনী ;. তোমরা আমার আশ্রিত ; দুঃখ ভিন্ন সুখ ভোগের প্রত্যাশা স্বপ্নেও কল্পনা করিওনা। এ-কি হইতেছে? হৃদয়ে যে সুখ প্রবাহ ধরেনা!! ইহার কারণ কি? বোধ হয়, সোদরোপম-শক্রন্তপের জননীর দর্শন পাইব বলিয়াই হৃদয় এরূপ করিতেছে। ভ্রাতঃ বাজিরাও! এ হতভাগিনী নগবালাই আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যে-দিন আপনি শুনিবেন, নগবালা আপনার হৃদয়হারিণীকে রক্ষা করিতে পারে নাই, হেমাঙ্গী আত্ম-ঘাতিনী হইয়াছে, সেই দিন আপনি ম্রিয়মাণ হইবেন। আমিই আপনার পবিত্র হৃদয়ে যন্ত্রণানল জ্বালিয়া দিয়াছি। আবার এ-কি! হৃদয়! স্থির হও, এত আনন্দ, এতহাসি, এত উৎসাহ ভাল নয়। আবার হাসিতেছ? আবার আনন্দরসে ভাসিতেছ? আমি নগবালা, মাতৃহীনা, পিতৃহীনা, ভ্রাতৃহীনা, আত্মবন্ধু বিহীনা; এ হতভাগিনীতে সুখের প্রত্যাশা করিও না, এই কথা বলিতে বলিতে গমন করিলেন।

সময়ের কি বিচিত্র গতি! কালের কি বিভিন্ন ভাব! কালে না হয় এমন কার্য্যই নাই; সুখ দুঃখ নিরন্তর কাল চক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই এক অবস্থায় থাকে না—

কিছুক্ষণের পর সকলেই একবারে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ-ভাব অবলম্বন করিলেন—সম্মুখে এলোকেশী এবং নগবালা!! বিস্ময় বিকশিত নেত্রে পুনর্ব্বার বিশেষরূপে দেখিলেন, মহানুভবা এলোকেশী এবং পালিতাকন্যা নগবালা!! উমাকালী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সবেগে উত্থিত হইয়া মরি! মরি! আজি আমার কি শুভ দিন! আজি আমি প্রিয় ভগিনী এলোকেশীর দর্শন পাইলাম। এই বলিয়া বাহুযুগলে বেষ্টন করিলেন। এলোকেশীও চকিত হইয়া প্রিয় ভগিনি! জীবনোপমে! তুমি কি বাঁচিয়া আছ? প্রিয়বন্ধো! বিশ্বনাথ! আপনাব মঙ্গল হউক; বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া সখি! সখি! মাধব মোহিনি! আমি এ-কি দর্শন করিতেছি! সত্যই কি আমি প্রিয় বন্ধুর হৃদয় রত্ন প্রাপ্ত হইলাম? প্রিয় মাধব! এই সময় একবার আসিয়া তোমার হৃদয়হারিণীকে দর্শন দাও, এই বলিয়া নীরব হইলেন। তদনন্তর-নগবালা, বিশ্বনাথ এবং উমাকালীর চরণ বন্দনা করিলেন। বিশ্বনাথ কহিলেন মা! মাগো! তুমি কি জীবিত আছ? এস এক বার হৃদয়ে করিয়া শীতল হই। উমাকালী নগবালার মুখচুম্বন করিয়া কোলে বসাইলেন।

গচ্ছিত রত্ন গ্রহণ কর।

মহাবীর মাধব গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে আশ্রম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন হৃদয়! এত উচ্ছ্বসিত হইতেছ কেন? দক্ষিণ বাহু! তোমাব স্পন্দনের অভিপ্রায় কি? আমি অতি হতভাগ্য; পিতাপ্রভৃতি আত্মীয় বর্গ চক্ষের অগ্রে শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, তাহা আমি দর্শন করিয়াছি। পরমবন্ধু বিশ্বনাথ, প্রিয়সখী উমাকালী, প্রাণেশ্বরী এলোকেশী, শশীমুখী নগবালা প্রভৃতি সকলকে আমি হারাইয়াছি। আমার সুখ এ-জন্মের মত

কোন্ সুদূর দেশে চলিয়া গিয়াছে। প্রিয়ার দর্শন! তাহা আমি আর স্বপ্নেও কল্পনা করি না। তবে তুমি স্পন্দিত হইতেছ কেন? আর কি আমার মানস-রাজহংসী এ-মানস সরোবরে ক্রীড়া করিবে? আর কি আমি সেই বদন সুধাকরের দর্শন পাইব? সতীকুল গৌরব-পালিকে প্রিয়তমে এলোকেশি! আমার গাঢ় তিমিরের দীপশিখা হৃদয়-হারিণি এলোকেশি! মাধবের মনোমোহিনি এলোকেশি! আমার শক্তি, বুদ্ধি, উন্নতি, আশা, ভরসা, এলোকেশি! প্রাণেশ্বরি এলোকেশি! তুমি কোথায়? উঃ প্রাণ যায়, "দগ্ধ হৃদয় বিদীর্ণ হও" এই বলিয়া বক্ষে করাঘাত করতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

যখন লোকের দুঃসময় উপস্থিত হয় তখন ক্রমাগতই বিপদাবলী উপস্থিত হইতে থাকে, আবার যখন ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে তখন একাদিক্রমে সুখপরম্পরায়, তাহাদিগকে সুখী করিতে থাকে, ইহাও একটী কালের স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—

এই রূপ সুখের সময়ে গুরুদেব বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে এলোকেশীকে সুশোভিত করিলেন। এ-দিকে যেমন বেশ ভূষা শেষ হইয়া গেল, অমনি অপর দিক হইতে, মহাবীর মাধব; সুহাসিনী এবং চন্দ্রকেতুকে সমভিব্যাহারে লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুরু-পায় প্রণত হইলেন এবং ক্ষণকাল সকলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। এই অবসরে বিশ্বনাথ উচ্চৈঃস্বরে হৃদয় বাসিন্ মাধব! প্রিয় বন্ধো মাধব! বিশ্বনাথের জীবন সর্ব্বস্ব প্রিয়মাধব! এলোকেশীর হৃদয় রত্ন প্রিয়মাধব! বলিয়া সজোরে বাহুদ্বয়ে বেষ্টন করিলেন। মাধব সবিস্ময়ে, প্রিয় বন্ধো! মাধবের হৃদয় ভূষণ! উমাকালীর জীবনধন বিশ্বনাথ! সখি উমাকালি! প্রিয়ে এলোকেশি! আমার হৃদয়-বাসিনি এলোকেশি! আজি আমি সত্য সত্যই কি সকলের দর্শন পাইলাম! এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। এলোকেশী বহুদিনের পর মাধবের

দর্শন পাইয়া জীবিতেশ্বর! এলোকেশীর মস্তকমণিমাধব! এদাসী কি যথার্থই চরণ যুগল দর্শন করিতেছে? না মায়াবিনী মোহ নিদ্রা স্বপ্নচ্ছলে দুর্ভাগ্যবতীকে প্রতারিত করিতেছে? না স্বপ্ন-কল্পনা কেমন করিয়াই বা বলিব, এই যে সত্য সত্যই শ্রীচরণদর্শন করিতেছি। এই বলিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। সকলে সবিশেষ যত্নে ত্বরায় চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। এই অবসরে বিশ্বনাথ; এলোকেশীর কোমল করযুগল, মাধবের করে অর্পণ করিয়া সুখে মাধব! আজি আমি গুরুর প্রসাদে তোমায় গচ্ছিত রত্ন প্রত্যর্পণে সমর্থ হইলাম; এই লও, গ্রহণ কর; এই বলিয়া করে কর অর্পণ করিলেন। মাধব, প্রিয়তমার করে' করবদ্ধ করিয়া মধুরবচনে—অয়ি মনোহারিণি! এই তোমার চিরানুগত মাধব সমুপস্থিত, আজ্ঞা কর কোন্ প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব।

এলোকেশী কহিলেন এ-দাসী এই শ্রীচরণের চিরদাসী, ভিক্ষা এই শ্রীপাদ-পদ্মে স্থান দান দিউন।

উমাকালী শ্রবণ করিয়া কহিলেন ভগিনি! তুমি সীমন্তিনীকুলের শিরোমণি; আমি ইহা বিলক্ষণ অবগত আছি। এই অবসরে চন্দ্রকেতু আগমন করিয়া সকলের পায় প্রণত হইল। পাঠক! আজি যে ইহাঁদের কি অপূর্ব্ব আনন্দের দিন, তাহা ইহাঁরা ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে অসমর্থ।

ভ্রান্তিঃ আত্মপরিচয় লাভ কর।

এক দিন সমরাঙ্গণ বাসী বাজিরাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন এইত সময় কার্য্য শেষ হইয়া গেল। শত্রুকুল ক্ষয় হইল। জয়লক্ষ্মী অঙ্ক বাসিনী হইলেন। হৃদয়হারিণী শশীমুখী হেমাঙ্গীকেও লাভ করিলাম। সকলই হইল কিন্তু এক বিষয়ের জন্য যে, অন্তঃকরণ

দারুণ অসুখিত হইল। মহাবীর মাধব, আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন। কেহই যে তাঁহার কোন সন্ধান কহিতে পারেনা। তাঁহার অদর্শনে প্রাণ যে কেমন করিতেছে। এখানে ত আর থাকিতে পারি না। আবার আশ্রমে যাইতে গুরু দেবের আজ্ঞা আছে। কেমন করিয়াই বা অনুসন্ধান করি; যাহাই হউক অগ্রে গুরু আজ্ঞা রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিব। আর এক কথা, যদিও আমার (এক প্রকার) সুখের সময় সত্য; তথাচ আমি দুঃখ সমুদ্রে ভাসমান, আমি কে—অদ্যাবধি তাহার কিছুই জানি না। এমন কি, জনক জননীর নাম পর্য্যন্তও অবগত নহি। জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেই কহেন সময়ে পরিচয় দিব। তাঁহার সময় যে কত দিনে হইবে তাহা আমি জানি না। আশ্রমে যাই, গিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া আত্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, পিতৃ দর্শনে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমি—এমনই হতভাগ্য যে, জন্মাবধি পিতৃ চরণ কেমন তাহা দর্শন করিতে পাই নাই। আমার আত্ম বন্ধু কেহ কোথায় আছেন কি না তাহা আমি জানি না। নগবালা এবং মাতৃ সমা এলোকেশীর অবস্থায় যে কি ঘটিয়াছে, তাহারও কোন সংবাদ নাই। এই সকল কারণে আমি সুখী হইয়াও অসুখী; যাই—এক্ষণে একবার মাতৃ-চরণ দর্শন করি, এই বলিয়া আশ্রমে গমন করিলেন।

এই বিস্ময় পূর্ণ জগতের সমস্ত কার্য্যই বিস্ময়াবহ; কখন্ কোন্ বিস্ময় ব্যাপার সমুদ্ভূত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহার কার্য্য তিনিই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। যদিও কারণ-মূলকার্য্য, সত্য; তথাচ সেই সকল কারণ এত সূক্ষ্ম যে মানবীয় বুদ্ধি, তাহার অবধারণে অসমর্থ; লোকে সুখকর এবং দুঃখকর কার্য্যানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে এই মাত্র।

মন্দিরস্থ সকলে অনুপম আনন্দে বিমোহিত হইতেছেন এমন সময়ে

অস্ত্রে শস্ত্রে সমুজ্জ্বলিত বাজিরাও, যোদ্ধারবেশে দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীকণ্ঠস্বামী সাদর সম্ভাষণে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন এস প্রাণাধিক ভাই বাজিরাও এস; প্রিয়তম শত্রুন্তপ! আজি এক স্থানে জনক জননী প্রভৃতি আত্মীয় বর্গের দর্শন এবং আত্মপরিচয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। এই যে, যোদ্ধার বেশে সুসজ্জিত মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছ, আর যাহার গম্ভীর আকৃতি ভয় অথচ আনন্দপ্রদ, ইনিই তোমার ভারত বিখ্যাত পিতা; নাম বিশ্বনাথ, এক্ষণে বালাজি বিশ্বনাথ নামে পরিচিত, এবং মহারাষ্ট্র দেশের অদ্বিতীয় অধীশ্বর: তৎপার্শ্বে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা তোমার জননী, নাম উমাকালী।

অপর এই যে বীরপুরুষকে দর্শন করিতেছ, আর যাঁহার পরিচয় তোমার বোধ বিষয় হইতে এতাবৎ কাল লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তুমি এতাবৎ কাল যাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিতেছ, ইনিই, তোমার পিতার পরম বন্ধু, নাম মাধব এক্ষণে দুর্গাদাস নামে প্রসিদ্ধ; তৎপার্শ্বে যে মহানুভবাকে দেখিতেছ আর যাঁহাকে অদ্যাবধি জননী বলিয়া আহ্বান করিয়া আসিতেছ এবং যাঁহার যত্নে তুমি বৈজয়ন্তপুরে বিবিধ সুখ সম্ভোগ করিয়া মনোমত রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই—ইনি, তোমার মাতৃ স্বসা, নাম এলোকেশী; ইনিই মাধবেব হৃদয় হারিণী; আর এই তারা তোমার জননীর কন্যা। বাজিরাও এতাবচ্ছ্রবণে যুগপৎ বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পিতা মাতার চরণপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ প্রভৃতি চারিজন; কেহ প্রিয় পুত্র! কেহ জীবনাধিক! কেহ প্রিয়তম! কেহ প্রিয় দর্শন! বলিয়া আহ্বান করতঃ ভূতল হইতে উঠাইলেন, তৎপরে মাধব আলিঙ্গন দিলেন, বিশ্বনাথ ক্রোড়ে করিলেন, উমাকালী এবং এলোকেশী মুখ চুম্বন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। নগবালা, ভ্রাতঃ তোমার মঙ্গল হউক বলিয়া দাঁড়াইলেন,

ভৃত্যদ্বয় প্রফুল্ল চিত্তে জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল। সুহাসিনী করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইল।

কোন সময় নিজ আশ্রমস্থা যোগীশ্বরী হেমাঙ্গীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হেমা! আশ্রমে যাইতে আমাদেরপ্রতি গুরু দেবের আজ্ঞা আছে। সেই দিনও নিকট হইয়া আসিল। অতএব চল অদ্য আমরা তথায় গমন করি। এই বলিয়া সমস্ত আয়োজন করতঃ গমন করিলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিনে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন হায়! এই তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া আজি আমার মনে আবার আশা ভরসার আবির্ভাব হইতেছে কেন? আমার যে, কোন দিকে কেহ নাই। আমি হতভাগী সকল খাইয়া সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী হইয়াছি। সংসার আমার পক্ষে বিষতুল্য হইয়াছে। আর ক্ষণকালও বাঁচিতে বাসনা হয় না। পাপ জীবন বহির্গত হইলেই বাঁচিয়া যাই। এই দেহ বন নিরন্তর শত দাবানলে দগ্ধ হইতেছে আর যাতনা সহ্য হয় না। হে পরাৎপর পরমেশ্বর! হে—সর্ব্বান্তঃকরণজ্ঞ ভগবন জগৎপতে! আবার আশার সঞ্চার কেন? আবার চিরদুঃখিনী তাপসীর মুখে হাসি আইসে কেন? আবার হতভাগিনীর সংসারে প্রবিষ্ট হইতে সাধ হইতেছে কেন? কোথা পতি, কোথা পুত্র, কোথা পুত্রবধূ; কোথায় আত্মীয় বর্গ, আমি যে, সে সকল হারাইয়াছি। আবার আশার সঞ্চার কেন? আমার যতদূর সর্ব্বনাশ হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার আশার সঞ্চার কেন? পুত্র সনৎকুমার! আমার সনৎকুমার! অন্ধের যষ্টি! নয়নমণি! কোথায় সনৎকুমার! আবার আমার আশার সঞ্চার কেন? আমার সকলই মঙ্গল! এই রূপ বলিতে বলিতে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

আশ্রম দর্শনে অনুগামিনী হেমাঙ্গীর আনন্দের সীমা নাই। পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, কত কি ভাবিতেছেন, আর মিটি মিটি হাসি-

তেছেন। কিসের আনন্দ, কিজন্য হাসি, কেনইরা পুলকিত হইতেছেন, এ সকল অবধারণে অসমর্থ, হৃদয় আনন্দে ভাসিতেছে আর হাসিতেছেন, বিমলার অজ্ঞাতসারে হাসিতেছেন। অধরের হাসি অধরেই দেখিতেছে, আর অবগুণ্ঠন সে-হাসিকে সীমা বদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। এ-কে নব যৌবনের শোভা, তাহার উপর লাল অধরের শোভা; সর্ব্বোপরি ঈষৎ হাসির শোভা; রাজহংসী গমন বিনিন্দি-গমনের শোভা; তৎ সঙ্গে সঙ্গে সুচারু নিতম্বের শোভা, বিবিধ শোভায় হেমাঙ্গী শোভাময়ী, পাঠক! আপনি যদি কখন কোন অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না নবযৌবনাঢ্যা রমণীর হাব ভাব রঙ্গ রস, মৃদু মধুর হাস্য; অনঙ্গ রসে ঘূর্ণায়মান মদকল মদিরাক্ষীর কটাক্ষ সন্ধান, মনঃপ্রাণ বিমোহন অমৃতায়মান বচন পরম্পরা; বিবেক দলন কেমন একটু মধুময় ভাব; অন্তঃকরণাপহারী কেমন, এক একটু স্ত্রীজন সুলভ অমৃতময় অবস্থা, কেমন কেমন, লেখনীতে যাহা লেখা যায়না, কথায় যাহা বলা যায়না, মন যাহা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ "এমন এক একটু, কেমন এক প্রকার ভাব, (যদি) দর্শন করিয়া থাকেন তবেই হেমাঙ্গীর বর্ত্তমান অবস্থা কথঞ্চিৎ অবধারণ করিতে পারিবেন, নচেৎ নহে। হেমাঙ্গী রমণী রত্ন, ননীর পুতলি, নব বিকশিত অনাঘ্রাত বাসন্তী নলিনী, এ-রত্ন হৃদয়ে ধারণ করা সামান্য পুণ্যের কথা নহে। এ—অঙ্গ, যে অঙ্গে সংস্পর্শ হইয়াছে, এ-নিতম্ব, যে অঙ্কে স্থাপিত হইয়াছে, সে অপ্রাকৃত মনুষ্য; তাঁহার পৃথিবীতে আগমন সার্থক, তাহার শয্যা স্বর্গস্থ নন্দন কাননে স্থাপিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। শক্রন্তপ! আপনি ধন্য! আপনি পূর্ব্ব জন্মে যে অখণ্ড পুণ্য রাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, হেমাঙ্গীই তাহার ফল স্বরূপিণী; হেমাঙ্গী অমৃতময় সমুদ্রে ডুবিতেছেন, চন্দ্রিকাময়ী নদীতে ভাসিতেছেন, স্বকরে সুধাকর ধরিতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন, আমায় কে যেন—বলিয়া

দিতেছে হেমাঙ্গি! আজি তুমি, শ্বশ্রূ দেব দেবীর দর্শন পাইবে, প্রাণেশ্বরের চরণ দর্শন করিবে, আত্মবন্ধুর দর্শন লাভ হইবে, আমার এমন দিন কি হইবে? এই ভাবিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছেন।

জগদীশ্বর, বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়া মনুষ্য গণকে উৎকৃষ্ট প্রাণী মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। যদি এরূপ না করিতেন তবে দুরবস্থার পরিসীমা থাকিত না। পদে পদে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জীবন যাপন করিতে হইত। মনুজগণের কার্য্য দর্শনে পরমেশ্বরের অনন্ত দয়ার কথঞ্চিৎ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বামীজির কার্য্যাবলিই ইহার প্রমাণ স্থল; মন্দির মধ্যে সকলেই পরমানন্দে নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে সেই উদাসিনী সেই অবগুণ্ঠনবতী রমণী সহ দেবী-গৃহে প্রবেশ করিলেন। গুরুদেব তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া আনন্দবিহ্বলচিত্তে কহিলেন যোগীশ্বরী তোমার জয় হউক। আমি বহুক্ষণ হইতে তোমার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছি। সন্ন্যাসিনী কহিলেন গুরো! শিষ্যা প্রাণান্তেও আজ্ঞালঙ্ঘনে সমর্থ নহে। নবাগত রমণী যুগলকে দর্শন করিয়া মন্দিরস্থ সকলেই নিস্তব্ধ হইলেন। এমন সময়ে শ্রীকণ্ঠস্বামী বাজিরাওকে আহ্বান করতঃ নিজ পার্শ্বে দণ্ডায়মান করিয়া বাম পার্শ্বে সেই অবগুণ্ঠনবতী কামিনীকে দণ্ডায়মানা করাইলেন। এই কালে শত্রুন্তপ, আনন্দ ভরে বদন অবনত করিলেন। তদনন্তর শ্রীকণ্ঠস্বামী সকলকে গভীর স্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন "আপানারা এই হর-পার্ব্বতী সম্মুখস্থ নবদম্পতীকে দর্শন করিয়া চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করুন। এই হরিণ নয়নার তুল্য পতি-পরায়ণারমণী ভূমণ্ডলে অতি বিরল; বীরকেশরি বিশ্বনাথ! এবং যশশ্চন্দ্ররাজদুহিতাউমাকালি! আপনারা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ কমল দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করুন। সদাশয় মাধব!

আপনি বিস্মিত হউন। পতিব্রতে মাধব মোহিনি! সফলমনোরথ হউন। নগবালা তুমি কৃতার্থ হও। এই বলিয়া স্বহস্তে সেই কামিনীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। মুখশোভায় মন্দির আলোকিত হইল।

এলোকেশী যে মাত্র দর্শন করিলেন অমনি—হেমাঙ্গি! বৈজয়ন্তঃপুর-রাজপুত্রি হেমাঙ্গি! বাজিরাওয়ের মনোমোহিনি হেমাঙ্গি! আমার প্রিয় পুত্র বধূ হেমাঙ্গি! তুমি কি জীবিত আছ? এই বলিয়া বারম্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নগবালা বাজিরাওয়ের হস্তে হেমাঙ্গীর হস্ত প্রদান করিয়া "ভ্রাতঃ! এই আমি তোমার গচ্ছিত রত্ন প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর? অতঃপর আর আমি ঋণী নহি।

বাজিরাও, প্রিয়তমার করগ্রহণ করিয়া সলজ্জভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন। উমাকালী, অপার আনন্দে ভাসমানা হইয়া মা-আমার "কনক-নলিনী"। মা-আমার "কনক-নলিনী" আহা মরি মরি! রূপের প্রভায় দশদিক আলো হইল, মা-আমার রূপে স্বর্ণ, গুণে পদ্ম!! এই বলিয়া বারম্বাব মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ এবং মাধব বিস্ময় বিকশিতনেত্রে দর্শন করিতে করিতে কহিলেন গুরুদেব আপনার জয় হউক।

শ্রীকণ্ঠস্বামী কহিলেন মাতঃ উমাকালি! কেবল রূপের শোভা নয়, ইহাঁর ন্যায় চারুশীলা; রমণীকুলে অতি অল্পই নয়নগোচর হয়। ইহাঁর সতীত্ব সৌরভে দশদিক সুবাসিত হইতেছে। যত দিন জগতে বিদ্যার আলোচনা থাকিবে, ততদিন আপনার এই "কনক-নলিনীর" সুচারু চরিত্র সকলের পঠনীয় হইবে। আমি এক্ষণে আপনার আহ্বান অনুসারেই এই ললনার নাম "কনক-নলিনী" রাখিলাম। অতঃপর হেমাঙ্গী এই "কনক-নলিনী" নামেই বিখ্যাত হইবেন। এক্ষণে আপনারা সকলে, এই হর-পার্ব্বতী সম্মুখে

নবদম্পতীকে বরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, তাহা হইলেই আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়।

স্ত্রীগণ সকল, পরমানন্দে বরবধূর বরণ করিলেন এবং যথা রীতি আশীর্ব্বাদও করিলেন। উমাকলী, "কনক-নলিনীকে" কোলে করিয়া সাদরে মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং এই অবসরে সেই উদাসিনীকে দেখিয়া স্থির হইলেন। পরে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন, পরিধান রক্ত বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, বদন সুধাকর, রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় ম্লান, তথাচ নীল পদ্মসদৃশ নয়নযুগলের মনোহর শোভা! অপগত হয় নাই। তরল তারক দুইটী ঢল ঢল করিতেছে। বাহু যুগল, মণিবন্ধদ্বয় ও গলদেশ রুদ্রাক্ষ মালায় অলঙ্কৃত; ভস্মভ্রক্ষিত অরাল সুদীর্ঘ-কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠ ভাগে বিলম্বিত। দক্ষিণ করে যপমালা, বাম করে ভীষণ ত্রিশূল, তাহার অগ্রভাগে লম্বমান ভিক্ষার ঝুলি, উমাকালী ক্ষণকাল পরেই হেমাঙ্গীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমলাকে, প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া পূর্ণস্বরে আহ্বান করত কহিলেন, হা! ভগিনি বিমলে! আমি, আপনার এ-কি মর্ম্মচ্ছেদী অবস্থা দর্শন করিলাম! মাধবও কহিলেন "মহানুভবে! অনুগত মাধব, শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছে আশীর্ব্বাদ করুন, শুনিয়াছি আপনিই দস্যু গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বনাথ এলোকেশী উমাকালী প্রভৃতি সকলেই বিমলার চরণে নিপতিত হইলেন। বাজিরাও নগবালা কনক-নলিনী প্রভৃতি ইহাঁরা, বিমলার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে—উমাকালী কহিলেন—পূজ্যতমে! আপনার এ বেশ কেন? এই—আমার পালিতা কন্যা নগবালা; যে—বালিকাবয়সে আপনার প্রিয় পুত্র সনৎকুমারের হস্ত ধরিয়া আমার নিকট আনিয়া কহিয়াছিল 'মা! —এই বর এনেচি আমার বিয়ে দাও"! এই

সেই নগবালা, আপনার পুত্র বধূ, গ্রহণ করুন। নগবালা তচ্ছ্রবণে চমকিত হইয়া শ্বশ্রূ দেবীর চরণ বন্দনা করিলেন। বিমলা আত্ম পরিচয় দানে অনিচ্ছুক হইয়া নীরবে দণ্ডায়মানা থাকিয়া সকলকে সবিস্ময়ে দর্শন করিতেছিলেন এক্ষণে উমাকালীর এই বাক্যশ্রবণ করিয়া "হা-পুত্র! হা জীবনের জীবন! তুমি কোথায় রহিয়াছ, আসিয়া তোমার নগবালার অবস্থা দর্শন কর"। এই বলিয়া ছিন্ন মূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া চৈতন্য হারাইলেন। সকলে—সবিশেষ যত্ন করিয়া বহুক্ষণের পর মূর্চ্ছাপনয়ন করিলেন। তদনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভগিনি উমাকালি! আমার সনৎকুমার নাই, বাপ আমার সর্পাঘাতে এ হতভাগিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন হইল পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে। প্রিয়পতি যতীন্দ্র মোহনও এ হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার পিতৃকুলেও কেহ নাই। এ-পাপীয়সীর পাপজীবন কেন যে বহির্গত হয় না তাহা আমি বলিতে পারি না। নগবালা এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, হা স্বামিন্! হা হৃদয়েশ! হা জীবিতনাথ! হা—সনৎকুমার! আপনি কি এ দাসীকে চরণ হইতে বঞ্চিত করিলেন এক্ষণে কি করি! কোথায় যাই! কোথায় যাইয়া এ মনের জ্বালা নিবারণ করি. আর আমার জীবনের প্রয়োজন কি? চিতা জ্বালিয়া দাও, তাহাতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত জ্বালা নিবারণ করি। স্বামিন্! আমি বহুদিন কেশ বন্ধন করি নাই, বস্ত্রালঙ্কারে শরীর সুশোভিত করি নাই। ভাবিয়াছিলাম. শ্রীচরণ দর্শন পাইলে, বেশভূষায় অলঙ্কৃতা হইয়া, এ-দেহকে ভবদীয় শ্রীচরণে অর্পণ করিব, সে-বাসনা মনেই থাকিয়া গেল ইত্যাদি বহুবিধ করুণ বিলাপে, সকলকে শোকানলে নিক্ষেপ করত দেবমন্দির পর্য্যন্ত সন্তপ্ত করিয়া তুলিলেন। হেমাঙ্গী বহুবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলেই শশব্যস্তে নগবালার চিত্তের স্থৈর্য্য

সম্পাদনে তৎপর হইলেন।

নগবালার করুণ বিলাপে শ্রীকণ্ঠস্বামী ব্যথিত হৃদয় হইয়া বারম্বার মন্দির এবং বাহির করিতে লাগিলেন। সকলের বহির্দ্দেশে যাইবার ইচ্ছা' হইলেও শ্রীকণ্ঠস্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন যাইতে অক্ষম হইয়া, মন্দির মধ্যেই রহিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। শ্রীকণ্ঠস্বামী, বহির্দ্দেশে গমন করিয়া পূর্ণস্বরে আপনার একশিষ্যকে (পরংতপকে) বারম্বার আহ্বান করিয়া, দেব-মন্দিরে আসিয়া পুনর্ব্বার পূজায় বসিলেন। সকলে করযোড়ে দাণ্ডায়মান রহিলেন। কেবল নগবালা ও বিমলা ভূতলে পতিত এবং হেমাঙ্গী ও উমাকালী তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত, ।—

এ দিকে সন্ন্যাসিনী বিমলা পুত্র ব্রহ্মচারী সনৎকুমার ভ্রমিতে ভ্রমিতে নির্দ্দিষ্ট দিনে আশ্রমপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এবং চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন—এই পবিত্র আহুতি গন্ধে আজি আমার দেহ মন পবিত্র হইল। আজি এই আশ্রমস্থ বায়ু প্রবাহে মনও দেহের সন্তাপ, দূরীভূত হইল। অন্তঃকরণ যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আর কে যেন বলিয়া দিতেছে, "সনৎ! আজি তুমি তোমার আরাধ্য বস্তু! তপস্যার ফল, বেদ—অধ্যয়নের পুণ্য, আত্মার জ্যোতিঃ, স্বর্গাপবর্গ, বাঙ্‌নিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা, ধার্ম্মিকতা পরোকারিতার ফল স্বরূপা; সাক্ষাৎ শরীর ধারিণী শঙ্করী সদৃশী তোমার জননীর দর্শন পাইবে। আজি নগবালা তোমার হৃদয় আলো করিয়া অনন্ত মনঃকষ্ট নিবারণ করিবে। আজি আত্মবন্ধুর দর্শন লাভ করিয়া আনন্দিত হইবে"। হা জগদীশ্বর! অনাথ বন্ধো! দয়াময় জগদ্বল্লভ! আমার অদৃষ্টে কি আর এই সকল সুখ ঘটিবে? আমি নরাধম নারকী; আমার অদৃষ্টে কি এই সকল সুখ ভোগ ঘটিবে? যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হয়, তখন আর আমাতে আমি থাকি না। চতুর্দ্দিক শূন্য ময় দর্শন করি; সংসার বিষময় বোধ হয়;

দুঃখানলে মনবন দগ্ধ হইয়া যায়; ধৈর্য্যবিচ্যুত হয়; অশ্রুজল সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। পতিতপাবন! এ-পতিতকে উদ্ধার কর বাপ! আর যে কষ্ট সহ্য হয় না। পিতঃ আমি শরণাগত, আপনিই আমার একমাত্র অবলম্বন, আমি আপনার নাম স্মরণ করিয়াই জীবিত আছি। দীননাথ! দীনের প্রতি দয়া করিয়া কৃতার্থ করুন, হৃদয়! স্থির হও, ধৈর্য্যধর, এতব্যস্ত হইও না। আজি তুমি তোমার নগবালার দর্শন পাইবে। আর সেই পরমারাধ্যা প্রবীণা এলোকেশীর, এবং তোমার সেই ভালবাসা ধন তারার দর্শন পাইবে। তুমি কি জাননা যে, কালের কঠোর শাসনে তোমার নগবালা, তারা নামে বিখ্যাত হইয়া মনের কষ্টে ধরাধামে ভ্রমণ করিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

একই কাল, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রাখিয়া সুখ দুঃখে—হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে। এই সংসার রূপ রঙ্গভূমির যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করুন সেই দিকেই দেখিতে পাইবেন, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ গীতধ্বনি করিতেছে, কেহবা প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছে, কেহবা প্রমত্ত ব্যক্তিগণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য—যুক্তি বক্তৃতা করিতেছে, কেহবা-এই অসার সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছে। অসংখ্য পাগলের মেলা; পাগলের কথায় পাগল শান্ত হয়, হয়ও না; কাল, একাধারে হাসি, কান্না, উৎসাহ, দর্প, সাহস, দয়া, মায়া, শান্তি, ক্ষমা, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভয়ানক মুখভঙ্গিতে হাস্য করিতেছে। কেবল কাজের পাগলের কাজ দেখিয়া, কাল দারুণ দুঃখিত, দুঃখের কারণ "এ-পাগল আমায় ফাঁকী দিল। শ্রীকণ্ঠস্বামী কাজের পাগল, পরোপকারী, পরম ধার্ম্মিক অদ্ভুত কৃতজ্ঞ; সংসারের দুঃখ নিবারণে বিশেষ যত্নবান, ইনি নগবালার দারুণ-দুঃখে দুঃখিত হইয়া—অনুক্ষণ বহির্ভাগে নয়ন

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পরিধান পট্টবস্ত্র, পট্ট উত্তরীয় দ্বারা সুশোভিত, শুভ্র যজ্ঞোপবীত এবং শুভ্র চন্দনে বক্ষস্থল অলঙ্কৃত এক পরম রূপবান্ যুবা পুরুষ, সহচর এক ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুরুদেবের চরণ-যুগলে প্রণাম করিলেন।

শ্রীকণ্ঠস্বামী তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দ বিহ্বল চিত্তে, বিমলে! যোগীশ্বরি বিমলে! তোমার কণ্ঠেরহার, হৃদয় ভূষণ, অন্ধের যষ্টি, প্রিয় পুত্র সনৎকুমার আসিয়াছে। কোলে লইয়া কৃতার্থ হও! বিমলা অমৃতায়মান, প্রাণপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া যেমন সবেগে ধাবমানা হইলেন অমনি সনৎকুমার মা! মা! মাগো! আপনি কি জীবিত আছেন এই বলিয়া চরণোপরি পতিত হইয়া বাহু-যুগলে বেষ্টন করিলেন। এবং কহিতে লাগিলেন, জননি! আপনার হতভাগ্য সন্তান সনৎকুমার—আরবার যে এই মুক্তি-প্রদ চরণ-যুগলের দর্শন পাইবে ইহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। এই চরণ আমার আরাধ্য বস্তু, এই চরণ আমার নির্ব্বাণ মোক্ষপ্রদ এবং এই চরণ আমার অক্ষয় স্বর্গ, এই চরণ, আমার যাগ যজ্ঞ এবং তপস্যার ফল. মা! মা! মা গো! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমার এমন আরাধ্য বস্তু কিছু নাই যাহা আপনার এই শ্রীপাদ পদ্মকে অতিক্রম করি[illegible]রে। ইন্দ্র, চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ম[illegible]র এমন কি সাক্ষাৎ ঈশ্বরও এই চরণ অপেক্ষা অধিক পূজ্য [illegible]। এই চরণ, আমার ভবসমুদ্রের তরণী, গাঢ় তিমিরের দী[illegible]শা এবং সংসার সঙ্কটের এক মাত্র ত্রাণোপায় জননি! ব্রহ্ম[illegible]! মোক্ষ প্রদে! একবার নরাধম সন্তানের মস্তকে চরণদ্বয় প্রদান করুন। চরণ স্পর্শে দেহ পবিত্র হউক, পবিত্র ধূলি সংযোগে. দুরাচারের অনন্ত দুষ্কৃতির ক্ষয় হউক। পিতা আমার বাল্য কালেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি এক

এই চরণ দর্শন করিয়াই জীবিত ছিলাম, তাহা হইতেও বহু দিন বঞ্চিত হইয়াছি। মা! একবার মন ভরিয়া মা বলিয়া ডাকি, মা! মা! মাগো, একবার উত্তর দিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। বিমলার আনন্দাশ্রুর আর কে সম্বরণ করে, পূর্ণ স্বরে কহিলেন সনৎকুমার! আমার সনৎকুমার! প্রিয়পুত্র সনৎকুমার! অন্ধের যষ্টি! নয়ন-মণি! কণ্ঠেরহার! হৃদয়ভূষণ! তুমি কি আমার জীবিত হইয়াছ? এস! বাপ আমার কোলে এস! চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। পুত্র! পুত্র! পুত্র সনৎকুমার! তুমি কি আমায়, মায়াবিনী মোহ নিদ্রায় প্রতারিত করিতেছ? না আমি সত্য সত্যই তোমাকে হৃদয়ে পাইলাম? এস! বক্ষে ধারণ করিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করি, এই বলিয়া কোলে লইলেন।

হেমাঙ্গী, নগবালার কর্ণে কর্ণে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন—সখি! গা তোল, তোমার প্রাণেশ্বর আসিয়াছেন। একবার দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও, মনের কষ্ট দূর কর, একবার প্রাণের প্রাণকে দর্শন করিয়া প্রাণ মন শীতল কর। এই অবসরে বিমলা সনৎকুমারকে বক্ষ হইতে নামাইলেন। নগবালা হেমাঙ্গীর মহামন্ত্রে মোহাপনয়ন করিয়া উত্থিত হওত সনৎকুমারের পদতলে পতিত হইলেন। এই সময় শ্রীকণ্ঠস্বামী মনোহর বস্ত্র ও কতক গুলি বহুমূল্য অলঙ্কার বাহির করিয়া হেমাঙ্গীকে প্রদান করিয়া কহিলেন—নগবালার বেশ ভূষা করাইয়া দাও। বেশ বিন্যাস সম্পন্ন হইলে শ্রীকণ্ঠস্বামী হরপার্ব্বতী সাক্ষাতেই উভয়ের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। মন্দির মধ্যে আনন্দ স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তদনন্তর, সকলে ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর সর্ব্বাগ্রে—শ্রীকণ্ঠস্বামী, তৎ পশ্চাৎ বিমলাও নারায়ণী, তৎপশ্চাৎ বালা... বিশ্বনাথ ও উমাকালী, তদনু মাধব ও এলোকেশী, তৎপশ্চাৎ বাজিরাও ওহেমাঙ্গী, তৎপশ্চাৎ—সনৎকুমার ও নগবালা,

তৎপশ্চাৎ সুহাসিনী, তাহার পশ্চাৎ চন্দ্রকেতু ও ধনকেতু মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন। এবং যথোপযুক্ত আবাসে অবস্থান করিয়া পরস্পরে পরস্পরের উপাখ্যান বর্ণন করিলেন। সনৎকুমার একবার ব্রহ্মচারীর বেশে আর একবার যোদ্ধার বেশে যে নগবালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন- তাহাও বর্ণন করিলেন। সকলের পরম সুখে রজনী অতিবাহিত হইল

পরিশিষ্ট।

পরদিন সকলে যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলে—বিশ্বনাথ কহিলেন গুরে! আপনি—কি উপায়ে একদিনে আমাদের মিলন সংঘটন করিলেন এবং কি উপায়েই বা সনৎকুমার ও বিমলা জীবন পাইয়াছেন. কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ করুন।

শ্রীকণ্ঠস্বামী কহিলেন—মহাশয়! উমাকালীর দর্শন দিন হইতে বিগত কল্য পর্যন্ত আমি এক মহূর্ত্তও সুস্থির ছিলাম না। নিরন্তর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া আপনাদিগকে একত্রিত করিয়াছি। অপনাদিগকে একত্রিত করিবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনে আবশ্যক সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া এমনই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সকলকে, আশ্রমের চারি দিকে স্থাপন করিয়াছিলাম যে, আপনাদিগের আগমনের কাহারও কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। আমি এই অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিবার নিমিত্তই এই অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম।

চন্দ্রকেতু দস্যু গৃহে গমন করিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে অকস্মাৎ সনৎকুমারকে সর্পাঘাত হয়। দস্যু গণ, কারা-গৃহের অনতিদূরস্থিত রেবতী নদী তীরে সনৎকুমারকে নিঃক্ষেপ করে। এই কালে একটী বৃদ্ধা স্ত্রী. রোদন করিতে করিতে আসিয়া কহে ওগো! তোমরা শীঘ্র গমন কর, বিমলা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা তচ্ছ্রবণে দ্রুত পদে গমন করিল।

ঐ-নদীতটস্থ শ্মশান ভূমির অনতি দূরে ভৈরবেশ্বর নামে আমার এক প্রিয় বন্ধু যোগ সাধন করিতেছিলেন। তিনি শবসাধনের ভাণ করিয়া সর্পদষ্ট সনৎকুমারের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাহাকে গ্রহণ করত আপন নিকটে রাখিয়াদিলেন। এবং রজনীযোগে মন্ত্রৌষধি দ্বারা চেতিত করত পরিচয় গ্রহণ করিয়া কহেন— সনৎকুমার! তোমার মাতা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত কাশীধামে গমন কর। সেখানে আমি, তোমার যজ্ঞোপবীত দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইব। সনৎকুমার অগত্যা তাঁহার সহিত গমন করে। এ-দিগে যখন বিমলা গলদেশে রজ্জু দিয়া লম্বমানা, তখন এক বন চরের চক্ষে পতিত হয়েন, বনচর, গল রজ্জু--চ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলে, অন্যান্য সকলে শুশ্রূষা করিয়া বিমলাকে রক্ষা করে। তদনন্তর কয়েক দিন পরে, চন্দ্রকেতুর সহিত বিমলার সাক্ষাৎ হইলে, প্রিয়পতির মরণ সংবাদে শোকাকুলা হইয়া, চন্দ্রকেতুকে পরিত্যাগ করত যথেচ্ছ গমন করেন। পরে এক পান্থ নিবাসে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, আমি ইহাঁকে যোগ শিক্ষা দিয়া যোগীশ্বরী নাম দিয়াছি। কিছু দিন পরে আমি কাশী ধামে গমন করিয়া ভৈরবেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তথায় কথাপ্রসঙ্গে বালকের পরিচয় পাইয়া, সনৎকুমারকে গ্রহণ করত, মনোমত স্থানে রাখিয়া, সকল বিদ্যায় পারগ করিয়াছি। ইতিহাস শেষ করিয়া শ্রীকণ্ঠ-স্বামী এই সংবাদ বৈজয়ন্তপুরে পাঠাইয়া দিলেন। সংবাদ শ্রবণে জয়ন্তদেব অপার আনন্দে ভাস মান হইয়া সস্ত্রীক বহু বিধ বহুমূল্য রাশি রাশি বস্তু লইয়া আগমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সৈন্য এবং কয়েক জন সেনাপতি, আসিয়া উপস্থিত হইল। মহামহোৎসবে সপ্তদিন অতি বাহিত হইয়া গেল। তদন্তর শ্রীকণ্ঠ-স্বামী সকলকে বিদায় দিলেন। বালাজি বিশ্বনাথ, পরিবার বর্গে

পরিবৃত হইয়া মহারাষ্ট্রে গমন করিলেন। এবং তথাকার পেশোয়া পদে আরূঢ় হইয়া পরম সুখে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এবং সনৎকুমারও কালে উন্নত পদে অধিরোহণ করিলেন।

উপসংহার।

"সরোজ-বাসিনীর" * প্রিয় শিষ্যা পতিব্রতা ইন্দুবালা এই রূপে কনক-নলিনীর উপাখ্যান সমাপন করিয়া শ্বশ্রূদেবীগণকে প্রণাম করত নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন। ক্রমে তথায় সকলের কয়েক দিন অতি বাহিত হইয়া গেল। তদনন্তর বিজয়াদি বিজয় স্থানে এবং হংসকেতু ধারা রাজ্যে গমন করিলেন। নগেন্দ্র কিরাত রাজ্যে রহিয়াগেলেন। এই রূপে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে অবস্থান করিয়া মনের সুখে রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

এদিকে একদিন বৈকালে নগবালা এং হেমাঙ্গী একত্রে উপবেশন করিয়া না না বিধ কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন,। এমন সময়ে তথায় বাজিরাও ও সনৎকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরিহাসে গত হইলে পর, বাজিরাও কহিলেন, সনৎ বাবু! আপনি কহিয়াছিলেন, আমি দেশ ভ্রমণ কালে নানা স্থানে নানা ব্যাপার দর্শন ও নানা বিষয় শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে "প্রভাবতী বা পতি—প্রিয়ার" উপাখ্যান অতীব হৃদয় গ্রাহী: শুনিয়াছি প্রভাবতী স্ত্রীজাতিকে সতী ধর্ম্ম ও পতি ভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদার্শনী" এক্ষণে সেই উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। সনৎকুমার শ্রবণ করিয়া কহিলেন মহাশয়! বড় সুন্দর বিষয় স্মরণ করিয়া দিয়াছেন,—তবে শ্রবণ করুন। সকলে শ্রবণোৎসুক হইলে, সনৎ কহিতে লাগিলেন।

* মৎ প্রণীত সরোজ-বাসিনী পাঠ করুন।

প্রভাবতী বা পতি প্রিয়া।

* বসন্ত কালের অপরাহ্ণ অতি মনোহর সময়; বিবিধ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সদগন্ধে দশদিক্ আমোদিত করিতেছে। দক্ষিণ পবন মৃদু মন্দ প্রবাহে পুষ্পগন্ধ হরণ করত জীবমাত্রকে উপহার দিয়া প্রফুল্লিত করিতেছে। ভ্রমরাবলি মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ শব্দে বসন্ত রাজের জয় ঘোষণা করিতেছে। কোকিল কুল নবপল্লবে কালো দেহ আবৃত করিয়া কুহুরবে শ্রবণ বিবরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে। অপরাপর গায়ক পক্ষী সকল মনের অনুরাগে নানাবিধ রাগ রাগিণীতে গান ধরিয়া জগৎ পতির গুণ গানে আসক্ত হইয়াছে। পাদপাবলি নব-পল্লব রূপ চামর ব্যজন করিয়া তাহাদিগের পরিশ্রম হরণ করিতেছে। কমলিনী নীলজলে রূপের ভাণ্ডার খুলিয়া গাল ভরা হাসি হাসিয়া ভ্রমরের সহিত কত লোকের মুণ্ডপাত করিতেছে। দিনমণি সুবর্ণ করে কমলিনীর সোণার অঙ্গ সেবা করিতেছে। জলচর পক্ষীগণে মনের আনন্দে সরসী জলে সাঁতার দিতেছে। যুবক সকল বেশভূষা সম্পন্ন করিয়া ভ্রমণ জন্য দলে দলে বাহির হইয়াছেন। যুবতী গণ নিজ নিজ মনোমত সাজ সজ্জা সম্পন্ন করত দর্পণ তলে মুখশশী দর্শন করিয়া মিট মিটি হাস্য করিতেছেন, আর এক একবার মনঃ প্রাণ বিমোহন, যৌবনের সারধন কালজয়ী কুচ যুগল অবলোকন করিয়া স্বকরে সুধাকর ধরিতেছেন।

কোন কোন যুবতী প্রিয়তমের প্রতিনিধি কলসীর গলদেশ ভুজলতায় বেষ্টন করত গমনে রাজহংসীকে লজ্জা দিয়া অবগাহন মানসে তরঙ্গিণী নীরে সর্ব্বাঙ্গ লুক্কায়িত পূর্ব্বক তরঙ্গোপরি

---

* প্রভাবতী বা পতি প্রিয়া যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

স্বর্ণ পদ্ম ফুটাইয়া বসিয়া আছেন। তরঙ্গিণী অসংখ্য তরঙ্গ বিস্তার করিয়া আঘাতে আঘাতে তাহার গাত্র মল ধৌত করিতেছে। রমণীর পশ্চাদ্ভাগে প্রলম্বিত কেশদাম, মুখ খানিকে বিশেষ শোভায় শোভিত করিয়া মেঘ হৃদয়স্থ সৌদামিনীকে, ভ্রমর মালা বেষ্টিত কমলিনীকে এবং রাহু গ্রস্ত শশধরকেও লজ্জা দিতেছে। জল মগ্ন কুচযুগল, তরঙ্গ মালা বিচূর্ণিত করিয়া নিজ কাঠিন্য ভাবের বিশেষ পরিচয় দিয়া তটস্থ দর্শকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতেছে। প্রৌঢ়াগণ নববধু দিগের বেশ ভূষা সম্পন্ন করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে কত মতের কত শত উপদেশ দিয়া যুবতীর পদে স্থাপিত করিতেছেন। আর তাহরা কালযামিনীর আগমন চিন্তা করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে দারুণ ভয়ে জড় সড় হইতেছে। স্বার্থ বাহ পথিকেরা অবস্থান জন্য স্থানান্বেষণ করিতেছে। এমন সময় একটী ভদ্র লোক, নিজ প্রিয়তমা জায়াকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা একটী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বাষ্পীয় রথ হইতে অবরোহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ভদ্র লোকের আকার প্রকার অবলোকন করিলে তাঁহাকে কোন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতও তাঁহার বাহ্যাকার অতিরমণীয়; অন্তঃকরণ তদপেক্ষাও প্রীতি প্রদ; সঙ্গে পরমা সুন্দরী রমণী; যদিও রমণী যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়াছেন তথাচ তাঁহার সৌন্দর্য্যের অপচয় হয় নাই। ভাদ্রমাসের পূর্ণানদী;

পাঠক! যদি আপনি পশ্চাৎ ভাগ হইতে এই কামিনীকে দর্শন করেন, তবে ইহাঁকে ষোড়শী যুবতী না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। যেমন রূপের ছটা তেমনি নির্ম্মাণ কৌশল, বিশেষ এক কন্যামাত্রের জননী; যে সকল পাঠকের সহধর্ম্মিণীগ এইরূপ সন্তান বতী হইয়াছেন, তাঁহারাই এই ভদ্র মহিলার পৃ ভাগ বিশেষ অবগত হইবেন। যুবতী কথন প্রৌঢ়ার ন্যায় ইত্যাদি